www.BANGLAKITAB.com



লাগাইয়া গেলে উহার ফল ভক্ষণকারী দোয়া না করিলেও উহার ছওয়াব তার রুহে পৌঁছিয়া যায়।

আল্লামা মনাভী বলেন আওলাদের সহিত দোয়ার শর্ত এই জন্য করা হইয়াছে যেন তাহারা দোয়া করিতে না ভুলে, নচেৎ যে কোন লোকের দোয়াই উপকারে আসে, এ ব্যাপারে আওলাদের কোন বৈশিষ্ট নাই। আরও অনেক বস্তুর স্থায়ীত্বের কথা বর্ণিত আছে। যেমন আসিয়াছে কেহ যদি কোন সৎপ্রথা চালু করে, সে নিজের আমলের ছওয়াব ছাড়াও যাহারা তাহার অনুসরণ করিবে তাহার ছওয়াব ও সে লাভ করিবে, ইহাতে তাহার ছওয়াব বিন্দুমাত্রও কম হইবে না। এই ভাবে কেহ কুপ্রথা চালু করিয়া গেলে নিজেই উহার সাজা ভোগ করিবে তার অনুসরণ কারীদের সাজাও সে ভোগ করিবে। আরও আসিয়াছে সিমান্ত পাহারার ছওয়াব, বৃক্ষ রোপণের ছওয়াব, নহর খননের ছওয়াব মৃত্যুর পরে পৌঁছিয়া থাকে। আল্লামা ছুয়ুতী এই সব আমল এগার ও এবনে এমাদ তের পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন। কিন্তু সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে এই সবই প্রথম তিন বস্তুর মধ্যে শামিল।

(২০) عن عائشة انهم ذبحوا شاة فقال النبى (ص) ما بقى منها قالت ما بقى منها الا كتفها قال بقى كلها الا كتفها ٥ (مشكوة)

"আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন এক সময় তাঁহারা একটা বকরী জবেহ করেন ও উহা হইতে বন্টন করিয়া দেন। প্রিয় নবী (ছঃ) জিজ্ঞাসা করেন, কিছু অবশিষ্ট আছে কি? হজরত আয়েশা বলেন, মাত্র একটা বাহু বাকী আছে। হুজুর ফরমাইলেন, না সবই আছে শুধু ঐ বাহুটাই নাই।

মতলব হইল যাহা লিল্লাহ ব্যয় হইয়াছে আসলে উহার সবই আছে আর যাহা বাকী রহিয়াছে উহার বিষয় জানা নাই যে কোথায় ব্যয় হইবে। আল্লাহর পথে না অন্য পথে। মাজাহেরে হকে উল্লেখ আছে এই হাদীছে এই আয়াতের দিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে।

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ٥



অর্থাৎ "যাহা কিছু দুনিয়াতে তোমাদের নিকট থাকে সব নিঃশেষ হইয়া যাইবে, আর যাহা আল্লাহর নিকট থাকে তাহাই চিরস্থায়ী" নাহাল

একটি হাদিছে বর্ণিত আছে রাছুলে আকরাম (ছঃ) বলেন লোকে বলে আমার মাল-আমার মাল, প্রকৃত পক্ষে তাহার মাল অতটুকু যতটুকু সে খাইয়াছে অথবা পরিয়াছে অথবা আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া নিজের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। ইহা ছাড়া বাকী সব সে অন্যের জন্য ছাড়িয়া যাইবে। একবার প্রিয় নবী (ছঃ) ছাহাবাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নিজের মালের চেয়ে ওয়ারিশানের মালকে বেশী প্রিয় মনে করে? ছাহাবারা বলিলেন হুজুর! এমনত কেহ নাই বরং প্রত্যেকে নিজের সম্পদকে বেশী ভালবাসেন। হুজুর ফরমাইলেন মানুষের জন্য নিজের মাল অতটুকু যতটুকু সে আগে পাঠাইয়াছে, আর যাহা ত্যাগ করিয়া যায় উহা ওয়ারিশানের মাল।

জনৈক ছাহাবী এরশাদ করেন আমি এক সময় হুজুরের খেদমতে হাজির ছিলাম, হুজুর আলহাকুমুত্তাকাছুর পাঠ করিয়া এরশাদ ফরমাইলেন মানুষ বলে আমার মাল-আমার মাল। হে মানুষ! তুমি যাহা খাইয়া শেষ করিয়া দিয়াছ, অথবা পরিধান করিয়াছ অথবা ছদকা করিয়া আগে পাঠাইয়া দিয়াছ উহা ছাড়া তোমার আর কোন মাল নাই।

মানুষ সাধারণতঃ দুনিয়ার ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিতে গুরুত্ব দিয়া থাকে কিন্তু উহা তাহার সাথী হইতে পারে? তার জীবদ্দশায় যদি গচ্ছিত টাকার উপর কোন বিপদ নাও আসে তবু মৃত্যুর পরে ত তার কোন কাজে আসিবে না! কিন্তু যে আল্লাহর ব্যাঙ্কে জমা করিল উহা অনন্তকাল তাহার কাজে আসিবে, উহার উপর বিপদের কোন আশঙ্কা নাই। হজরত ছহল বিন আবদুল্লাহ তছতরী বেশী বেশী করিয়া দান খয়রাত করিতেন। তাঁহার মা ও ভাইগণ হযরত আবদুল্লাহ বিন মোবারকের খেদমতে অভিযোগ করিয়া বলিলেন, সে ত অল্পদিনের মধ্যে ফকীর হইয়া যাইবে। হজরত এবনে মোবারক হযরত তছতরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি বলেন, আপনিই বলুন দেখি, কোন মদিনাবাসী পারস্যের বোস্তাক শহরের কিছু জমি খরিদ করিয়া সেখানে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, তবে কি সে মদিনায় কোন সম্পত্তি ছাড়িয়া যাইবে? এবনে মোবারক বলেন না, হযরত তছতুরী বলেন আসল ব্যাপার হইল এটাই! ওনার বক্তব্য

www.BANGLAKITAB.com



দ্বারা লোকে মনে করিয়াছিল হে, হযরত ছহল তছতুরী দেশ ত্যাগ করিতে চাহেন, কাজেই সব খরচ করিয়া ফেলিতেছেন, অথচ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এই জগত ত্যাগ করিয়া অন্য জগতে যাওয়া। (তাম্বিহুছ ছালেকীন)

বর্তমান জামানায় ও দেখা যায় যদি কোন ব্যক্তি এক দেশ হইতে অন্য দেশে স্থানান্তর হইতে চায় তবে প্রথমেই নিজের কষ্টার্জিত সম্পত্তি সেই দেশে স্থানান্তর করার জন্য উদগ্রীব হইয়া পড়ে তদ্রূপ প্রকৃত জ্ঞানী যারা তারা জীবন থাকিতেই আপন ধনসম্পদকে পরকালের পাথেয় করার জন্য পেরেশান হইয়া পড়ে।

## প্রতিবেশীর হক

(২১) عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله (ص) من كان يومن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يومن بالله واليوم الاخر فلا يوذ جاره ومن كان يومن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت وفى رواية بدل الجار ومن كان يومن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه (متفق عليه)

"হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবীয়ে করিম (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে সে যেন অবশ্যই তার মেহমানকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাছুলের বিশ্বাস রাখে সে সেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়, এবং জবান দ্বারা ভাল কথা বলে তা না হইলে চুপ থাকে। অন্য রেওয়ায়েতে 'প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়' ইহার পরিবর্তে আসিয়াছে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েম রাখে।

(বেখারী মোসলেম)

আলোচ্য হাদীছে চারিটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, প্রথমে মেহমানের সমাদর, দ্বিতীয় প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া, তৃতীয় জবানকে সাবধানে চালনা করা নচেৎ চুপ থাকা, চতুর্থ আত্মীয়তার সম্পর্ক। প্রতিবেশীদের বিষয় বিভিন্ন রেওয়ায়েত আসিয়াছে, 'প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবেনা প্রতিবেশীকে সমাদর করিবে, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিবে। একটি হাদীছে আসিয়াছে তোমরা কি জান



প্রতিবেশীর হক কি? সে যদি সাহায্য চায়, তাহার সাহায্য করিবে। কর্জ চাহেত কর্জ দিবে, মোহতাজ হইলে সাহায্য করিবে, রুগ্ন হইলে সেবা শুশ্রূষা করিবে মারা গেলে জানাজার সহিত গমন করিবে, খুশীর হালতে মোবারকবাদ দিবে, দুঃখের হালতে সহানুভূতি দেখাইবে; তার ঘরের পাশে এত বড় উঁচু ঘর বানাইবেনা যদ্দারা তার ঘরে আলো বাতাস না লাগে। তুমি ফল খরিদ করিলে তাকেও কিছু হাদিয়া দিবে, হাদিয়া দেওয়া সম্ভব না হইলে, ঘরে চুপে চুপে খাইবে তোমার সন্তান গণ ও যেন ফলসহ ঘরের বাহির না হয়, তা না হইলে প্রতিবেশীর বাচ্চাদের মনে দুঃখ হইবে। ঘরের ধুয়া দ্বারা প্রতিবেশীর মনে কষ্ট দিও না, হাঁ্যা পাক করিয়া তাহাকে কিছুটা দিতে পারিলে সেটা হইল স্বতন্ত্র কথা। হুজুর (ছঃ) আরও বলেন, তোমরা কি জান প্রতিবেশীর হক কত বিরাট, যেই খোদার কুদরতী হাতে আমার জান তাঁহার কছম খাইয়া বলিতেছি, প্রতিবেশীর হক ঐ ব্যক্তি বুঝিতে সক্ষম যাহার উপর আল্লাহ পাক রহম করেন। (ফতহুল বারী) (আরবাঈনে ইমাম গাজালী)।

অন্য একটি হাদীছে আছে হুজুরে আকরাম (ছঃ) তিনবার বলেন—খোদার কছম ঐ ব্যক্তি মোমেন নয়, খোদার কছম ঐ ব্যক্তি মোমেন নয়, খোদার কছম ঐ ব্যক্তি মোমেন নয়, কেহ আরজ করিল ইয়া রাছুলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি? হুজুর এরশাদ ফরমাইলেন যার জুলুম অত্যাচার হইতে তার প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয়। আর একটি হাদীছে আছে ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে না যার উৎপীড়ন হইতে তার প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয়।

এবনে ওমর ও হজরত আয়েশা (রাঃ) হুজুরের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, হজরত জিব্রাইল প্রতিবেশীদের সম্পর্কে আমাকে এতবেশী তাকীদ করেন যে, আমার সন্দেহ হইতেছিল যে প্রতিবেশীদিগকে ওয়ারিশ বানাইয়া ছাড়ে নাকি। রাব্বুল আলামীন এরশাদ ফরমাইতেছেন—

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ

www.BANGLAKITAB.com



إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين

والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب

وابن السبيل ٥ (نساء)

"এবং তোমরা আল্লাহর এবাদত কর তাঁহার সাথে কাহাকেও শরীক করিও না, এবং মাতা পিতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, অনুরূপ আত্মীয়দের সাথে, এতীম ও মিছকীনদের সাথে, ও নিকটতম প্রতিবেশী-দের সাথে, দূর প্রতিবেশীদের সাথে, আর বন্ধুবান্ধবদের সাথে, এবং মোছাফেরদের সাথেও। (ছূরা নেছা ৬ রুকু)

নিকটতম প্রতিবেশী অর্থ যাহাদের ঘর কাছে রহিয়াছে তাদেরকে ও দূর প্রতিবেশী বলিতে যাদের ঘর দূরে রহিয়াছে তাদেরকে বুঝায়। হজরত হাছানবছরী পড়শীর সীমানা বলেন যে, সামনে চল্লিশ, পিছনে চল্লিশ, ডানে চল্লিশ ও বামে চল্লিশ ঘর পর্যন্ত। মা আয়েশা হুজুর (ছঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন হুজুর আমার দুই পড়শী আছে আমি প্রথমে কোন্‌টির খবর গিরী করিব? হুজুর (ছঃ) উত্তর করিলেন যাহার দরজা তোমার ঘরের দরজার নিকটে হয়। হযরত এবনে ওমর (রাঃ) হইতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে প্রতিবেশী বলিতে আত্মীয়, দূর প্রতিবেশী বলিতে অনাত্মীয়কে বুঝায় নওফে শামী হইতে বর্ণিত, নিকট প্রতিবেশী অর্থ মুসলিম প্রতিবেশী ও দূর প্রতিবেশী অর্থ অমুসলিম প্রতিবেশী। (দুররে মানছুর) মছনদে বাজ্জাজ প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত আছে হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন প্রতি-বেশী তিন প্রকার, ১ম ঐ পড়শী যাহার তিন প্রকার হক রহিয়াছে, প্রতিবেশী হওয়ার হক, আত্মীয়তার হক ও ইছলামের হক। ২য় ঐ পড়শী যাহার হক দুই প্রকার, পড়শী হওয়ার হক, ইসলামের হক। ৩য় যাহার একটি মাত্র হক, উহা হইল অমুসলিম পড়শী। ইমাম গাজালী এই হাদীছ বর্ণনা করিয়া বলেন দেখ শুধু পড়শী হওয়ার কারণে কাফেরের হকও মুছলমানের উপর সাব্যস্ত করা হইয়াছে। একটি হাদীছে আসিয়াছে কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথ দুইজন প্রতিবেশীর মধ্যে ফয়ছালা



করা হইবে।

জনৈক ব্যক্তি এবনে মাছউদের নিকট প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে খুব বেশী অভিযোগ করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন যাও সে যদিও তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নাফরমানী করে, তুমি কিন্তু তার বেলায় খোদার নাফরমানী করিও না। একটি ছহী হাদীছে কোন এক নারীর ঘটনা বর্ণিত আছে যে, সে খুব রোজাদার ও তাহাজ্জুদ গুজার ছিল কিন্তু প্রতিবেশীদের খুব কষ্ট দিত, হুজুর (ছঃ) তাহাকে জাহান্নামী বলিয়া আখ্যায়িত করেন। ইমাম গাজালী (রাঃ) বলেন পড়শীদের হক শুধু তাহাদিগকে কষ্ট না দেওয়া নয়, বরং তাহাদের কষ্ট সহ্য করাও হকের মধ্যে শামিল। এবনুল মোকাফ্‌ফা সর্বদা তাঁর প্রতিবেশীর দেওয়ালের ছায়াতলে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন। পরে তিনি জানিতে পারিলেন লোকটি কর্জের চাপে ঘর বিক্রি করিতেছে এবনুল মোকাফ্‌ফা বলেন আমরা সর্বদা তার ঘরের ছায়াতলে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া থাকি কিন্তু তার কোন হক আদায় করি নাই। তারপর তিনি ঘরের মূল্য তার হাতে দিয়া বলিলেন ঘরের মূল্যত পাইয়াছ, ঘর আর বিক্রি করিও না।

হজরত এবনে ওমরের গোলাম একবার একটা বকরী যবেহ করেন। তিনি বলিলেন দেখ, যখন ইহার চামড়া আলাদা করিবে তখনই সর্ব প্রথম আমার ইহুদী প্রতিবেশীকে কিছু গোশ্‌ত দিয়া দিবে। তিনি এই কথা বারংবার বলিতে লাগিলেন। গোলাম বলিল এই কথাটা এতবার বলার কি প্রয়োজন? এবনে ওমর বলিলেন আমি প্রিয় নবীকে বলিতে শুনিয়াছি হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হুজুরকে প্রতিবেশী সম্পর্কে বেশী বেশী তাকীদ করিতেন তাই আমি তাঁহার অনুসরণ করিতেছি।

আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন মহৎগুন দশটি অনেক সময় এগুলি ছেলের মধ্যে দেখা যায় অথচ বাপের মধ্যে থাকে না, গোলামের মধ্যে দেখা যায় অথচ মনিবের মধ্যে হয় না। আল্লাহ পাক যাকে ইচছা তাকেই দান করিয়া থাকেন, (১) সত্য কথা বলা (২) মানুষের সহিত সততা পূর্ণ ব্যবহার করা ধোকা না দেওয়া। (৩) ভিক্ষুককে দান করা (৪) এহছানের বদলা দেওয়া (৫) আত্মীয়তা রক্ষা করা (৬) আমা-নতের হেফাজত করা (৭) প্রতিবেশীর হক আদায় করা (৮) সাথী-দের হক আদায় করা (৯) মেহমানের হক আদায় করা (১০) আর এই সবের মূলভিত্তি হইল লজ্জা।

www.BANGLAKITAB.com



উল্লেখিত হাদীছে তৃতীয় বস্তু হইল, যে আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন মুখে ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে। এবনে হাজার বলেন হুজুরের এই বানী খুবই তাৎপর্যপূর্ণ! যেহেতু কথা দুই প্রকার, ভাল ও মন্দ, ভাল বলিতে ফরজ ওয়াজেব, মোস্তাহাব সব রকম ভালকেই বুঝায়, বাকী সবকিছুই মন্দ। আর যে কথার ভাল ও মন্দ কিছুই জানা নাই উহাও মন্দের মধ্যে শামিল।

হজরত মা উম্মে হাবীবা হুজুরে আকরাম (ছঃ)-এর এরশাদ বর্ণনা করেন যে, মানুষের প্রত্যেক কথাই তার জন্য বিপদ ও কোন লাভজনক নয়, কিন্তু হ্যাঁ, যদি নেক কাজের হুকুম করে বা অন্যায় কাজে বাধা দেয় অথবা আল্লাহর জিকির করে। জনৈক ব্যক্তি এই হাদীছ শ্রবণ করিয়া বলেন বড় সাংঘাতিক ব্যাপার তো, হজরত ছুফিয়ান বলেন এটা আবার সাংঘাতিক কিশের? স্বয়ং কোরানে মজীদে বর্ণিত আছে—

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ

أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ

اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ○ (نساء)

"মানুষের অধিকাংশ শলা-পরামর্শের মধ্যেই কোন ফায়েদা নাই, কিন্তু যে ব্যক্তি ছদকাহ ও কোন সৎ কাজের হুকুম করে বা মানুষের মধ্যে পরস্পর এছলাহের কথা বলে, তার কথায় অবশ্য ফায়েদা রহিয়াছে। আর যে ব্যক্তি এইসব আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় করে আমি তাহাকে অবশ্যই বিরাট পুরস্কার দান করিব।"

হযরত আবু জর (রাঃ)-বলেন আমি প্রিয় নবীজীর খেদমতে আরজ করি যে, হুজুর! আমাকে কিছু অছিয়ত করুন, হুজুর এরশাদ ফরমাইলেন, আমি তোমাকে খোদা ভীতির উপদেশ দিতেছি কারণ ইহা তোমার যাবতীয় কাজের অলঙ্কার স্বরূপ! আমি বলিলাম আরও কিছু বলুন, নবীয়ে পাক ফরমাইলেন কোরআন তেলায়াত ও আল্লাহর জিকিরের প্রতি



অধিক মনোযোগী হও। কারণ ইহা আছমানে তোমার স্মরণের কারণ ও জমীনে তোমার জন্য নূর হইবে। আমি আরও কিছু চাহিলে হুজুর ফরমাইলেন অধিকাংশ সময় নীরব থাকিও ইহাতে শয়তান দুরে সরিয়া যায় ও দ্বীনী কাজে সাহায্য হয়। আমি আরও কিছু চাহিলে হুজুর বলেন অধিক হাসি হইতে বাঁচিয়া থাকিও, কারণ উহা দ্বারা অন্তর মরিয়া যায় এবং মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্য কমিয়া যায়। আমি আরজ করিলাম আরও কিছু, তিনি ফরমাইলেন, না পছন্দ হইলেও হক কথা বলিতে থাকিও। আমি আরও চাহিলে বলিলেন আল্লাহর বিষয়ে কাহাকেও ভয় করিও না। আমি আবার আরজ করিলাম পর প্রিয়নবী (ছঃ) ফরমাইলেন, নিজের দোষ অন্যের দোষ দেখা হইতে তোমাকে যেন ফিরাইয়া রাখে। (দুররে মানছুর)

## জবান সম্পর্কে ইমাম গাজালীর অভিমত

ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন, জবান আল্লাহ তায়ালার বড় বড় নেয়ামত সমূহের অন্যতম, এবং তাঁহার নিপুন কারিগরীর একটা নমুনা, উহা আকারে ক্ষুদ্র অথচ উহার ছওয়াব ও গোনাহের আকার বৃহৎ। এমনকি ইছলাম ও কুফুর যাহা ছওয়াব ও পাপের শেষ প্রান্ত এই জবানের সহিতই সম্পর্কযুক্ত। অতঃপর তিনি জবানের বিপর্যয়গুলি বর্ণনা করেন অনর্থক কথাবার্তা, বাজে বাক্যালাপ ঝগড়া ফাছাদ, মুখ চেপ্টা করিয়া কথা বলা, কবিতার ভাব ভঙ্গীমায় কথা বলা, অশ্লিল কথা বলা, গালি-গালাজ, লা'নত, কবিতার ছড়াছড়ি, কাহারও সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ, কাহারও গুপ্তভেদ প্রকাশ করা, মিথ্যা ওয়াদা করা' মিথ্যা বলা, মিথ্যা কছম খাওয়া, কাহারও প্রতি কটাক্ষ করা, মিথ্যা অপবাদ রটানো, অথবা কাহারও প্রশংসা করা বা অযথা ছাওয়াল করা, ইত্যাদি ইত্যাদি বড় বড় পাপসমূহ এই ক্ষুদ্র জবানের সহিত সম্পর্কযুক্ত। তাই প্রিয় রাছুল (ছঃ) মানুষকে নীরব থাকার প্রতি উৎসাহ দিয়াছেন। এবং ফরমাইয়াছেন' যে নীরব থাকিল সে-ই নাজাত পাইল।

**জনৈক ছাহাবী প্রিয় নবীজীর খেদমতে আরজ করিলেন হুজুর! আমাকে ইছলাম সম্পর্কে এমন উপদেশ দান করুন যাহাতে আপনার পর আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়, হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন আল্লাহর উপর ঈমান আন এবং উহার উপর অটল থাক। তিনি বলিলেন**

www.BANGLAKITAB.com



আমি কোন্ জিনিস হইতে বাঁচিয়া থাকিব ? বলিলেন নিজের জবান হইতে। অন্য ছাহাবী আরজ করিলেন কিসে নাজাত পাইব, এরশাদ হইল আপন জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখ, বিনা প্রয়োজনে ঘর হইতে বাহির হইওনা, স্বীয় পাপের উপর কাঁদিতে থাক। একটি হাদীছে আছে যে ব্যক্তি দুইটি জিনিসের জিম্মাদার হইবে আমি তাহার জন্য বেহেশ্‌তের জিম্মাদার হইব, প্রথম জবান, দ্বিতীয় লজ্জাস্থান, কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যে সব বস্তু মানুষকে জান্নাতে দাখিল করিবে তন্মধ্যে সর্বোত্তম কোনটি ? এরশাদ হইল আল্লাহর ভয় ও পবিত্র আদত সমুহ। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, জাহন্নামে প্রবেশ কারী আমলের মধ্যে জঘন্য কোন্‌টি ? উত্তর হইল মুখ এবং শরমগাহ !

হজরত অবদুল্লাহ বিন মাছউদ (রাঃ) ছাপা মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ের সময় স্বীয় জবানকে খেতাব করিয়া বলিতেছিলেন, হে জবান ভাল কথা বল, লাভবান হইবে. মন্দ হইতে নীরব থাকিও অপমানিত হওয়ার পূর্বেই রক্ষা পাইয়া যাইবে, কেহ জিজ্ঞাসা করিল এইসব আপনি নিজের তরফ হইতে বলিতেছেন নাকি হুজুরের তরফ হইতে ও কিছু শুনিয়াছেন ? তিনি বলিলেন আমি হুজুরের নিকট হইতে শুনিয়াছি, মানুষের বেশীর ভাগ গোনাহ জবান হইতে প্রকাশ পায়। প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি জবানকে কাবু করিয়াছে আল্লাহ পাক তার দোষ ঢাকিয়া রাখেন, যে রাগকে হজম করে তাহাকে আজাব হইতে মাহফুজ রাখেন আর যে দরবারে এলাহিতে ওজর পেশ করে খোদাতায়ালা তার ওজর কবুল করেন।

হজরত মোয়াজ (রাঃ) আরজ করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ ! আমাকে কিছু অছিয়ত করুন, ফরমাইলেন, আল্লাহর এবাদত এইভাবে কর যেমন তুমি তাহাকে দেখিতেছ, নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণ্য কর, আর যদি তুমি চাও তবে আমি ঐ জিনিস বাত্‌লাইয়া দিব যদ্দারা এইসব বস্তুর উপর শক্তি অর্জন করিতে পার, এই বলিয়া হুজুর স্বীয় জিহ্বার দিকে ইশারা করিলেন। হজরত সোলায়মান (আঃ) বলেন, কালাম যদি হয় রৌপ্য তবে চুপ থাকা হইবে স্বর্ণ।

হজরত লোকমান হাকীম, হেকমত ও জ্ঞানী হিসাবে যাঁহার বিশ্ব জোড়া খ্যাতি। তিনি ছিলেন একজন হাবশী গোলাম দেখিতে খুব



কুশ্রী। কিন্তু জ্ঞান ও বুদ্ধির বলে তিনি জগদ্বিখ্যাত হন। কেহ কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল আপনি কি অমুকের গোলাম নন ? অমুক পাহাড়ের পাদদেশে কি আপনি ছাগল চরাইতেন না ? তিনি বলিলেন নিশ্চয়, লোকটি বলিল তবে আপনি এতবড় মর্যাদা কি করিয়া হাছেল করিলেন. তিনি উত্তর করিলেন চার বস্তুর সাহায্যে, আল্লাহর ভয়, কথার সততা, আমানতের পুরাপুরি হেফাজত, অনর্থক কথা হইতে চুপ থাকা। হজরত বরা (রাঃ) বলেন জনৈক বেদুইন আসিয়া আরজ করিল ইয়া রাছুলাল্লাহ ! আমাকে এমন আমল বাত্‌লাইয়া দিন যাহা আমাকে জান্নাতে পৌছাইয়া দিবে, হুজুর ফরমাইলেন ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়াইও, পিপাসিতকে পানি পান করাইও, সৎপথে আদেশ কর ও অসৎ কাজে নিষেধ কর, আর এত কিছু সম্ভব না হইলে স্বীয় জিহ্বাকে ভালকথা ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করিও না। ইহা দ্বারা শয়তানের উপর জয়ী থাকিবে। জবান সম্পর্কে এই কয়েকটি হাদীছ ছাড়া আরও বহু হাদীছ বর্ণিত আছে, প্রকৃত পক্ষে জবানের সমস্যা বড় সঙ্গীন সমস্যা কিন্তু আমরা গাফেল বিধায় উহা দ্বারা বিনা দ্বিধায় যা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া ফেলি। অথচ আল্লাহর তরফ হইতে দুইজন পাহারাদার দিবারাত্রি আমাদের কাঁধে নিযুক্ত রহিয়াছে যাহাদের একমাত্র কাজ হইল আমাদের প্রতিটি ভালমন্দ কাজ লিপিবদ্ধ করা। তদুপরি আল্লাহ ও রাছুলের আমাদের উপর কত বড় এহ্‌ছান, আমরা কত অলক্ষ্যে কত বেহুদা কথা বলিয়া ফেলি, তাই প্রিয় মাহ্‌বুব নবী (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে কোন মজলিশ ত্যাগ করার আগে তিন বার নীচের দোয়া পাঠ করিবে, মজলিসের কাফ্‌ফারা স্বরূপ—

سبحان الله و بحمده سبحانك اللهم و بحمدك اشهد
ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك ـ

অন্য রেওয়ায়েতে আছে শেষ বয়সে হুজুর (ছঃ) এই দোয়াটি পাঠ করিতেন। অন্য হাদীছে আছে, কয়েকটি শব্দ এমন আছে যাহা মজলিস ত্যাগের পূর্বে পড়িলে মজলিসের কাফ্‌ফারা হইয়া যায়, উক্ত মজলিস ভাল হইলে এই শব্দগুলি মজলিসের মোহর হইয়া যায় যেই ভাবে পত্রের শেষে শীল মোহর লাগে।

سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت

www.BANGLAKITAB.com



استغفرك واتوب اليك - (ابو داؤد)

আলোচ্য হাদীছের চতুর্থ বিষয় হইল আত্মীয়তা রক্ষার সম্পর্কে। এ বিষয়ে আগামী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হইবে।

## মেহমানের মেহমানদারী কিভাবে করিতে হয়

(২২) عن ابى شريح الكعبى ان رسول الله (ص) قال من كان يومن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلثة ايام فما بعد ذالك فهو صدقة ولا يحل له ان يثوى عنده حتى يخرجه - (متفق عليه)

"প্রিয় রাছুল (ছঃ) এরশাদ করেন, যে আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে সে যেন মেহমানের সম্মান করে। মেহমানের বিশেষ আতিথেয়তা একদিন, মেহমানদারী তিনদিন, তারপর যাহা হইবে উহা হইবে ছদকাহ্ মেজবানের কষ্ট হইবে পর্যন্ত মেহমানের অবস্থান করা হারাম।

এই হাদীছে প্রিয় নবী (ছঃ) দুইটা আদব শিক্ষা দিয়াছেন একটা মেজবানের, অপরটা মেহমানের। মেহমানের সম্মান বলিতে হাসিমুখে ভদ্রতার সহিত তাহার সহিত মিলিত হওয়া। হাদীছে আসিয়াছে বিদায়ের সময় ঘরের দরজা পর্যন্ত মেহমানের সহিত গমন করা সুন্নত, আরও বর্ণিত আছে যে মেহমানের একরাম করিল না তার মধ্যে কোন গুণ নাই জনৈক ব্যক্তি দেখিল যে, হজরত আলী কাঁদিতেছেন, কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন সাত দিন পর্যন্ত কোন মেহমান আসিতেছে না, আমার ভয় হইতেছে আল্লাহ পাক আমাকে বেইজ্জত করার ইচ্ছা করিয়াছেন নাকি। (এহইয়াউল উলুম)

মেহমানের বিষয় হুজুর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, মেহমানের বিশেষ মেহমানদারী হইল একদিন এক রাত। ইমাম মালেক বলেন প্রথম দিন তার সম্মানার্থে বিশেষ খানা পিনার ব্যবস্থা করিবে। আর অন্যান্য দিন নিয়মানুযায়ী মেহমানদারী করিবে। কেহ কেহ বলেন বিশেষ একদিন সহ আরও তিন দিন মিলাইয়া মোট চার দিন মেহমানদারী করা ওয়াজিব। আবার কেহ বলেন সেই এক দিন সহ মোট তিন দিন মেহমানদারী করিবে। কাহারও মতে তিনদিনের মেহমানদারী ছাড়াও বিদায় কালে একদিনের নাস্তা দিতে হইবে। আবার কাহারও মতে সাক্ষাত



করিতে আসিলে থাকিবার হক তিন দিন আর অন্য দিকে যাওয়ার পথে বিশ্রাম করিতে হইলে থাকার হক একদিক।

মূল কথা হইল মেহমানের একরাম করা জরুরী, একদিন ভাল খানার ব্যবস্থা করিবে, বিদায় কালে নাস্তা দিয়া দিবে, বিশেষ করিয়া যেখানে কিছু পাওয়া খাওয়ার সম্ভাবনা কম।

আলোচ্য হাদীছে আর একটি কানুন মেহমানের জন্য ইহা রাখা হইয়াছে যে, সে যেন বেশী দিন অবস্থান করিয়া মেজবানকে কষ্ট না দেয়। অথবা মেজবান তাহার কারণে যেন গোনাহে গ্রেপ্তার না হয়, যেমন মেজবান তার গীবত শুরু করিয়া দিল, অথবা এমন কোন কাজ করিয়া বসে যদ্দারা মেহমানের কষ্ট হয় অথবা মেহমান সম্পর্কে খারাপ ধারণা করিতে আরম্ভ করে, মেজবানের কিসে কষ্ট হয়, জনৈক ছাহাবী জিজ্ঞাসা করাতে হুজুর ফরমাইলেন মেহমান যদি মেজবানকে সমাদর করিবার সামর্থ না রাখে। এখানে হযরত সালমান ও তাঁর মেহমান সম্পর্কীয় একটা কেচ্ছা প্রনিধান যোগ্য। হাফেজ এবনে হাজার ও ইমাম গাজালী উহা বর্ণনা করেন, কেচ্ছা এইরূপ—

হযরত আবু ওয়ায়েল বলেন, আমিও আমার এক সাথী হযরত ছালমানের (রাঃ) খেদমতে হাজির হই, তিনি আমাদের সামনে যবের রুটি ও আধা পিষা লবন পেশ করেন। আমার সাথী বলিয়া উঠিল ইহার সাথে যদি কিছুটা পুদিনা হইত তবে কতই না স্বাদ হইত। হযরত ছালমান (রাঃ) ইহা শ্রবন করিয়া তাড়াতাড়ি কোথায় গমন করিয়া অজুর লোটা বন্দক রাখিয়া কিছু পুদিনা ক্রয় করিয়া আনিলেন। আমাদের আহার শেষে আমার সাথী দোয়া পড়িতে লাগিলেন, সেই আল্লাহর তারিফ যিনি আমাদিগকে তাহার প্রদত্ত রিজিকের উপর সন্তুষ্ট রাখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া হযরত ছালমান বলিয়া উঠিলেন, যদি তাহাই হইতে তবে আমার অজুর লোটা বন্দক রাখিতে হইত না। (এহইয়াউল উলুম)

মোট কথা মেজবান যাহাই পেশ করে উহার উপর পরিতৃপ্ত থাকা খুবই জরুরী, আজে বাজে ফরমায়েশ করিলে অনেক সময় মেজবানের খুবই কষ্ট হয়, হ্যাঁ অবস্থা দৃষ্টে যদি মনে হয় যে, ফরমায়েশ করিলে মেজবান খুশী হইবে তবে ফরমায়েশ করিতে কোন আপত্তি নাই।

www.BANGLAKITAB.com



হযরত ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বাগদাদে জনৈক জাফরানী ব্যবসায়ীর মেহমান ছিলেন। সে প্রতিদিন ইমাম সাহেবের খাবারের লিষ্ট স্বীয় বাঁদীর হাতে দিত এবং সে তদনুযায়ী পাক করিত। একদিন ইমাম সাহেব বাঁদীর হাত হইতে লিষ্ট লইয়া স্বহস্তে উহাতে একটি পদ লিখিয়া দেন, আহারের সময় ব্যবসায়ী সেই নতুন জিনিসটা দেখিয়া বাঁদীর নিকট কৈফিয়ত চাহিলে বাঁদী লিষ্ট আনিয়া মনিবকে দেখাইয়া বলিল ইহা ইমাম সাহেব স্বহস্তে লিখিয়াছেন। ব্যবসায়ী ইহাতে আনন্দে আত্মহারা হইয়া সঙ্গে সঙ্গে বাঁদীকে আজাদ করিয়া দিল। অতএব মেহমান ও মেজবান যদি এ পর্যায়ের হয় তবে ফরমায়েশ বড়ই আনন্দদায়ক হয়।

(২৩) عن ابى سعيد انه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب الا مومنا ولا ياكل طعامك الا تقى ٥

(ترمذى)

হুজুর আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন, মোমেন ব্যতীত অন্য কাহার ও সংশ্রবে থাকিও না আর তোমার খানা যেন পরহেজগার ব্যতীত অন্য কেহ না খায়।

এই হাদীছে দুইটি আদবের বর্ণনা আসিয়াছে, প্রথমতঃ অমুসলিমের সংশ্রব ত্যাগ করা। এখানে অর্থ সাধারণ মোমেনও হইতে পারে কামেল মোমেনও হইতে পারে। যেমন অন্য হাদীছে আসিয়াছে, তোমার ঘরে যেন পরহেজগার ব্যতীত অন্য লোক প্রবেশ না করে। আসল উদ্দেশ্য হইল মানুষ যেন সৎসঙ্গ এখতিয়ার করে ও অসৎ সঙ্গ বর্জন করে। অন্য হাদীছে আসিয়াছে সৎলোকের সংশ্রবের দৃষ্টান্ত হইল যেমন কস্তুরী বিক্রেতার নিকট বসা। সে হয়ত তোমাকে কিছু কস্তুরী হদীয়া দিবে, না হয় তুমি ক্রয় করিবে, তা না হয় অন্ততঃ উহার সুগন্ধীতে তোমার মন প্রফুল্ল হইয়া যাইবে। আর অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হইল কামারের ন্যায়। পার্শ্বে থাকিলে হয় তার ভাটি হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ আসিয়া তোমার কাপড় জালাইয়া দিবে না হয় অন্ততঃ দুর্গন্ধ এবং ধোঁয়াত আসিবেই। অন্য হাদীছে আসিয়াছে মানুষ তাহার বন্ধুর মজহাবেরই অনুসারী হইয়া থাকে অতএব তোমার চিন্তা করা



উচিত কাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতেছ। (মেশকাত)

অর্থাৎ দ্বীনদারী হউক বা বদদ্বীনী হউক ছোহবতের কারণে ক্রমশঃ উহার সঙ্গীর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অভিজ্ঞতায়ও দেখা যায় শিকারী ও জুয়ারীর সহিত উঠাবসা করিলেও সেই সব বদ অভ্যাস মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হয়। হযরত আবু রজীনকে নবীয়ে করিম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, আমি কি তোমাকে এমন বস্তু সম্পর্কে বলিব যদ্দারা দুনিয়া ও আখেরাতের ভালাইর শক্তি তোমার মধ্যে পয়দা হয়, আল্লাহর ওয়াস্তে জাকেরীনদের ছোহবতে থাকিও এবং একাকী থাকিলে যথাসাধ্য আল্লাহর জিকিরে জবান চালু রাখিও এবং শত্রুতা শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে রাখিও। (মেশকাত)

অর্থাৎ কাহারও সঙ্গে তোমার শত্রুতা এবং মিত্রতা তোমার নফছের সন্তুষ্টির জন্য না হইয়া যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়।

ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন সঙ্গী নির্বাচনের পূর্বে তার মধ্যে পাঁচটি গুণ তালাশ কর, ১ম আকল, কারণ আকলই মানুষের মুলধন। বেওকুফের সংশ্রবেরের পরিণাম দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছেদ ছাড়া আর কিছুই নয়। হযরত ছুফিয়ান ছওরী বলেন আহমকের ছুরত দেখাও পাপ। ২য় সঙ্গী চরিত্রবান হওয়া চাই। কারণ চরিত্রহীনতা অনেক সময় বিবেক বুদ্ধিকে তার মানাইয়া দেয়। যেমন এক ব্যক্তি খুব জ্ঞানী, বুদ্ধিমান কিন্তু রাগ, খায়েশ, কৃপণতা ইত্যাদি বদ আখলাক তার বিবেক বুদ্ধিকে অকেজো করিয়া দেয়। ৩য় সে যেন ফাছেক না হয়, কেননা যে আল্লাহকে ভয় করে না তার বন্ধুত্বের কোন বিশ্বাস নাই, হয়তঃ কোন বিপদেও ফেলিয়া দিতে পারে। ৪র্থ সে যেন বেদাতী না হয়, কেননা উহা দ্বারা তোমার মধ্যে বেদাত ঢুকিয়া যাইতে পারে, ৫ম সে যেন দুনিয়ার লোভী না হয়, কেননা বন্ধুর অনুসরণে তোমার মধ্যেও দুনিয়ার লোভ আসিয়া যাইতে পারে।

## ইমাম জয়নুল আবেদীনের অছিয়ত

হজরত ইমাম বাকের (রঃ) বলেন আমার অব্বাজান হজরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ) আমাকে অছিয়ত করেন যে, পাঁচ ব্যক্তির ছোহবত

www.BANGLAKITAB.com



হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিও। তাদের সহিত কথাও বলিও না, এমন কি পথ চলিতেও তাহাদের সাথে চলিবে না। ১নং ফাছেক ব্যক্তি কেননা সে তোমাকে এক লোকমার বিনিময়ে বরং তার চেয়ে কমেও বিক্রি করিয়া দিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এক লোকমার বিনিময়ে বিক্রি করার অর্থ কি? তিনি বলিলেন এক লোকমার আশায় তোমাকে বিক্রি করিয়া দিল, পরে উহাও তাহার ভাগ্যে জুটিল না। শুধু আশার উপরই বিক্রি করিল। ২নং কৃপণ ব্যক্তির ধারে কাছেও যাইওনা, কেননা সে তোমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে যখন তার খুব প্রয়োজন ছিল। ৩নং মিথ্যা বাদীর নিকটবর্তী হইওনা, কারণ সে মিথ্যা ধোকা দিয়া নিকটকে দুরে ও দুরকে নিকটবর্তী করিয়া দিবে। ৪নং বেওকুফের নিকট দিয়া চলিওনা, কারণ সে তোমার উপকার করিতে গিয়া অপকার করিয়া বসিবে। ৫নং আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ কারীদের ধারেও যাইওনা, কারণ কোরআন শরীফে তিন জায়গায় আমি তাহাদের উপর লা'নত আসিতে দেখিয়াছি। শুধু মানুষ নয় অন্যান্য বস্তুর প্রভাব ও মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন যারা বকরী চরায় তারা হয় নিরীহ। ঘোড়া ওয়ালাদের মধ্যে পাওয়া যায় অহঙ্কার। উট এবং গরু ওয়ালাদের মধ্যে দেখা যায় অন্তরের কাঠিন্য, বিভিন্ন রেওয়ায়েতে চিতাবাঘের ছামড়ায় আরোহন করা নিষেধ আসিয়াছে, কারণ উহার কারণে মানুষের মধ্যে জানোয়ারের খাছলত পয়দা হয়।

উল্লেখিত হাদীছে দ্বিতীয় আদব হইল তোমার খানা যেন পরহেজগার লোকে খায়। একটি হাদীছে আসিয়াছে আপন খানা মোত্তাকীনদেরকে খাওয়াও এবং মোমেনদের উপরই এহ্ছান কর। ওলামাগণ লিখিয়াছেন ইহার উদ্দেশ্য হইল দাওয়াতের খানা, প্রয়োজনের খানা নয়। অন্য হাদীছে আসিয়াছে ঐ ব্যক্তিকে জেয়াফতের খানা খাওয়াইবে যার সহিত আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা রহিয়াছে। প্রয়োজনের খানার মধ্যে কাফেরদিগকে খাওয়াইলেও আল্লাহ পাক প্রশংসা করিয়াছেন, কারণ সেই জমানায় কয়েদী ছিল একমাত্র কাফের। আবার অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে জনৈকা ফাহেশা নারীর ক্ষমা হইয়াছে একমাত্র একটা পিপাসিত কুকুরকে পানি পান করার কারণে। হুজুর (ছঃ) এরশাদ



করেন, যে কোন জানওয়ালা প্রাণীকে খাওয়াইলেই ছওয়াব পাওয়া যায়। উহার মধ্যে নেক, বদ, মুছলিম কাফের মানুষ জীব জন্তু সবই শামেল। প্রয়োজনের মাত্রা বেশী হইলে ছওয়াব ও তত বেশী হইবে। তবে প্রয়োজনের অধিক না হইলে বা কোন দ্বীনী ফায়েদা না থাকিলে পরহেজগার মোত্তাকীকে খাওয়াইলেই ছওয়াব বেশী হইবে। ইমাম গাজালী লিখিয়াছেন মোত্তাকীনকে খাওয়াইলে নেক কাজে সহায়তা হয় আর কাফেরকে খাওয়াইলে বদ কাজে সহায়তা হয়। জনৈক বুজুর্গ শুধু বুজুর্গদিগকে খাওয়াইতেন, কেহ প্রশ্ন করিল সাধারণ গরীব মিছকীনদেরকে খাওয়াইলে কতই না ভাল হইত। তিনি বলেন বুজুর্গদের অভাব থাকিলে খোদার ধ্যানে ত্রুটি আসে তাই বুজুর্গেরাই খাওয়ার ও পাওয়ার যোগ্য, কাজেই একজন পরহেজগরেকে খাওয়ান এমন হাজার খাওয়ানের চেয়ে উত্তম যাদের সমস্ত ধ্যান ধারণা দুনিয়ার প্রতি থাকে। এই কথা হজরত জুনায়েদ বাগদাদী (রাঃ) শুনিয়া খুব পছন্দ করিয়াছিলেন।

জনৈক দরজী হযরত আবদুল্লাহ বিন মোবারককে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি জালেম বাদশাদের কাপড় শিলাই করিতেছি। আপনার খেয়াল মতে আমি কি জালেমের সাহায্য করিলাম? এবনে মোবারক বলেন এ ক্ষেত্রে ত তুমি স্বয়ং জালেম। জালেমের সাহায্য কারীত ঐ ব্যক্তি যে তোমার সুই সুতা বিক্রি করে! একটি হাদীছে আসিয়াছে যে ব্যক্তি শরীফ ব্যক্তির উপর এহছান করিল সে তাহাকে গোলাম বানাইয়া লইল, আর যে অভদ্রলোকের উপকার করিল সে তার শত্রুতা নিজের দিকে টানিয়া লইল। অন্য হাদীছে আসিয়াছে তুমি পরহেজগারদেরকে খানা খাওয়াও এবং মোমেনের সাহায্য কর। (মেশকাত)

উল্লেখিত কারণ সমূহ ব্যতীত আরও একটি বড় কথা এই যে ইহাতে মোত্তাকী মোমেনদের প্রতি সম্মানই করা হয় আর ফাছেকদের দাওয়াত কবুলের নিষিদ্ধতা সম্পর্কীয় হাদীছের ব্যাখ্যায় অন্যতম কারণ বলা হইয়াছে উহাতে ফাছেকের সম্মান বৃদ্ধি হয়।

(২৪) عن ابى هريرة (رض) قال يا رسول الله اى الصدقة

www.BANGLAKITAB.com



افضل قال جهد المقل و ابدأ بمن تعول - (ابو داؤد - مشكوة)

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) প্রিয় নবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন হুজুর উত্তম ছদকা কোনটা? হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন গরীবের শেষ চেষ্টা, আর যাহাদের ভরণ পোষণ তোমার উপর ন্যস্ত তাহাকে দিয়াই শুরু কর। (মশকাত)

অর্থাৎ দুঃখ কষ্টের ভিতর থাকিয়াও গরীব যাহা দান করে উহাই উত্তম। হজরত বশর (রঃ) বলেন তিনটি আমল বড়ই কঠিন। ১ম অভাবের মধ্যে থাকিয়াও দান করা, ২য় নির্জনে থাকা অবস্থায় পরহেজগারী ও আল্লাহর ভয়, ৩য়. যাহাকে ভয় করে অথবা যাহার নিকট কোন কিছুর আশা রাখে তাহার সামনে সত্য কথা বলা। অর্থাৎ যাহার সহিত স্বার্থ জড়িত আছে সত্য কথা বলিলে স্বার্থের ব্যাঘাত হইতে পারে তাহার সম্মুখে সত্য কথা বলা। কোরানে পাকেও বর্ণিত আছে "তাহারা দারুণ অভাবগ্রস্থ হওয়া সত্বেও অন্যদের অগ্রাধিকার দান করে।

হজরত আলী (রাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তি প্রিয় নবীর খেদমতে হাজির হইল। তন্মধ্যে একজন বলিল আমি আমার একশত দীনার হইতে দশ দীনার ছদকা করিয়া দিয়াছি, দ্বিতীয়জন বলিল আমি আমার দশ দীনারের মধ্যে এক দীনার দান করিয়াছি। তৃতীয় জন বলিল আমার কাছে ছিল মাত্র একটি দীনার উহার এক দশমাংশ আমি দান করিয়া দিয়াছি। ইহা শুনিয়া হুজুর (ছঃ) এরশাদ ফরমাইলেন ছওয়াব হিসাবে তোমরা তিন জনই সমান, যেহেতু প্রত্যেকেই নিজ নিজ মালের এক দশমাংশ দান করিয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ হুজুর (ছঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করেন—

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ -

অর্থাৎ ধনী তার সাধ্যানুসারে আর গরীবও তার সাধ্যানুসারে ব্যয় করিবে। আল্লাহ তায়ালা কাহারও উপর তার সাধ্যের বাহিরে বোঝা ছাপাইয়া দেন না, তিনি দারিদ্রের পর সমৃদ্ধিদান করেন।"

অন্যত্র একটি হাদীছে হজরত (ছঃ) বলেন কাহারও নিকট মাত্র দুই



দেরহাম আছে উহা হইতে সে একটি দান করিলে সে এক লাখের ও অধিক ছওয়াব পাইল। অন্য জনের নিকট অসংখ্য সম্পদ রহিয়াছে সে এক লাখ দান করিলেও প্রথম ব্যক্তির এক দেরহামের ছওয়াব বেশী। (জামেউস্ ছগীর)

ইহারই নাম দরিদ্রের শেষ চেষ্টা, বোখারী শরীফে হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন হজরত (ছঃ) আমাদেরকে ছদকা করার হুকুম দান করেন, তখন আমাদের মধ্যে অনেকেই বাজারে গমন করিত ও মজুরী করিয়া পিঠে বোঝা বহন করিয়া এক সের শস্য উপার্জন করিত উহাই আবার আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া দিত।

আমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে ষ্টেশনে গিয়া মুঠোগিরী করিয়া দুচার আনা জোগাড় করিয়া উহা ছদকা করার আগ্রহ করে। আমরা অস্থায়ী জীবনের হাজত পুরা করার জন্য যতটুকু পেরেশান ছাহাবারা পরকালের পাথেয় সঞ্চিত করার জন্য তার চেয়ে বেশী পেরেশান ছিল। এই সব মহৎ ব্যক্তিদের দারিদ্রাবস্থায় ছদকা করার ব্যাপারে মোনাফেকগণ কটাক্ষ করিত, তাই পরওয়ারদেগার বলেন—

الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون - سخر الله منهم ولهم عذاب اليم - توبة ٥

অর্থাৎ "মোনাফেকগণ এমন যে তাহারা নফল ছদকাকারী মুছলমানদের প্রতি কটাক্ষ করে। বিশেষতঃ ঐ সব মুছলমানের প্রতি যাহারা কষ্ট স্বীকার ব্যতীত দিতে অক্ষম। এই সব মোনাফেকগণত এখন বিদ্রূপ করে, কিন্তু পরকালে আল্লাহ তাদের প্রতি বিদ্রূপ করিবেন ও তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে!

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মোফাচ্ছরীনগণ লিখিয়াছেন ছাহাবারা মুজুরী করিয়া দান করিতেন, খুব বেশী মজবুরীতে নিজের প্রয়োজনে ও কিছু ব্যয় করিতেন।

### হজরত আলী ও ফাতেমার (রাঃ) ঘটনা

একদিন হজরত আলীর নিকট জনৈক ভিখারী আসিয়া ভিক্ষা চাহিল হজরত আলী (রাঃ) হাছান কি হোছাইনকে পাঠাইয়া বলিল তোমার আম্মার নিকট যে কয়টি দেহরাম আছে উহা হইতে একটি দান করিতে

www.BANGLAKITAB.com



বল, ছাহেবজাদা ফিরিয়া আসিয়া বলিল আপনি উহা আটা খরিদ করিতে নাকি রাখিয়াছেন। হজরত আলী (রাঃ) বলেন মানুষ ঐ পর্যন্ত প্রকৃত মোমেন হয় নাই যেই পর্যন্ত তাহার নিকটস্থ বস্তু হইতে আল্লাহর নিকট-ওয়ালা বস্তুর উপর অধিক আস্থা না থাকে, তোমার আম্মাকে বল সেই ছয়টি দেহরাম সবটা দান করিয়া দিতে।" আসলে হজরত ফাতেমা (রাঃ) না দেওয়ার নিয়তে বলেন নাই বরং হজরত আলীকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব পালনার্থে এই খবর পাঠাইয়াছেন। অতএব হজরত ফাতেমা (রাঃ) সব কয়টা দেহরাম দান করিয়া দিলেন। হযরত আলী তখনও সেই বসায় ছিলেন হঠাৎ এক ব্যক্তি তাহার উট বিক্রয় করিতে আসিল। হজরত আলী উহার দাম জিজ্ঞাসা করিল, লোকটি বলিল, একশত চল্লিশ দেহরাম। হজরত আলী উহা ধারে খরিদ করিয়া লইলেন ও দাম পরে পরিশোধ করিবে বলিয়া ওয়াদা করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই অন্য এক ব্যক্তি সেখান দিয়া যাইতে সে উট টা দেখিয়া বলিল ইহা কার উট? বিক্রি করিবে নাকি জিজ্ঞাসা করিল, হজরত আলী (রাঃ) বলিলেন ইহা আমারউট, হ্যাঁ বিক্রয় করিব। লোকটি দাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন দুইশত দেহরাম। ঐ ব্যক্তি উক্ত দাম দিয়া উহা খরিদ করিয়া লইল। একশত চল্লিশ দেহরাম কর্জদারকে দিয়া বাকী ৬০ দেহরাম ফাতেমার হাতে অর্পন করিলেন। হজরত এই সব কোথা হইতে আসিল জিজ্ঞাসা করিলে আলী (রাঃ) বলিলেন আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রিয় নবীর মারফত ওয়াদা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ করে সে উহার দশগুণ বদলা লাভ করে।

ইহাকেই বলে দারিদ্রের শেষ চেষ্টা, আটার জন্য রাখা ছয়টি দেহরাম দান করিয়া দিলেন। আর দুনিয়াতেই হাতে হাতে দশগুণ উসুল করিয়া লইলেন। এইভাবে হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) তবুকের যুদ্ধে সর্বস্ব হুজুরকে দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন আমি ঘরে আল্লাহ ও আল্লাহর রাছুলের সন্তুষ্টিকে রাখিয়া আসিয়াছি, অথচ প্রথম মুছলমান হওয়ার সময় তিনি চল্লিশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রার মালিক ছিলেন।

মোহাম্মদ বিন আব্বাস মেহাল্লেবী বলেন আমার আব্বাজান মামুনুর রশীদের দরবারে গিয়াছিলেন। তিনি আব্বাকে একলাখ দেহরাম



হাদিয়া দেন। আব্বা বাড়ী আসিয়া সমস্ত দেরহাম দান করিয়া দেন। দ্বিতীয়বার খলিফা মামুনের সহিত আব্বার সাক্ষাত হইলে তিনি কিছুটা নারাজী প্রকাশ করেন। আব্বা বলিলেন, আমীরুল মোমেনীন! উপস্থিত বস্তুকে জমা করিয়া রাখা মা'বুদের সহিত বদগুমানীর শামীল। অর্থাৎ এই ভয়ে ব্যয় না করা যে আগামীকাল কোথা হইতে আসিবে ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যেই খোদা আজ দিল কাল দিতে তিনি অপারগ। তবে দুরাবস্থার মধ্যে থাকিয়া ছদকা করার ব্যাপার অন্য হাদীছেও আসিয়াছে, হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন উত্তম ছদকা হইল নিজেকে অন্যের মোহতাজ না বানাইয়া যে ছদকা দেওয়া হয়। মুলকথা দাতার অবস্থা ভেদে বিভিন্ন রকম হুকুম হয়।

হজরত জাবের (রাঃ) বলেন আমরা প্রিয় নবী (ছঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া হুজুরের খেদমতে ডিমের মত একটা স্বর্ণের টুক্‌রা পেশ করিয়া বলিল ইহা ছদকা করিতেছি, আমার নিকট ছদকা করার আর কিছুই নাই। আমি ইহা কোন একখান হইতে পাইয়াছি। হুজুর (ছঃ) তার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। লোকটি অন্য দিক দিয়া আবার পূর্বের কথা আরজ করিল, হুজুর এবারও মুখ ফিরাইলেন, এইভাবে কয়েক দফা হইয়া গেল। অবশেষে হুজুর (ছঃ) সেই স্বর্ণের টুক্‌রাটা লইয়া এত জোরে নিক্ষেপ করিলেন যে, তার গায়ে লাগিলে জখম হইয়া যাইত। তারপর হুজুর (ছঃ) বলিলেন, কোন কোন লোক নিজের সর্বস্ব ছদকা করিয়া দেয় ও পরে লোকের কাছে ভিক্ষার জন্য হাত বাড়ায়। নিজেকে মোহতাজ না বানাইয়া যে ছদকা করা হয় উহাই সর্বোত্তম ছদকা। অপর এক ব্যক্তিকে মসজিদের মধ্যে দুরাবস্থায় দেখিয়া প্রিয়নবী (ছঃ) কিছু কাপড় উসুল করিয়া তাহাকে দুইটা কাপড় দিয়া দেন। পরে অন্য ব্যক্তির জন্য কাপড় দান করিতে বলায় সেই লোকটি তার দুইটা কাপড় হইতে একটা কাপড় দান করিয়া দেয়। হুজুর (ছঃ) তাহাকে সাবধান করিয়া দেন ও তার কাপড় ফেরত দেন। আসল কথা হইল যাহারা সব কিছু দান করিয়াও অন্যের মালের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না তাহাদের জন্য সব কিছু দান করা জায়েজ, অন্যথায় জায়েজ নাই? তবে তাহাদের মত হইবার চেষ্টা করা উচিত। জনৈক বুজুর্গকে কেহ জিজ্ঞাসা

www.BANGLAKITAB.com



করিয়াছিল মালের মধ্যে কতটুকু জাকাত দেওয়া ওয়াজেব। বুজুর্গ বলেন সাধারণ মানুষের জন্যত দুইশত দেরহামে পাঁচ দেহরাম, অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের একভাগ, আর আমাদের জন্য সমস্ত মাল ছদকা করিয়া দেওয়া ওয়াজেব।

ইমাম বোখারী (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তি স্বয়ং অভাব গ্রস্থ বা তাহার আওলাদ ফরজন্দ অভাবী, অথবা সে ঋণী, এমতাবস্থায় ছদকা না দিয়া তাহাকে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। এমন ব্যক্তি ছদকা করিলে ছদকা তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। হাঁ যাহারা অসাধারণ ধৈর্যশীল তাহাদের জন্য জায়েজ। ওলামাগণ এ বিষয়ে একমত, যে ব্যক্তির কোন কর্জ নাই ও পরিবার পরিজন নাই আর ভীষণ অভাবেও সে চরম ধৈর্যশীল, তার জন্য সমস্ত সম্পদ ছদকা করিয়া দেওয়া জায়েজ। অন্য হাদীছে আসিয়াছে মাল বেশী হওয়াটাকে গনী বলা হয় না বরং দিলের গনী হওয়াই বড় গনী। মূল কথা আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল হইলে যাহা ইচ্ছা খরচ করিতে কোন আপত্তি নাই। তা না হইলে পরিবার পরিজনের প্রতি লক্ষ্য রাখাই অগ্রগণ্য। আল্লাহ পাক যদি এই অধম লিখককেও সেই কামেল তাওয়াক্কুলের কিছুটা অংশ দান করিতেন।

## মহিলাদের স্বামীর মাল ছদকা করার হুকুম

(২৫) عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله صلى الله عليه
و سلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة
كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب
و للخازن مثل ذالك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا.
(كذا فى المشكوة)

অর্থঃ হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, মেয়ে লোক যদি ঘরের খাবার হইতে এছরাফ না করিয়া ব্যয় করে তবে সে উহার ছওয়াব পাইবে, আর স্বামীও ছওয়াব পাইবে যেহেতু সে মাল উপার্জন করিয়াছে আর যে খানা তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিয়াছে সেও ছওয়াব পাইবে, আর তাহাদের ছওয়াবের মধ্যে কাহারও কোন প্রকার কম করা হইবে না। (মেশকাত)

এই হাদীছে দুইটা প্রসঙ্গ উল্লেখ আছে, ১ম বিবির খরচ করা



প্রসঙ্গ, ২য় যারা খাবার তৈয়ার করে তাদের প্রসঙ্গ। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার মাল হইতে ব্যয় করিলে সে অর্ধেক ছওয়াব পাইবে। হজরত ছায়াদ (রাঃ) বলেন হুজুর (ছঃ) এর নিকট মহিলাদের জমাত যখন বয়াত করে তখন সম্ভবতঃ মোজার গোত্রের জনৈকা মহিলা দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করে হুজুর! আমরা নারী জাতি; পিতা পুত্র এবং স্বামীর উপর বোঝা স্বরূপ, তাদের মালের মধ্যে, আমাদের জন্য কতটুকু ভোগ করার অধিকার রহিয়াছে, হুজুর ফরমাইলেন টাটকা তাজা ফলমূল হইতে তোমরা খাইতেও পার দানও করিতে পার। অন্য হাদীছে বর্ণিত আছে একটা রুটির টুকরা অথবা এক মুষ্টি খেজুরের বদৌলতে তিন ব্যক্তি জান্নাতবাসী হইবে, ১ম ঘরের মালিক ২য় স্ত্রী যে খানা পাকাইল, ৩য় ঐ খাদেম যে দরজা পর্যন্ত মিছকিনের হাতে পৌঁছাইল। হজরত আয়েশার বোন আছমা আরজ করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ! আমার হাতে কিছুই নাই যাহা কিছু আছে সব কিছু আমার স্বামী জোবায়েরের, আমি উহা হইতে কতটুকু খরচ করিতে পারি? হুজুর বলেন খুব বেশী খরচ করিতে থাক, বাঁধিয়া রাখিও না, তা-না হইলে তোমার জন্যও বন্ধ করিয়া রাখা হইবে।

এখানে উল্লেখ যোগ্য স্বামী যদি নিজের উপার্জিত মালের স্ত্রীকে মালিক বানাইয়া দেয় তবে দান করিলে স্ত্রী পাইবে পুরা ছওয়াব আর স্বামী পাইবে অর্ধেক ছওয়াব। যেমন নাকি স্ত্রী দান করিল আপন মাল, তাই পুরা ছওয়াব, আর স্বামী মুল উপার্জনকারী হিসাবে অর্ধেকের মালিক হইল। আবার স্বামী স্ত্রীকে মালিক না বানাইলে স্বামী পাইবে পুরা ছওয়াব আর স্ত্রী পাইবে অর্ধেক ছওয়াব। আর বিভিন্ন তরিকায় ইহাও উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে যে সাধারণ টুকিটাকি জিনিস সমূহ দান করার জন্য স্বামীর এজাজতের প্রয়োজন হয় না, তবে এমন কোন কঠিন দিলওয়ালা স্বামী যদি স্ত্রীকে তার মাল দান করিতে অনুমতি না দেয় তবে স্ত্রীর জন্য দান করা আদৌ জায়েজ নাই। জনৈক ব্যক্তি বলে হুজুর আমার অনুমতি ছাড়াই আমার স্ত্রী আমার মাল দান করে, হুজুর বলিলেন উভয়ে ছওয়াব পাইবে। সে বলিল হুজুর আমি তাকে দান করিতে নিষেধ করি। হুজুর বলেন তবেত সে দানের ছওয়াব পাইবে তুমি কৃপণতার ফল ভোগ করিবে।

www.BANGLAKITAB.com



আল্লামা আয়নী বলেন প্রকৃত পক্ষে দান করার ব্যাপারটা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধারার উপর নির্ভর করে, স্ত্রী স্বাধীনভাবে স্বামীর মাল খরচ করুক কেহ ইহা পছন্দ করে আবার কেহ পছন্দ করে না, তবে ব্যয় করার উৎসাহ হেজাজবাসীর প্রথা অনুসারে দেওয়া হইয়াছে। মিছকীন প্রতিবেশী মেহমান ও ভিক্ষুককে দান করার জন্য স্ত্রী লোকদের প্রতি সাধারণ অনুমতি ছিল। হুজুর (ছঃ) এর উদ্দেশ্য হইল তাঁহার উম্মত যেন আরবদের এই নেক অভ্যাসের অনুসরণ করে।

আমাদের দেশেও দেখা যায় অনেক ভদ্র পরিবারের মহিলাগণ স্বামীর অনুমতি ছাড়া গরীব মিছকীন বা প্রতিবেশী গরীব মেয়েদেরকে দান করিলে স্বামী ইহাতে নারাজ না হইয়া বরং খুশী হইয়া থাকে।

হাদীছে উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় কথা হইল এই যে, অনেক আমীর কবীর বা বড় লোকেরা অধিনস্থ কর্মকর্তাদের দান করার জন্য নির্দেশ দিয়া থাকে, কিন্তু কর্মকর্তা খাজাঞ্চীরা নানারূপ টাল বাহানা করিয়া দান করা হইতে বিরত থাকে, ঐসব আমলা ও কর্মকর্তারা যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনিবের হুকুম পালন করে তবে তাহারাও পূর্ণ ছওয়াবের অংশীদার হইবে, একটি হাদীছে আসিয়াছে, মনে কর ছদকা যদি সাত কোটি লোকের হাত হইয়াও পৌছে, তবু শেষ ব্যক্তি অতটুক ছওয়াব পাইবে যতটুকু পাইয়াছে প্রথম ব্যক্তি, অর্থাৎ যত লোকের হাত হইয়া উহা ফকীরের হাতে পৌছিবে প্রত্যেক ছওয়াবের ব্যবধান হবে, কর্মচারী ছদকা পৌছাইতে যদি মাল উপার্জনের চেয়েও অধিক কষ্ট করিতে হয় তবে কর্মচারীর ছওয়াব নিশ্চয় অধিক হইবে, এই জন্যই বলা হইয়াছে "আল আজরো আল্ কাদরিন্নছব" অর্থাৎ কষ্ট অনুসারে ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে। ইহাই শরীয়তের বিধান।

(২৬) عن ابن عباس (رض) مرفوعا فى حديث لفظه كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله والله يحب اغاثة اللهفان ٥ (جامع صغير)



## ছদকা বলিতে কোন্ কোন্ জিনিসকে বুঝায়

প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন প্রত্যেক নেক কাজই ছদকা আর কাহাকেও নেক কাজে উৎসাহ দান করার ছওয়াব স্বয়ং যে নেক কাজ করে উহার সমতুল্য। আর বিপদ গ্রস্থ লোকদের সাহায্য করাকে আল্লাহ পাক খুব পছন্দ করেন।

এই হাদীছে তিনটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, ১ম প্রত্যেক সৎকাজই ছদকাহ! অর্থাৎ ছদকা শুধু মাল দান করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং কাহারও সহিত যে কোন প্রকার সদাচরনই ছদকার শামিল।

হাদীছে আসিয়াছে মানুষের শরীরে তিনশ ষাটটি জোড়া আছে কাজেই প্রতিদিন প্রত্যেক জোড়ার পক্ষ হইতে ছদকা করা উচিত ছাহাবারা আরজ করিলেন এমন শক্তি কাহার আছে? হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন মসজিদ হইতে থুথু পরিষ্কার করা ছদকা, রাস্তা হইতে কষ্ট দায়ক বস্তু দুর করিয়া দেওয়া ছদকা, এই সব না পাইলে অন্ততঃ চাশতের দুই রাকাত নামাজ পড়িলে সব কিছুর দায়িত্ব আদায় হইবে। কেননা নামাজের মধ্যে শরীরের যাবতীয় জোড়া নাড়া চাড়া করে।

অন্য হাদীছে আছে প্রতিদিন সুর্যোদয়ের সাথে সাথে মানুষের প্রতি জোড়ার উপর ছদকা জরুরী হইয়া পড়ে। দুই বিবদমান ব্যক্তির মধ্যে সন্ধি করিয়া দেওয়া ছদকা, কাহাকেও ছওয়ারীতে উঠিতে সাহায্য করা ছদকা, তাহার ছামানা উঠাইয়া দেওয়া ছদকা, কালেমায়ে তাইয়্যেবা পড়া পথিককে পথ দেখাইয়া দেওয়া ছদকা, রাস্তা হইতে কষ্ট দায়ক বস্তু দুর করিয়া দেওয়া ছদকা। আরও আসিয়াছে, প্রত্যেক নামাজ ছদকা রোজা ছদকা, হজ্জ ছদকা, ছোবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার পড়া ছদকা, কাহাকেও ছালাম করা ছদকা, নেক কাজের হুকুম করা ছদকা, অন্যায়কাজ হইতে ফিরানো ছদকা এইসব কিছুই ছদকা সমতুল্য, তবে উহা যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়। আল্লাহ তায়ালার দানের কোন সীমা রেখা নাই, কেহ কোন নেক কাজ বা নফল নামাজ পড়িতে পারে না অথচ অন্যকে উৎসাহ দিলে সে ছওয়াব পাইয়া যাইবে, আবার কেহ গরীব বশতঃ দান করিতে অক্ষম, নিজে রোজা রাখিতে পারে না, হজ্জ করিতে পারে না, জেহাদ করিতে পারে না বা অন্য কোন এবাদত করিতে পারে না, এই ভাবে কোন ব্যক্তি বিভিন্ন এবাদতের জন্য যদি শত

www.BANGLAKITAB.com



লোককে উৎসাহ দেয় বা হাজার হাজার লোককে উৎসাহ দেয় তবে সকলের এবাদতের মধ্যে সে শরীক হইয়া যাইবে। আর ও মজার কথা তাহার মৃত্যুর পরও যদি ঐসব এবাদতের ছিলছিলা চলিতে থাকে তবুও সে কবরে থাকিয়া ঐসব এবাদতের ছওয়াবের অংশীদার হইবে। কত বড় ভাগ্যবান ঐসব বুজুর্গানে দ্বীন যাহারা লক্ষ লক্ষ লোককে দ্বীনের কাজে লাগাইয়া গিয়াছেন ও আজ কবরে থাকিয়া সমস্ত লোকের নেক আমলের ছওয়াব ভোগ করিতেছেন।

আমার চাচাজান হজরত মাওলানা ইলিয়াছ (রঃ) অতীব আনন্দ সহকারে বলিতেন মানুষ দুনিয়াতে মানুষ রাখিয়া যায় আর আমি রাখিয়া যাইতেছি মুলুক। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল মেওয়াতের মত বিরাট ভূখণ্ডে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে লক্ষ লক্ষ লোক নামাজী হইয়াছেন। হাজার হাজার লোক তাহাজ্জুদ গোজার ও হাফেজে কোরান হইয়াছেন ঐসব লোকের যাবতীয় নেক আমলের তিনিও অংশীদার হইতেছে। বর্তমানে ত সেই ভাগ্যবান জমাত আরব আজম তথা সারা বিশ্বে তাবলীগ করিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহাদের চেষ্টায় শত শত লোক দ্বীনের উপর আমল করিবে ঐসবের ছওয়াব সেই মহামানব চাচাজান ও লাভ করিবেন যিনি আনন্দচিত্তে বলিতেন আমি মুলুক ছাড়িয়া যাইতেছি। এই জীবন ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতিটি মূহুর্তকে মহামূল্যবান মনে করিয়া সাধ্যানুযায়ী অগ্রিম প্রেরণে কোনরূপে ত্রুটি করা উচিত নয়। মৃত্যুর পর না মা-বাপ জিজ্ঞাসা করিবে, না সন্তান সন্ততী, দুই একদিন কান্নাকাটি করিয়া সব চুপ চাপ হইয়া যাইবে, হ্যাঁ ছদকায়ে জারিয়াই কাজে আসিবে।

হাদীছের মধ্যে তৃতীয় লক্ষ্যণীয় বস্তু হইল আল্লাহ পাক বিপদগ্রস্থ লোকদের সাহায্য করাকে ভালবাসেন। অন্য হাদীছে আসিয়াছে আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তির উপর দয়া করেন না যে মানুষের প্রতি দয়া করে না। অন্যত্র আসিয়াছে যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থ নারীর সাহায্য করে সে যেন জেহাদ করিতেছে, সারা রাত নফল পড়িতেছে, আর বিরতী হীন ভাবে রোজা রাখিতেছে। আর এক হাদীছে আছে যে ব্যক্তি কোন মছিবতগ্রস্থের মছিবত দুর করিতে সাহায্য করিবে খোদাতায়ালা তাহার দুনিয়া ও আখেরাতে মুশকিল আছান করিয়া



দিবেন, আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ঢাকিয়া রাখিবে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে তাহার দোষ ঢাকিয়া রাখিবেন। আর একটি হাদীছে আছে যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের অভাব দুর করিয়া দিল সে যেন জীবন ভর আল্লার এবাদতে কাটাইল। অন্য হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের হাজত কোন কর্ম কর্তার নিকট পৌছাইলে সে ঐ দিন পুলছেরাত অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে যেদিন পুলছেরাতে অনেকেরই পা পিছলাইয়া যাইবে। আর একটি হাদীছে আসিয়াছে আল্লাহ পাকের এমন অনেক বান্দা রহিয়াছে যাহাদিগকে শুধু মানুষের সাহায্য করার জন্যই পয়দা করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন তাহারা নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে থাকিবে। আরও আসিয়াছে বিপদগ্রস্থ ভাইকে সাহায্য করিলে আল্লাহ পাক তাহাকে এমন দিন সাহায্য করিবেন যে দিন পাহাড় ও আপন স্থানে ঠিক থাকিতে পারিবে না। অন্য একটি হাদীছে আসিয়াছে যে ব্যক্তি সামান্য একটু কথা দ্বারা কাহাকেও সাহায্য করিল বা সাহায্যের জন্য পায়দল রওয়ানা হইল আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি তিহাত্তর রহমত নাজেল করিবেন যাহার মধ্য হইতে একটি মাত্র তাহার দুনিয়া আখেরাতের যাবতীয় সমস্যার জন্য যথেষ্ট। আর অবশিষ্ট বাহাওরটি আখেরাতে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সঞ্চিত থাকিবে (কানজুল)

একটি হাদীছে আসিয়াছে মায়া মহব্বত ও পরস্পর সহযোগিতার ব্যাপারে সমস্ত মুসলমান এক দেহের সমতুল্য যখন এক অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন বাকী সব অঙ্গ অনিদ্রা ও কষ্ট ভোগ করার ব্যাপারে তার সঙ্গী হয়। (মেশকাত)

হুজুর (ছঃ) বলেন যাহারা দয়ালু আল্লাহ ও তাদের উপর দয়া করেন। দুনিয়াবাসীদের উপর তোমরা দয়া কর আছমান ওয়ালারাও তোমাদের উপর দয়া করিবেন। অন্য একটি হাদীছে আছে মুসলমানদের মধ্যে ঐ পরিবার সবচেয়ে উত্তম যে পরিবারে এতিম থাকে ও তার সহিত সদ্ব্যবহার করা হয়, আর ঐ পরিবার নিকৃষ্টতম যেখানে এতিমের প্রতি খারাপ ব্যবহার করা হয়। প্রিয় নবী (ছঃ) আরও বলেন আমার উম্মতের মধ্যে কাহারও সাহায্যে যদি কেহ কোন বিপদগ্রস্থকে সন্তুষ্ট করিল সে যেন আমাকে সাহায্য করিল আর যে আমাকে সন্তুষ্ট করিল

www.BANGLAKITAB.com



সে যেন খোদাকে সন্তুষ্ট করিল. আর যে খোদাকে খোশ করিল তিনি তাহাকে বেহেশতে দাখিল করাইয়া দিবেন। আর একটি হাদীছে আছে যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থকে সাহায্য করিল তার জন্য মাগফিরাতের ৭৩ দরজা লেখা হয়, তন্মধ্যে একটি তার গোনাহ মাফের জন্য অবশিষ্ট ৭২টি তার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য।

একটি হাদীছে আসিয়াছে সমস্ত সৃষ্ট জগত আল্লাহর পরিবারভুক্ত মানুষের মধ্যে সে-ই আল্লাহর অধিক প্রিয় যে তাঁহার পরিবারের সহিত সদ্ব্যবহার করে। (মেশকাত)

"সমস্ত মাখলুক আল্লাহর পরিবার ভুক্ত" বহু ছাহাবায়ে কেরাম ইহাতে বর্ণিত আছে তাই ইহা মশহুর হাদীছ, ওলামাগণ বলেন মানুষ স্ব স্ব পরিবারের যেরূপ ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, ইহাতে মুছলমানের কোন বিশেষত্ব নাই, মুছলিম কাফের বরং সমস্ত প্রাণী জগতই অন্তর্ভুক্ত, কাজেই যে সবাইর সাথে সদ্ব্যবহার করে সে খোদাতায়ালার সর্বাধিক প্রিয়।

প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেন, যে লোক দেখানো এবাদত করিল সে শেরেক করিল, যে লোক দেখানো রোজা রাখিল শেরেক করিল যে লোক দেখানো ছদকা করিল সে-ও শেরেক করিল, (মেশকাত)

একটি হাদীছে কুদছীতে আসিয়াছে আমি যাবতীয় অংশী স্থাপন হইতে পুত পবিত্র, যে কেহ অন্যকে আমার এবাদতের সহিত শরীক করিবে তাহাকে আমি সেই শরীকের সফর্দ করিব, অর্থাৎ আমার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই, বাস্তবিক পক্ষে ইহা বড় গুরুতর বিষয়। বিভিন্ন হাদীছে রিয়া সম্পর্কে কঠিন সাবধান বাণী ও ধমকি উচ্চারিত হইয়াছে. অন্য একটি হাদীছে আছে কেয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, যে ব্যক্তি কোন আমলের মধ্যে অন্য কাহাকেও আল্লাহর সহিত শরীক করিয়াছে সে যেন তার আমলের' বদলা সেই শরীক হইতে উসুল করিয়া লয়। কারণ খোদাতায়ালা যাবতীয় অংশী স্থাপন হইতে বেপরোয়া।

হযরত আবু ছায়ীদ (রাঃ) বলেন, একবার প্রিয় হাবিব (ছঃ) আমাদের নিকট আসেন, তখন আমরা দাজ্জালের আলোচনা করিতেছিলাম, হুজুর (ছঃ) বলেন আমি তোমাদিগকে এমন জিনিসের কথা



বলিব যাহা দাজ্জাল হইতেও ভয়াবহ, আমরা বলিলাম নিশ্চয় বলুন, হুজুর ফরমাইলেন তাহা হইল শেরকে খফী, যেমন এক ব্যক্তি এখলাছের সহিত নামাজ পড়িতে লাগিল, অন্য এক ব্যক্তি তাহার এই নামাজকে দেখিতে লাগিল সে ইহা অনুভব করিয়া নামাজকে লম্বা করিয়া দিল, ইহাই শেরেকে খফী! অন্য হাদীছে হুজুর ফরমাইতেছেন ছোট শেরেক সম্পর্কে আমি তোমাদের জন্য বেশী ভয় করিতেছি, উহা হইল রিয়া। কোরানে পাকে এরশাদ হইতেছে—

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا -

"যাহারা স্বীয় প্রভুর সহিত মিলিত হইবার আকাংখা রাখে তাহারা যেন নেক কাজ করিতে থাকে ও আপন প্রভুর এবাদতে অন্য কাহাকেও শরীক না করে। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন জনৈক ব্যক্তি হুজুরের খেদমতে জিজ্ঞাসা করিল হুজুর! কোন কোন দ্বীনী কাজে আমি আল্লাহর রেজামন্দী হাছেলের জন্য দণ্ডায়মান হই, কিন্তু আমার দিল চায় যে আমার এই চেষ্টাকে লোকেও যেন দেখে, হুজুর ইহার কোন উত্তর দিলেন না অবশেষে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। হজরত মুজাহেদ বলেন জনৈক ব্যক্তি আসিয়া বলিল হুজুর আমি আল্লাহর খুশীর জন্য ছদকা করিয়া থাকি কিন্তু আমার অন্তর চায় যে ইহাতে লোকে আমাকে ভাল বলুক এই ঘটনা প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই হাদীছে আছে জাহান্নামের মধ্যে একটা ময়দান রহিয়াছে যাহা হইতে স্বয়ং জাহান্নাম দৈনিক চারিশত বার পানাহ চাহিতেছে, সেই ভয়ানক ময়দান রিয়াকার কারীদের জন্য। অন্য হাদীছে হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তোমরা "জুব্বুল হোজন" হইতে পানাহ্ চাও অর্থাৎ জাহান্নামের মধ্যে চিন্তার কুপ নামক স্থান হইতে পানাহ্ চাও। ছাহাবারা আরজ করিলেন উহাতে কাহারা প্রবেশ করিবে? হুজুর উত্তর করিলেন যাহারা লোক দেখানো এবাদত করে। জনৈক ছাহাবা বলেন নিম্নের আয়াত কোরান পাকে সব শেষে অবতীর্ণ হয়—

www.BANGLAKITAB.com



يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذى ينفق ماله رياء الناس -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোঁটা দিয়া অথবা কষ্ট দিয়া আপন আপন দান খয়রাতকে বরবাদ করিয়া দিও না। যেমন বরবাদ করিয়া দেয় ঐ ব্যক্তি যে লোক দেখানোর জন্য ছদকা করিয়া থাকে আর সে আল্লাহ ও কেয়ামতের উপর ঈমান ও রাখে না। তাদের দৃষ্টান্ত হইল এইরূপ যেমন প্লেন পরিস্কার পাথরের উপর কিছু মাটি জমা হইয়া উহাতে কিছু ঘাস ও জন্মাইল, অতঃপর ভীষণ বৃষ্টি হইয়া সব পরিস্কার হইয়া গেল। এই ভাবে যাহারা দান করিয়া খোঁটা দেয় বা গ্রহিতাকে কষ্ট দেয় অথবা মানুষকে দেখাইবার জন্য দান করে তাহাদের আমল সব বরবাদ হইয়া যায়। কেয়ামতের দিন তাহাদের আমল ও দান খয়রাত কোনই কাজে আসিবে না।

## কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তির বিচার হইবে

একটি হাদীছে আসিয়াছে কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম যাহাদের বিচার হইবে তন্মধ্যে একজন হইবে শহীদ। তাহাকে ডাকিয়া বলা হইবে তোমার উপর দুনিয়াতে অমুক অমুক নেয়ামত দান করা হইয়াছিল তুমি ইহার শুকরিয়া কি আদায় করিয়াছ? সে বলিবে ইলাহী! তোমার সন্তুষ্টির জন্য তোমার রাস্তায় শহীদ হইয়া জান উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি। উত্তর হইবে মিথ্যা বলিয়াছ তুমি এই জন্য জেহাদ করিয়াছিলে যে লোকে তোমাকে বাহাদুর বলিবে তাহাত বলা হইয়াছে। অতঃপর তাহাকে অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হইবে আলেম, তাহাকে ডাকিয়া তাহার উপর প্রদত্ত যাবতীয় নেয়ামত প্রকাশ করিয়া বলা হইবে তুমি ইহার কি শুকরিয়া আদায় করিয়াছ? সে বলিবে আমি এলেম শিখিয়াছি শিখাইয়াছি ও তোমার সন্তুষ্টির জন্য কোরান তেলাওয়াত করিয়াছি। এরশাদ হইবে এইসব মিথ্যা তুমি এই সব করিয়াছ এই জন্য যে লোকে যেন তোমাকে আলেম ও কারী বলে তাহাত বলা হইয়াছে অতঃপর তাহাকে অধোঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। তৃতীয় ব্যক্তি হইবে একজন দাতা, তাহাকে ডাকিয়া তাহার উপর প্রদত্ত যাবতীয় নেয়ামতের উল্লেখ করিয়া বলা হইবে যে তুমি ইহার



মোকাবেলায় কি শোকরিয়া আদায় করিয়াছ? সে বলিবে এমন কোন পুণ্যের কাজ ছিল না যেখানে আমার সম্পদ আপনার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা হয় নাই। এরশাদ হইবে যে, মিথ্যা কথা, তুমি এইসব এই জন্য করিয়াছিলে যে লোকে তোমাকে ছখী বলিবে, উহাত বলা হইয়াছে। অতঃপর তাহাকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইবে। হাদীছের উদ্দেশ্য তিন জন লোক নয় বরং তিন প্রকারের লোক। এই ভাবে বহু রেওয়ায়েত দ্বারা হুশিয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছে যেন আমলের মধ্যে রিয়া বা নেকনামী ইত্যাদি ঘুনাক্ষরেও না থাকে, তবে শয়তান বড় চতুর; সে অনেক সময় এখলাছ নাই এই ভয় দেখাইয়া নেক কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে। এই সব আজে বাজে খেয়ালে নেক কাজ হইতে বঞ্চিত না হওয়া উচিত, বরং এখলাছ পয়দা হওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত, ও আল্লাহর নিকট উহা হাছেল হওয়ার জন্য দোয়া করিতে থাকিবে, তাহা হইলে আল্লাহর মেহেরবানীতে দ্বীনী কাজ সমূহ বরবাদ হইবার আশংকা আর থাকিবে না।

وما ذالك على الله بعزيز -

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## কৃপণতার নিন্দা সম্পর্কে

প্রথম অধ্যায়ে আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করার ফজীলত সম্পর্কে বহু আয়াত ও হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। উহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় খরচ যতই কম হইবে লাভের মাত্রাও তত কমিয়া যাইবে। বরং কৃপনতা নিন্দনীয় হওয়া সম্পর্কে উহাই যথেষ্ট, তবু মেহেরবান পরওয়ারদেগার ও দয়ার সাগর রাছুলে অকরাম (ছঃ) কৃপণতার পরিণাম সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছে, তাই উদাহরণ স্বরূপ এ প্রসঙ্গে কয়েকটি আয়াত ও হাদীছ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

(১) وانفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ০ (بقرة)

www.BANGLAKITAB.com



"তোমরা আল্লাহর রাহে ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিওনা"।

এই আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করাকে আত্মহত্যা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এমন কে আছে যে সে নিজের ধ্বংস কামনা করিয়া থাকে? কিন্তু এমন কয়জন লোক আছে যাহারা কৃপণতাকে নিজের ধ্বংসের কারণ জানা সত্বেও উহা হইতে বাঁচিয়া চলে এবং ধন সম্পদ সঞ্চয় করে না। তার কারণ ইহা ছাড়া আর কিছু নয় যে আমাদের অন্তরে গাফলতের পর্দা পড়িয়া রহিয়াছে এবং স্বহস্তে ধ্বংসের মুখে নিক্ষিপ্ত হইতেছি।

(২) الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ○ (بقرة)

"শয়তান তোমাদিগকে অভাবের ভয় দেখাইয়া খারাপ কাজ করিবার নির্দেশ দেয়, আর আল্লাহ তায়ালা দান করার বিনিময়ে ক্ষমা করা ও মালবর্দ্ধিত করিয়া দেওয়ার ওয়াদা করেন বস্তুতঃ আল্লাহ পাক সমৃদ্ধিশালী, সর্বজ্ঞানী।

**ফায়েদা ঃ** নবীয়ে করিম (ছঃ) এরশাদ করেন প্রত্যেক মানুষের জন্য একটা শয়তান ও একটা ফেরেস্তা নিযুক্ত রহিয়াছে। শয়তানের কাজ অকল্যাণের ভয় দেখানো যেমন ছদকা করিলে অভাবে পড়িবে ইত্যাদি আর সত্যকে মিথ্যা করিয়া দেখানো। আর শয়তানদের কাজ হইল যতসব ভাল কাজের নির্দেশ করা। অতএব যাহার অন্তরে খারাপ কাজের খেয়াল আসে সে শয়তান হইতে পানাহ চাহিবে আর যাহার অন্তরে ভাল কাজের উদ্রেক হইবে উহা আল্লাহ পাক হইতে মনে করিবে শোকরিয়া আদায় করিবে। অতঃপর হুজুরে আকরাম (ছঃ) অত্র আয়াত তেলাওয়াত করেন—(মেশকাত) উহাতে রহিয়াছে শয়তান কর্তৃক অভাবের ভয় দেখানো আর অন্যায় কাজের পরামর্শের কথা, আর ইহাই হইল সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

হজরত এবনে আব্বাছ বলেন আয়াতে দুইকাজ দেখানো হইয়াছে শয়তানের, আর দুইটি আল্লাহ পাকের। শয়তান অভাবের ভয় দেখায় ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। সে বলে যে সাবধানে খরচ করিও



আগামীতে তোমার প্রয়োজন আছে। আর আল্লাহ পাক গোনাহ মাফের ও রিজিক বৃদ্ধির ওয়াদা করেন। (দুররে মারছুর)

ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন আল্লাহ তায়ালা রিজিকের জিম্মাদার উহার উপর পূর্ণ আস্থা রাখিবে আর আগামী কাল কি হইবে এইসব কল্পিত দারিদ্রের ভয় শয়তানি প্ররোচনা বলিয়া বিশ্বাস করিবে। যেমন এই আয়াত শরীফে এরশাদ হইয়াছে যে মানুষের মনে মনে এই ভয় সৃষ্টি করে যে যদি তুমি মাল সঞ্চয় না কর তবে যখন অসুস্থ হইয়া পড়িবে বা উপার্জন ক্ষমতা তোমার না থাকিবে বা আকস্মিক বিপদ আসিয়া পড়িবে তখন তোমার কি উপায় হইবে? এই সব কল্পিত চিন্তা ভাবনায় তাহাকে অসময়ে পেরেশান করিয়া রাখে এবং সাথে সাথে এই বলিয়া উপহাস করে যে আহমক কোথাকার; আগামীকালের কল্পিত দুরাবস্থার ভয়ে আজ নিশ্চিত কষ্টে নিমজ্জিত হইয়াছে। (এইহুয়া)

অর্থাৎ ভবিষ্যত চিন্তা তার উপর ছওয়ার হইয়া মাল সঞ্চয় করার ফিকিরে দিবারাত্রি পেরেশান থাকিতেছে।

(৩) ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والارض والله بما تعملون خبير ○ (ال عمران)

**অর্থ ঃ** "আল্লাহ তালার প্রদত্ত নেয়ামত সমূহ হইতে যাহারা ব্যয় করার ব্যাপারে কৃপণতা করে তাহারা মনে করে না যে, উহা তাহাদের জন্য মঙ্গল জনক, বরং উহা তাহাদের জন্য ভীষণ ক্ষতি কারক। কারণ অতিসত্বর রোজ কেয়ামতে যেই সব মাল দ্বারা তাহারা কার্পণ্য করিতেছে উহা তাহাদের গলায় বেড়ী স্বরূপ পরান হইবে! অর্থাৎ সর্পাকারে তাহাদের গলায় জড়াইয়া দেওয়া হইবে। এবং আছমান ও জমীনের একমাত্র আল্লাহ পাকই স্বত্বাধিকারী, আর আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী।

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, যাহাকে আল্লাহ পাক অর্থ সম্পদ দান করিয়াছেন আর সে উহার জাকাত আদায় না করে। কেয়ামতের দিন সেই মাল টাক পড়া সর্পের আকার ধারণ করিয়া (উহা দ্বারা অধিক

www.BANGLAKITAB.com

বিষাক্ত বুঝায়) উহার গালের নীচে বিষের আধিক্যের দরুন দুইটি বিন্দু থাকিবে। সেই সর্প তার গলায় জড়াইয়া দেওয়া হইবে। উহা তাহার গালের উভয় পাশ চাপিয়া ধরিয়া বলিবে আমি তোমার মাল, আমি তোমার কোষাগার।"

অতঃপর হুজুর (ছঃ) উক্ত আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করেন।

হজরত হাছান বছরী (রঃ) বলেন এই আয়াত কাফেরও ঐসব মোমেনের শানে নাজেল হইয়াছে যাহারা যাকাত আদায় করিতে কার্পণ্য করে।

হজরত একরামা (রাঃ) বলেন, যেই মাল হইতে আল্লাহর হক আদায় করা হয় নাই উহা কেয়ামতের দিন টাক পড়া সর্পের আকার ধারণ করিয়া তাহার পিছনে তাড়া করিতে থাকিবে আর ঐ ব্যক্তি সর্প হইতে পানাহ চাহিয়া পলায়ন করিতে থাকিবে।

হজরত হাজার বিন বায়ান ও হজরত মাছরুক হইতে বর্ণিত আছে যেই মাল দ্বারা আত্মীয় স্বজনের হক আদায় হয় নাই উহা কেয়ামতের দিন সর্পাকারে তাহার গলার বেড়ী রূপে তাহাকে জড়াইয়া ধরিবে।

ইমাম রাজী বলেন এই আয়াতের পূর্বেকার আয়াতে জেহাদে শরীরে অংশ গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করা হইয়াছে আর এই আয়াতে অর্থ ব্যয় করিয়া জেহাদে অংশ গ্রহণ করার তাগিদ করা হইয়াছে, যাহারা জেহাদে অর্থ ব্যয় করে না তাহাদের জন্য মাল সর্পাকারে গলার বেড়ী হইবে অতঃপর ইমাম রাজী বলেন আজাবের কঠোরতায় বুঝা যায় ইহা ওয়াজেব ছদকার ব্যাপারে প্রযোজ্য। ওয়াজেব ছদকা কয়েক প্রকার হইতে পারে (১) নিজের জন্য বা ঐসব আত্মীয়ের জন্য যাহাদের ভরণ পোষণ তাহাদের উপর ন্যস্ত। (২) জাকাত (৩) কাফেরগণ যখন মুছলমানদের উপর হমেলা চালাইয়া তাহাদের জান মাল ধ্বংস করিতে চায় তখন প্রত্যেক বিত্তশালী মুসলমানের উপর সাধ্যানুযায়ী ব্যয় করা ওয়াজেব, কারণ ইহা প্রকৃত পক্ষে নিজ জান মালেরই হেফাজত।

(তাফছীরে কবীর)

## কৃপণ ও অহঙ্কারীদের সাজা

(৪) ان الله لا يحب من كان مختا لا فخورا - الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتهم



الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا - (نساء)

**অর্থ ঃ** নিশ্চয় আল্লাহ পাক এমন ব্যক্তিদেরকে পছন্দ করেন না যে (অন্তরে) নিজেকে বড় মনে করে ও (মুখে) অহঙ্কার করে। যাহারা নিজেরাও কৃপণ এবং অন্যদেরকে ও কৃপণতার উপদেশ দেয়, আর খোদার মেহেরবাণীতে প্রাপ্ত সম্পদ সমুহকে গোপন করিয়া রাখে, এহেন অকৃতজ্ঞদের জন্য আমি লজ্জা জনক শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি।

**ফায়েদা ঃ** অন্যকে কৃপণতার উৎসাহ দেওয়ার অর্থ কথায়ও হইতে পারে কাজেও হইতে পারে, অর্থাৎ তাহার কৃপণতা দেখিয়া অন্যেরাও কৃপণ বনিয়া যায়। একাধিক হাদীছে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কোন অবৈধ প্রথা প্রচলন করে তাহাকে উহার অশুভ পরিণাম ভোগ করিতে হইবে, উপরন্তু যাহারা তাহার দেখাদেখি সেই কাজ করিবে তাহাদের পাপের বোঝাও তাহাকে ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু ইহাতে কাহারও শাস্তির পরিমাণ কম হইবে না।

"মোখতালান ফাখুরা" ইহার অর্থ হজরত মুজাহেদ বলেন যে এমন সব অহঙ্কারী ব্যক্তি যাহারা খোদা প্রদত্ত নেয়ামত সমূহকে গুনিয়া গুনিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে। হজরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) প্রিয়নবীর এরশাদ বর্ণনা করেন, রোজ কেয়ামতে যখন আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মাখলুককে একত্রিত করিবেন তখন দোজখের আগুন ধাপে ধাপে দ্রুত গতিতে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। যেসব ফেরেশতা সেখানে নিযুক্ত থাকিবে তাহারা উহাকে ফিরাইতে চাহিবে কিন্তু আগুন বলিবে আমার প্রভুর ইজ্জতের কছম, হয় আমার বন্ধুদের সহিত মিলিতে দাও, না হয় আমি সবাইকে গ্রাস করিয়া ফেলিব। ফেরেশতারা বলিবে তোমার বন্ধু কাহারা? উত্তরে বলিবে প্রত্যেক অহঙ্কারী জালেম। অতঃপর জাহান্নাম স্বীয় জিহ্বা লম্বা করিয়া প্রত্যেক জালেম অহঙ্কারকে চতুষ্পদ জন্তু যেরূপ বছিয়া বাছিয়া ঘাস খায়, তদ্রূপ বাছিয়া বাছিয়া নিজের পেটের ভিতর ফেলিয়া দিবে। তারপর সে পিছনে হাটিয়া আবার ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হইয়া বন্ধুদেরকে চাহিবে! বন্ধু কাহারা জিজ্ঞাসা করা হইলে বলিবে প্রত্যেক নাশোকর জালেম, অতঃপর সে নিজের জবান দ্বারা তাহাদিগকে উদরে ফেলিবে। তৃতীয়বার সে আবার দ্রুতবেগে আসিয়া সঙ্গীদের তালাশ করিবে, জিজ্ঞাসা করা

www.BANGLAKITAB.com



হইলে বলিবে প্রত্যেক দাম্ভিক অত্যাচারী, তখন তাহাদিগকেও বাছিয়া বাছিয়া উদরস্ত করিয়া লইবে। তারপর সমস্ত মানুষের হিসাব নিকাশ শুরু হইবে।

হজরত জাবের বিন হোজায়েম ছোলামী (রাঃ) বলেন, একদিন মদীনায়ে মোনাওয়ারার গলীতে চলার পথে প্রিয় নবীর (ছঃ) সহিত আমার সাক্ষাত হয়। আমি হুজুরকে ছালাম করিয়া লুঙ্গির ব্যাপারে মাছআলা জিজ্ঞাসা করিলাম। হুজুর ফরমাইলেন হাটুর নীচে পায়ের মোটা অংশ বরাবর হওয়া উচিত। উহা যদি তোমার নাপছন্দ হয় তবে উহার খানিকটা নীচে পরিবে, তুমি যদি উহাকেও নাপছন্দ কর তবে টাখ্নু গিরার উপরে অবশ্যই থাকিতে হইবে উহার নীচে যাওয়ার আর অধিকার নাই। কারণ টাখ্নুর নীচে পায়জামা বা লুঙ্গি পরা অহঙ্কারের মধ্যে শামিল। তারপর আমি পরোপকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হুজুর বলিলেন কোন পরোপকারকেই তুচ্ছ মনে করিওনা, চাই উহা এক টুক্‌রা রসি হউক বা জুতার একটা ফিতা হউক বা তৃষ্ণাতুরকে সামান্য পানি পান করান হউক, অথবা রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু দুর করা হউক, এমন কি ভাইয়ের সহিত হাসি মুখে সাক্ষাত করা পথিককে ছালাম করা, কোন পেরেশান হালকে কিছুটা শান্ত্বনা দেওয়া সবই এহছান বা পরোপকারের মধ্যে শামিল, কেহ যদি তোমার দোষ প্রকাশ করিয়া দেয় আর তুমি তাহার মধ্যে অন্য দোষ আছে জান তবে তুমি উহা প্রকাশ না করিলে ছওয়াব পাইবে আর সে প্রকাশ করায় গোনাহগার হইবে। কোন কাজ করিতে যদি মনে কর যে, লোকে ইহা দেখিলে কোন ক্ষতি নাই তবে উহা করিলেও কোন ক্ষতি নাই। আর যদি দেখ যে লোকে দেখিলে খারাপ মনে করিবে তবে উহা করিওনা।

হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাছ (রাঃ) বলেন, কারদম বিন ইয়াজীদ প্রমুখ লোক আনছারদের নিকট আসিয়া বলিল যে, এত বেশী খরচ করিও না, সব শেষ হইয়া যাইবে ফকীর হইয়া যাইবে, একটু বুঝিয়া শুনিয়া খরচ করিবে ইত্যাদি, তাহাদের শানে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে!



## জাকাত আদায় না করার ভীষণ শাস্তি

(৫) وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ○

**অর্থ ঃ** যাহারা সোনা চাঁদী সঞ্চিত করিয়া রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না, হে রাছুল! আপনি তাহাদিগকে ভয়ানক শাস্তির খোশখবরী দিনা ঐ সব স্বর্ণ চাঁদীকে জাহান্নামের অগ্নীতে উত্তপ্ত করিয়া উহা দ্বারা তাহাদের কপালে, পার্শ্বে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে (বলা হইবে যে) এই সব তোমাদের রক্ষিত ধন সম্পদ যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলে উহার স্বাদ ভোগ কর।

কপাল পাঁজর ইত্যাদিকে দাগ দেওয়ার অর্থ হইল শরীরকেই দাগ দেওয়া যেমন অন্য হাদীসে মুখ হইতে পা পর্যন্ত দাগ দেওয়ার কথা আসিয়াছে। কোন কোন আলেমের মতে এই তিন অঙ্গের উল্লেখ এই জন্য করা হইয়াছে যে এই গুলিতে দাগ দিলে অধিক কষ্ট অনুভব হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন যেহেতু ফকিরকে দেখিলে মানুষ কপাল বাঁকা করিয়া পাঁজর ফিরিয়া পিঠ দিয়া বসে বা চলিয়া যায় কাজেই এই সব অঙ্গে দাগ দেওয়া হইবে।

এই হাদীসে দাগ দেওয়া ও অন্য হাদীছে সাপে দংশনের কথা বলা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে উভয় হাদীছে কোন বিরোধ নাই। কেননা উভয় আজাব পৃথক পৃথক ভাবে দেওয়া হইবে।

হযরত এবনে আব্বাছ ও অন্যান্য ছাহাবারা বলেন উক্ত আয়াতে সঞ্চিত সম্পদ অর্থ যাহার জাকাত আদায় করা না হয়। আর যাহার জাকাত আদায় করা হইয়াছে উহা কোন সঞ্চিত সম্পদই নয়। জনৈক ছাহাবী হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন হুজুর! স্বর্ণ চাঁদীরত এই দুরবস্থা আমরা বুঝিলাম তবে এমন কোন সম্পদ রহিয়াছে কি যাহা আমরা

www.BANGLAKITAB.com



সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারি। প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন উৎকৃষ্ট সম্পদ হইল জিকির করনেওয়ালা জিহ্বা, শোকর গোজার অন্তর, আর ধর্ম পরায়নাস্ত্রী যে সৎকাজে স্বামীর সাহায্য করে। হজরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে আল্লাহ পাক এই আয়াতের দ্বারা জাকাত ফরজ করিয়াছেন বাকী মাল নিখুত করার জন্য। জাকাত আদায়ের পর অবশিষ্ট মালেই উত্তরাধিকারীদের হক রহিয়াছে। আর সর্বোৎকৃষ্ট সঞ্চিত সম্পদ হইল নেক বিবি যাহাকে দেখিলে মন সন্তুষ্ট হইয়া যায়, কোন আদেশ করিলে সে পালন করে আর স্বামীর অবর্তমানে নিজের ও স্বামীর মালের হেফাজত করে।

হজরত আবু জর ও আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি স্বর্ণ চাঁদীর হক আদায় না করিয়া জমা রাখিয়াছে ঐগুলি দ্বারা তাহাকে দাগ দেওয়া হইবে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ধনীদের উপর ঐ পরিমাণ সম্পদ গরীবদের দুঃখ কষ্ট মোচন হয়। ধনীরা মালের হক পুরাপুরি আদায় করে না, তাই গরীবদের দুঃখ কষ্ট উঠাইতে হয়!

হজরত বেলালকে হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন ধনী হইয়া নয় বরং গরীবী অবস্থায় আল্লাহর সহিত সাক্ষাত করিও। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন হুজুর উহা কিরূপ! হুজুর (ছঃ) উত্তর দিলেন, যখনই কোথা হইতে কোন কিছু আসে উহাকে গোপন রাখিও না, ভিখারীকে নৈরাশ করিওনা, হযরত বেলাল বলিলেন উহা কেমন করিয়া হয়? এরশাদ হইল, হ্যাঁ তাহাই হইতে হইবে নচেৎ মনে রাখিও জাহান্নাম ছাড়া উপায় নাই। (দোররে মানছুর)

হযরত আবু জর গেফারী (রাঃ) বলিতেন টাকা পয়সা কোন সঞ্চিত রাখার বস্তুই নয়, আর বলিতেন একটি সঞ্চিত দেরহাম একটি দাগ, দুইটি দেরহাম দুইটি দাগ স্বরুপ। একদা মূলকে শামের আমীর হাবীব বিন ছালমা তাঁহার খেদমতে তিনশত দীনার পাঠান তিনি উহা গ্রহণ না করিয়া ফেরত পাঠাইয়া বলিলেন খোদার ব্যাপারে আমার মত প্রতারিত ব্যক্তি হয়ত সারা দুনিয়াতে আর কেহ নাই, অর্থাৎ এত বড় অংকের সম্পদ জমা করার অর্থই হইল আল্লাহ হইতে গাফেল হওয়া ও খোদার ব্যাপারে ধোকা খাওয়া যাহাতে মানুষ আল্লাহর আজাব হইতে বে ফিকির হইয়া যায়। এই কথাই কোরানে পাকের



অন্যত্র এরশাদ হইতেছে "তোমরা যেন খোদার ব্যাপারে চক্রান্তকারী শয়তানের চক্রান্তে না পড়।"

অতঃপর হজরত আবুজর বলেন আমার জন্যত সামান্য একটু ছায়ার প্রয়োজন যেখানে আমি আশ্রয় নিতে পারি। আর তিনটি বকরীর প্রয়োজন যাহার দুধ দ্বারা আমার জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে, আর খেদমতের জন্য একজন দাসীর প্রয়োজন, ইহার অতিরিক্ত অন্য কিছু হইলে আমার মনে বড় ভয় লাগে। তিনি আরও বলিলেন কেয়ামতের দিন দুই দেরহাম ওয়ালা এক দেরহাম ওয়ালার অনুপাতে অধিক বিপদ গ্রস্থ হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ছামেত বলেন আমি একদা হজরত আবুজর গেফারীর খেদমতে হাজির ছিলাম। ইত্যবসরে বায়তুল মাল হইতে তাঁহার ভাতা আসিল। যদ্দারা তাঁহার দাসী বাজার হইতে কিছু সদাই আনিল, কিন্তু আরও সাত দেরহাম বাঁচিয়া গেল। তিনি দেরহামগুলি ফকীরদের মধ্যে বণ্টণ করার জন্য খুচরা করিয়া আনিতে বলিলেন। আমি বলিলাম হুজুর কোন প্রয়োজন বা অতিথি আসিতে পারে তাই দেরহামগুলি আপনার কাছে জমা থাকিলে কেমন হয়। তিনি বলিলেন প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন সঞ্চিত মাল আল্লাহর রাহে ব্যয় না হওয়া পর্যন্ত অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত ভয়াবহ।

হযরত সাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, হজরত আবু জর (রাঃ) প্রিয় নবীর কোন কঠোর নির্দেশ পাইলে জঙ্গলের দিকে চলিয়া যাইতেন ইত্যবসরে হয়তঃ হুকুমের মধ্যে কোন শিথিলতা আসিয়া যাইত তিনি তাহা না জানিয়া প্রথম হুকুমের উপরই মজবুত থাকিতেন। তবে ইহাও সত্য যে তিনি যে কঠোর পন্থী ছিলেন ইহাও প্রকৃত পরহেজগারী, যাহা আমাদের পূর্ব পুরুষগণেরও পছন্দনীয় ছিল। তবে ইহার উপর কাহাকে ও মজবুর করা ঠিক নয় বা ইহা না করিলে জাহান্নামী হইবে এমন ও কোন কথা নয়। ইহা নিজ নিজ রুচির ব্যাপারে। আল্লাহ পাক যদি এই অধম দুনিয়ার কুকুরকেও সেইসব বুজুর্গানের কিছু আখলাক দান করিতেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্বশক্তি মান।

www.BANGLAKITAB.com



## দান খয়রাত কবুল না হওয়ার একমাত্র কারণ

(৬) وما منعهم ان تقبل منهم نفقتهم الا انهم كفروا
بالله وبرسوله ولا يأتون الصلوة الا وهم كسالى ولا
ينفقون الا وهم كرهون فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم
انما يريد الله ليعذبهم بها فى الحيوة الدنيا وتزهق
انفسهم وهم كفرون ○ (توبه)

**অর্থ ঃ** "তাহাদের ছাদকা খয়রাত কবুল না হওয়ার একমাত্র কারণ হইল এই যে, তাহারা আল্লাহর ও তাঁর রাছুলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে না। আর তাহারা খুব অলসতা সহকারে নামাজ আদায় করে এবং অসন্তুষ্ট চিত্তে তাহারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে। হে নবী! তাহাদের ধন সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা, তাহারা যেন ধন-দৌলতের ও আওলাদের ফিকিরে দুনিয়াতে শাস্তি ভোগ করে ও মৃত্যুর সময় কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।"

**ফায়েদা ঃ** আয়াতের প্রথমাংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাদের দান খয়রাত কবুল না হওয়ার কারণ শুধু আল্লাহ ও রাছুলের প্রতি অবিশ্বাসই নয় বরং শৈথিল্যভাবে নমাজ পড়া ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দান করা ও উহার অন্যতম কারণ। নামাজের বিস্তারিত বর্ণনা এই অধমের রচিত ফাজায়েলে নামাজ নামক গ্রন্থে করা হইয়াছে। সেখানে হুজুর (ছঃ) এর এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যাহার নামাজ নাই দ্বীনের মধ্যে তাহার কোন স্থান নাই, তাহার দ্বীন নাই যাহার নামাজ নাই। দ্বীনের জন্য নামাজ এমন শরীরের জন্য মাথা যেমন।

হুজুর (ছঃ) আরও এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ভয় ও নম্রতার সহিত নামাজ পড়িবে তাহার নামাজ উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে দোয়া করিতে করিতে খোদার দরবারে পৌঁছিবে আর যে বিকৃত ভাবে নামাজ



আদায় করিবে তাহার নামাজ বিশ্রী রূপ ধারণ করতঃ তাহাকে বদ দোয়া দিতে দিতে যাইবে ও বলিবে তুমি আমাকে যেই ভাবে বরবাদ করিয়াছ আল্লাহ তায়ালা তোমাকেও সেইভাবে বরবাদ করুন। অতঃপর এই ধরনের নামাজকে পুরাতন বস্ত্রের মত গুটাইয়া নামাজীর মুখে নিক্ষেপ করা হইবে।

একটি হাদীছে আসিয়াছে রোজ কেয়ামতে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব হইবে, যার নামাজ ভাল হইবে, তার অন্যান্য আমল ও ভাল হইবে। আর যার নামাজ মন্দ হইবে তার অন্যান্য আমল ও মন্দ হইবে। অন্যত্র বর্ণিত আছে যার নামজ কবুল হইবে তার অন্য আমল ও কবুল, আর যার নামাজ মাকবুল হইবে না তার অন্যান্য আমল ও মাকবুল হইবে না। (ফাজায়েলে নামাজ)

অতঃপর আয়াত শরীফে ক্ষুন্ন মনে ছদকা করার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। অসন্তুষ্ট মনে দান করিলে উহা কি করিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে, তবে ফরজ ছদকা যেমন জাকাত উহা আদায় হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এই জন্যই জাকাতের বিষয় প্রিয় রাছুল (ছঃ) বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বলিয়াছেন সন্তুষ্ট চিত্তে আদায় করিবে যেন ফরজ আদায়ের সাথে সাথে ছওয়াব এবং পুরস্কার ও পাওয়া যায়।

প্রিয় হাবীব (ছঃ) আরও বলেন যে ব্যক্তি প্রশান্ত মনে দান করিবে সে ছওয়াব লাভ করিবে, আর যে অশান্ত মনে দান করিবে অবশ্য তাহাও আমি উসুল করিয়া লইব।

হজরত জাফর বিন মোহাম্মদ (রাঃ) বলেন তিনি কোন এক সময় আমিরুল মোমেনীন আবু জাফর মানছুরের নিকট গিয়াছিলেন। সেখানে দেখিতে পান যে হজরত জোবায়েরের বংশের জনৈক ব্যক্তি খলিফার খেদমতে কোন বিষয় একটা দরখাস্ত করিয়াছেন। দরখাস্ত অনুসারে মানছুর তাহাকে কিছু দান করেন, দানের পরিমাণ লোকটির নিকট খুব কম মনে হওয়ায় সে আপত্তি করিল। মানছুর ইহাতে রাগ হইয়া গেলেন। হজরত জাফর (রাঃ) বলেন আমি আমার বাবা ও দাদার নিকট হইতে প্রিয় নবীর এই হাদীছ শুনিয়াছি যে, যেই দান খুশী খুশী প্রদান করা হয় সেই দানের মধ্যে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের কল্যাণে নিহিত থাকে।

মানছুর এই হাদীছ শ্রবণ করিয়া বলিয়া উঠিল কছম খো[illegible]র, দানের

www.BANGLAKITAB.com



সময় আমার মনে আনন্দ ছিল না কিন্তু তোমার এই হাদীছ শ্রবণ করিয়া আমার মনে আনন্দের সঞ্চার হইল, অতঃপর হজরত জাফর (রাঃ) হজরত জোবায়েরের বংশের লোকটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন আমার বাবা ও দাদার মাধ্যমে হুজুর (ছঃ) এর এই হাদীছ শ্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি অল্প দানকে কম মনে করে আল্লাহ পাক তাহাকে প্রাচুর্য হইতে বঞ্চিত রাখেন, লোকটি সাথে সাথে বলিয়া উঠিল কছম খোদার, প্রথমেত আমি এই দান অতি ক্ষুদ্রই মনে করিতাম, হাদীছ শুনার পর এখন ইহা অমার নিকট অনেক বেশী মনে হইতে লাগিল। হযরত ছুফিয়ান বলেন আমি জোবায়রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম খলিফার দান যাহাকে আপনি কম মনে করিয়াছিলেন ইহার পরিমাণ কত ছিল, তিনি বলিলেন প্রথমে উহা খুব কমই ছিল তবে আমার কাছে আসার পর উহাতে বরকত হইয়া পঞ্চাশ হাজারে উন্নীত হইয়া গিয়াছে। হজরত ছুফিয়ান বলেন ইহারা আহলে বায়তের লোক যেখানে যায় বারী ধারার ন্যায় মানুষের উপকার করিয়া আসে। উদ্দেশ্য এখানে দুইটা হাদীছ বর্ণনা করিয়া উভয়কে সন্তুষ্ট করিয় দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইহা ও লক্ষণীয় যে, সেই জমানার বাদশাদের কার্যক্রমও ঈর্ষার যোগ্য, তাইত খলিফা মানছুর হুজুরের হাদীস শুনা মাত্রই মাথা নত করিয়া দিলেন। আয়াত শরীফের শেষাংশে আওলাদ ফরজন্দ ও ধন দৌলতকে দুনিয়াতে অশান্তির কারণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এইসব অশান্তিকর হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। যেমন সন্তান সন্ততি রোগাক্রান্ত হওয়া অথবা বিভিন্ন সূত্রে বিপদ গ্রস্থ হওয়া আবার কখনও মৃত্যুর ভয়। এই সব দুনিয়াতে মুছলমানদের উপর ও আসিয়া থাকে, তবে যেহেতু পরকালে তাহারা উহার প্রতিদান ও ছওয়াব লাভ করিবে তাই তাহাদের জন্য কষ্ট হইলেও উহা আনন্দের কারণ। আর কাফেরদের জন্য উভয় জাহানেই অশান্তি আর অশান্তির কারণ।

## কৃপণতা এবং অপব্যয় দুটাই সমান অপরাধ

(৭) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا - إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ○

**অর্থ ঃ** কৃপণতার কারণে নিজের হাত ঘাড়ের সহিত আবদ্ধ করিওনা এবং খুব বেশী খুলিয়াও দিওনা ( যাহাতে অপব্যয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে হয় ) ইহাতে বিপদাপন্ন হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। শুধু মাত্র কাহারও দারিদ্রের কারণে নিজেকে উদ্বিগ্ন করা সমীচীন নহে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যাহাকে ইচ্ছা অধিক রিজিক প্রদান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা রিজিক কমাইয়া দেন। বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি সবকিছু অবগত আছেন এবং প্রত্যক্ষ করিতেছেন। (বনি ইসরাইল, রুকু ৩)

**ফায়েদা ঃ** পবিত্র কোরআনের এই স্থানে সমাজের অনেক রীতি নীতি সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক ভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে। বিশেষত এই আয়াতে কৃপণতা এবং অপব্যয় সম্পর্কে সাবধান করিয়া মধ্যমাবস্থা ও মিতব্যয়িতার প্রতি তাগিদ দেওয়া হইয়াছে যে, নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট এক ব্যক্তি কিছু সাহায্য চাহিলে তিনি বলিলেন, এখনতো দিবার মতো কিছু নাই। লোকটি বলিল আপনার পরিধানে যে জামা রহিয়াছে তাহা দিন। নবীজী জামাটি খুলিয়া ভিক্ষুকের হাতে দিলেন। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল।

হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন এই আয়াত পারিবারিক ব্যয়নির্বাহ সম্পর্কিত। পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে খুব বেশী কৃপণতাও করা যাইবে না অপব্যয়ও করা যাইবে না বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। নবী করিম (ছঃ) এর নিকট হইতেও বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বর্ণনা রহিয়াছে যে, যেই ব্যক্তি মাঝামাঝি অবস্থার অনুসরণ করে সে কখনো দরিদ্র হয় না। আয়াতের শেষাংশে সকল মানুষের অর্থনৈতিক সমতার নিবুদ্ধিতামূলক চিন্তার প্রতিবাদ করিয়া বলা হইয়াছে যে, অর্থনৈতিক ব্যাপার সমূহ আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। তিনি যাহাকে ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেন যাহাকে ইচ্ছা অভাব অনটনের মধ্যে নিপতিত রাখেন। তিনি তাহাদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে সচেতন এবং তাহাদের ভালোমন্দ সম্পর্কে অবগত রহিয়াছেন। হজরত হাছান (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি যাহার জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা কল্যাণকর মনে করেন তাহাকে স্বচ্ছলতা প্রদান করেন, আর যাহার জন্য দারিদ্রাবস্থা কল্যাণকর মনে করেন তাহাকে দরিদ্র করিয়া রাখেন। পবিত্র কোরআনের অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন।

www.BANGLAKITAB.com



# কাহাকেও ধনী কাহাকেও গরীব কেন করা হইল

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلٰكِنْ
يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ ۝

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যদি তাঁহার সকল বান্দাদের রিজিক প্রশস্ত করিয়া দিতেন তাহা হইলে তাহারা পৃথিবীতে গোলযোগ বাঁধাইত আল্লাহ তায়ালা যোগ্যতা অনুযায়ী রিজিক নাজিল করেন। বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবগত আছেন এবং প্রত্যক্ষ করিতেছেন। (সূরা শূরা রুকু ৩)

এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে পাইকারীভাবে সবাইকে স্বচ্ছলতা প্রদান করা হইলে তাহা পৃথিবীতে দাঙ্গা হাঙ্গামার কারণ হইবে স্পষ্টত ইহা ধারণা করা যায় এবং অভিজ্ঞতা হইতেও জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা যদি তাঁহার অনুগ্রহ দ্বারা সকল মানুষকে বিত্তশালী করিয়া দেন তাহা হইলে বিশ্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হইবে। যদি সবাই মনিব হইয়া যায় তবে শ্রমজীবি কাহারা হইবে? ইবনে জায়েদ (রহঃ) বলেন আরব দেশে যেই বছর অধিক ফসল উৎপন্ন হইত সেই বছর জনসাধারণ পরস্পর পরস্পরকে বন্দী করিত ও হত্যা করিতে শুরু করিত। দুর্ভিক্ষের সময়ে তাহাদেরকে ছাড়িয়া দিত। (দুররে মনছুর)

হজরত আলী (রাঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবাগণ হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আছহাবে ছোফ্‌ফা কর্তৃক দুনিয়াদারী প্রত্যাশা করার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হইয়াছে। হজরত কাতাদা (রাঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, যেই রিজিক তোমার মধ্যে হটকারিতা সৃষ্টি করিবে না এবং তোমাকে আত্মমগ্ন করিয়া দিবে না তাহাই উত্তম রিজিক। একবার নবী করিম (সঃ) বলিয়াছেন আমার উম্মতের ব্যাপারে দুনিয়াবী চাকচিক্য তথা জাঁকজমক সম্প[illegible] মি আশঙ্কা করিতেছি। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাছূল মালামালও কি অকল্যাণের কারণ হইয়া থ[illegible]? অতঃপর এই আয়াত নাজিল হইল।

হাদীছে [illegible]ীতে নবীজী হইতে আল্লাহর বাণী বর্ণনা করা [illegible] যে [illegible] আমার সহিত লড়াইয়ের জন্য মুখোমুখি হয়,



আমি আমার বন্ধুর সহায়তায় ক্রুদ্ধ বাঘের মত ক্রোধান্বিত হইয়া পড়ি। আমার আদিষ্ট ফরজ সমূহ পালন করা ব্যতীত কোন কিছুর দ্বারাই বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করিতে পারিবে না অর্থাৎ আল্লাহর ফরজ বিধান সমূহের অনুস্মরণ না করিয়া তাঁহার নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয়। ফরজ পালনের পর নফল দ্বারাও তাঁহার নৈকট্য লাভ করা যায়। ) নফল সমূহ পালন করিয়া বান্দা আমার নিকটবর্তী হইতে থাকে। (নফল সমূহ পালন যত বৃদ্ধি পাইবে আল্লাহর নৈকট্যের পথে ততই অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে।) পরিশেষে সেই বান্দা আমার বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বন্ধু হওয়ার পর আমি সেই বান্দার চোখ, কান, হাত এবং সাহায্যকারী হইয়া যাই। যদি সে আমাকে আহ্বান করে, এবং আমার নিকট কিছু চায় আমি তাহাকে তাহা দান করি! আমি যাহা কিছু করিতে ইচ্ছা করি তাহার মধ্যে মোমেন বান্দার রূহ কবজ করাকে অগ্রাধিকার দিয়া থাকি, এমন না হয় যে কোন কারণে সেই বান্দা মৃত্যুকে অপছন্দ করে! সে অবস্থায় আমি তাহার মনে কষ্ট দিতে চাই না। কিন্তু মৃত্যু অবধারিত ব্যাপার আমার কোন বান্দা বিশেষ প্রকৃতির ইবাদত করিতে পছন্দ করে কিন্তু আমি তাহাকে সেই সুযোগ এই কারণেই দেই না যে ইহাতে তাহার মধ্যে আত্মতৃপ্তিবোধ গড়িয়া উঠিবে। আমার কোন কোন বান্দা এমন রহিয়াছে যে শারীরিক সুস্থতাই তাহাদের ঈমান সঠিক রাখিতে পারে। যদি আমি তাহাদের অসুস্থ করি তবে তাহাদের অবস্থা খারাপ হইয়া যায়। কোন কোন বান্দা এমন রহিয়াছে যাহাদের অসুস্থাবস্থায় তাহাদের ঈমান সঠিক রাখিতে পারে। যদি আমি তাহাদের সুস্থতা প্রদান করি তবে তাহারা বিগড়াইয়া যাইতে পারে। বান্দাদের অবস্থা অনুযায়ী আমি তাহাদের কার্যাবলীর আয়োজন করি। কেননা আমি তাহাদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত (দুররে মনছুর)।

এই হাদীছটি বিশেষ ভাবে প্রনিধান যোগ্য। ইহার অর্থ এই নয় যে কেহ গরীব হইলে সাহায্য করার প্রয়োজন নাই কেহ অসুস্থ হইলে তাহার চিকিৎসা করার প্রয়োজন নাই। যদি তাহা হইত তবে সদকা খয়রাতের সব আয়াত ও বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িবে, যেই সকল বর্ণনায় চিকিৎসা করার নির্দেশ রহিয়াছে তাহাও অপ্রাসঙ্গিক হইয়া

www.BANGLAKITAB.com



পড়িবে! বরং অর্থ হইতেছে এই যে, চিকিৎসক যতই চাহিবে যে কেহ অসুস্থ না হোক তাহা ফলপ্রসু হইবে না সরকার যতই চাহিবে যে কেহ অসুস্থ না হোক তাহা ফলপ্রসু হইবে না। সাধ্যমত তাহাদের সুস্থতা ও দারিদ্রাবস্থা দূর করা আমাদের কর্তব্য। যাহারা এইরূপ চেষ্টা করিবে তাহারা ইহকাল ও পরকালে তাহার বিনিময় লাভ করিবে। তবে যদি চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন রুগ্ন ব্যক্তি আরোগ্য লাভ না করে এবং কোন দরিদ্র ব্যক্তির দারিদ্র মোচন না হয় তবে মনে করিতে হইবে যে ইহাতেই আমার কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। ইহাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার বা শঙ্কিত হওয়ার কিছুই নাই যেহেতু আমরা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানিনা এবং অবাস্তব বিষয় সম্পর্কে আমল করার জন্য আমাদের আদেশ করা হয় নাই এই কারণে চিকিৎসা ও অর্থ সাহায্যের ক্ষেত্রে সাহায্য সহানুভূতি অব্যাহত রাখিতে হইবে।

(৮) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ○

অর্থাৎ—আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যাহা কিছু প্রদান করিয়াছেন তাহার মধ্যে পরকালও অন্বেষণ কর এবং দুনিয়াতে নিজের প্রাপ্য অংশকে ভুলিয়া যাইও না। আল্লহ তায়ালা তোমার প্রতি যেইরূপ অনুগ্রহ করিয়াছে তুমি সেইরূপ অনুগ্রহশীলতার পরিচয় দাও। পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিও না। নিঃসন্দেহ আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না। (সুরা কাছাছ, রুকু ৮)

**ফায়েদা ঃ** এখানে মুসলমানদের পক্ষ হইতে কারুনকে নসিহত করার বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে। এ সম্পর্কিত পুরো কাহিনী যাকাত আদায় না করা বিষয়ক বর্ণনায় পঞ্চম পরিচ্ছেদে কোরানের আয়াত উল্লেখ প্রসঙ্গে লেখা হইবে। ছুদ্দী (রহঃ) বলেন, পরকালে অন্বেষণের অর্থ এই যে সদকা করিয়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ কর এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য পালন কর। হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন দুনিয়াতে নিজের অংশকে ভুলিয়া যাইও না, ইহার অর্থ হইতেছে দুনিয়াতে আল্লাহর জন্য আমল পরিত্যাগ করিও না। মোজাহেদ (রঃ) বলেন দুনিয়াতে নিজের অংশ, ইহার বিনিময় পরকালে পাওয়া যায়। হাছান বছরী (রহঃ) বলেন, নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী রাখিয়া অবশিষ্টাংশ খরচ করা এক বর্ণনায় রহিয়াছে যে, এক বছরের প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ সঞ্চয় রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ সদকা করিবে। (দুররে মনছুর)।



ইহ কালীন জীবনে পারলৌকিক অংশ বিস্মৃত হওয়ার অর্থ হইতেছে নিজের উপর অশেষ অত্যাচার করা। নবী করিম (ছঃ) বলেন, কেয়ামতের দিন মানুষকে আল্লাহর সামনে এমনভাবে হাজির করা হইবে যে তাহার অবস্থা হইবে ভেড়ার শাবকের মত। আল্লাহ তখন বলিবেন, আমি তোমাকে অর্থ সম্পদ দান করিয়াছি, তোমার উপর বড় বড় অনুগ্রহ করিয়াছি কিন্তু তুমি আমার এইসব নিয়ামতের কি শুকরিয়া আদায় করিয়াছ? বান্দা বলিবে, হে আল্লাহ! আমি অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছি। সে সব বৃদ্ধি করিয়াছি পূর্বে যাহা ছিল তাহার চাইতে অনেক বেশী পরিমাণে রাখিয়া আসিয়াছি। আপনি আমাকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠাইলে সেই সব আমি সঙ্গে লইয়া আসিব।

আল্লাহ বলিবেন, আখেরাতের জন্য সেই সময় যাহা প্রেরণ করিয়াছ তাহা দেখাও। বান্দা পুনরায় বলিবে, অর্থ সম্পদ যাহা ছিল আমি তাহা বৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছি পুনরায় আমাকে পাঠাইয়া দিন আমি সবকিছু লইয়া আসিব। অবশেষে পরকালের জন্য প্রেরিত কোন সঞ্চয় তাহার নিকট না পাইয়া তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

(মেশকাত)

আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার প্রিয় রাছুলের এই সব বাণী বিশেষ প্রনিধানযোগ্য এবং এইসব বাণী মনযোগ সহকারে আমল করা কর্তব্য। শুধু ভাসা ভাসা ভাবে পড়িয়া রাখিয়া দেওয়ার জন্য এই সব বলা হয় নাই, পার্থিব জীবন পুরোপুরিই স্বপ্নের মত। এই জীবনকালকে পারলৌকিক জীবনের প্রস্তুতির জন্য সম্পদ স্বরূপ মনে করিবে এবং যতোটা সম্ভব পরকালের জন্য উপার্জন করিবে। আল্লাহ তায়ালা আমাকেও তাওফিক দিন।

(৯) هَا أَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ

www.BANGLAKITAB.com



من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه - والله الغنى وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم ٥

অর্থাৎ "দেখ তোমরা এমন লোক যে যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য আহবান করা হয় তখন তোমাদেরই মধ্যে কেহ কেহ কৃপণতা করে। এবং আল্লাহ পাক ধনী, এবং তোমরাই অভাবগ্রস্ত ; এবং যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তবে তিনি তোমাদের স্থলে অপর সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করিবেন এবং তাহারা তোমাদের মতো আদেশ অমান্যকারী হইবে না। (মোহাম্মদ, রুকু ৪)

**ফায়েদা ঃ** আমাদের দান খয়রাতের প্রতি আল্লাহর উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ নাই তাহা স্পষ্টতই বোঝা যায়। কোরানে কারীমে এবং নিজের প্রিয় রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেসব তাকীদ দিয়াছেন তাহা আমাদের কল্যাণের জন্যই দেওয়া হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে দান-খয়রাতের দ্বীনী দুনিয়াবী অনেক উপকারিতার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। একজন বিচারক, মনিব, সৃষ্টিকর্তা কোন ব্যক্তিকে যদি এমন আদেশ করেন যাহাতে আদেশকারীর কোন লাভ নাই বরং যাহাকে আদেশ করা হইয়াছে তাহারই লাভ হইবে এমতাবস্থায় যদি আদেশ লংঘন করা হয় তবে লংঘনকারীকে যতো বেশী অপদস্থ ও নাজেহাল করা হয় তাহা যে বাড়াবাড়ি হইবে না তাহাতো স্পষ্ট বোঝা যায়। একটি হাদীছে আছে আল্লাহ তায়ালা পরোপকারের জন্যই অনেককে নেয়ামত প্রদান করেন, যতোদিন তাহারা পরোপকারের কাজে লিপ্ত থাকে ততোদিন সেই নেয়ামত তাহাদের নিকট থাকে। অবাধ্যতা প্রদর্শন করিলে আল্লাহ তায়ালা সেই নেয়ামত অন্যদেরকে প্রদান করেন। (কানজ) আল্লাহর এই নেয়ামত শুধু অর্থ সম্পদের সহিত সীমাবদ্ধ নয়, সম্মান, প্রতিপত্তি ইত্যাদিও তাহার সহিত সম্পর্কিত।

হাদীছে উল্লেখ আছে যে এই আয়াত তখন নাজিল হইল যখন সাহাবাদের কেহ কেহ নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা অবাধ্যতা করিলে যে কওম সৃষ্টি করিবেন বলিয়া আল্লাহ পাক উল্লেখ করিয়াছেন



তাহারা কে ? নবীজী তখন হযরত সালমান ফারছীর (রাঃ) কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন, ইনি এবং তাঁহার জাতি। যাহার নিকট আমার প্রাণ রহিয়াছে সেই মহান জাতের কছম, দ্বীন যদি সুরাইয়াতেও থাকিত (কয়েকটি নক্ষত্রের নাম) তবু ও পারস্যের কিছু কিছু লোক সেখান হইতে দ্বীনকে লইয়া আসিত। বিভিন্ন বর্ণনায় এই ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। (দুররে মনছুর)। অর্থাৎ পারস্যের কিছু কিছু লোককে আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের বিষয়ে এতো বেশী অনুসন্ধিৎসা দান করিয়াছেন যে, দ্বীনের জ্ঞান যদি সুরাইয়া নক্ষত্র দেশেও থাকিত তবু তাহারা সেই স্থান হইতে দ্বীনের জ্ঞান আহরণ করিত। মেশকাত শরীফে এ বর্ণনা তিরমিজি হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য এক বর্ণনায় নবীজীর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে নবীজীর সামনে অনারবদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি বলিলেন, তাহাদের প্রতি অথবা তাহাদের মধ্যেকার কাহারো কাহারো প্রতি তোমাদের প্রতি অথবা তোমাদের কাহারো প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতার চাইতে অধিক বিশ্বাস ও নির্ভরতা রহিয়াছে।

(মেশকাত)

প্রকাশ থাকে যে, অনারবদের মধ্যে এমন কতিপয় বুজুর্গ ব্যক্তি জন্ম-লাভ করিয়াছেন যাহারা ছাহাবা হওয়ার গৌরব ছাড়াও অন্যান্য গৌরব বৈশিষ্ট্যে গৌরবান্বিত ও বিশিষ্ট ছিলেন। হাদীছ শরীফে হজরত ছাল-মান ফারসীর (রাঃ) বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রহিয়াছে। উল্লেখ থাকাই স্বাভাবিক, কেননা সত্য দ্বীনের সন্ধানে তিনি বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল অনেক। আড়াই শত বছর আয়ুস্কাল সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই। কেহ কেহ সাড়ে তিন শত বছর বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ ইহার চেয়ে অধিক বলিয়াছেন। কাহারো মতে তিনি হজরত ঈসার (আঃ) যমানা পাইয়াছিলেন। নবী করিম (ছঃ) এবং হযরত ঈসার (আঃ) যমানার মধ্যে ছয়শত বছর দূরত্ব ছিল। (রাঃ) আখেরী নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে খবর পাইয়াছিলেন এবং তদবধি নবীর অন্বেষণে বাহির হইয়া পাদ্রী এবং তৎকালীন পণ্ডিতদের নিকট এ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন। পাদ্রী পণ্ডিতগণ আখেরী নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে

www.BANGLAKITAB.com



জানান যে, তিনি অল্পকাল মধ্যেই আবির্ভূত হইবেন। নবীজীর আবির্ভাবের বিভিন্ন লক্ষণ ও তাঁহারা উল্লেখ করেন। ছালমান ফারছী (রাঃ) ছিলেন পারস্যের অন্যতম শাহজাদা। মহানবীর সন্ধানে তিনি দেশ হইতে অন্যদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এই অবস্থায় বন্দী হইয়া দাসত্বের জীবনও যাপন করিতে হইয়াছিল। বোখারী শরীফে সঙ্কলিত এক বর্ণনায় ছালমান (রাঃ) নিজেই বলেন যে, আমাকে দশজনের অধিক মনিব ক্রয় বিক্রয় করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত মদীনার এক ইহুদী তাঁহাকে ক্রয় করে। সেই সময় নবী করিম (ছঃ) হিজরত করিয়া মদীনায় অবস্থান করিতেছিলেন। ছালমান ফারছী (রাঃ) ইহা জানিতে পারিয়া নবীজীর দরবারে হাজির হইলেন। ইতিপূর্বে নবীজীর আবির্ভাব সম্পর্কে যেই সব নিদর্শন সম্পর্কে তিনি অবহিত হইয়াছিলেন সেই সব পরীক্ষা করিয়া সঠিক প্রমাণিত হওয়ায় হজরত ছালমান (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ফিদিয়া পরিশোধ করিয়া ইহুদী মনিবের দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিলেন।

একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা চারজন লোককে বন্ধু মনে করেন তাহাদের মধ্যে সালমান (রাঃ) অন্যতম। ( এছাবা )

ইহার অর্থ এই নয় যে, অন্য কাহাকেও বন্ধু মনে করেন না বরং অর্থ এই যে, এই চারজনও আল্লাহর বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত। হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত এক হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলেন, প্রত্যেক নবীর জন্য আল্লাহ তায়ালা সাত জন নুজুবা তৈরী করিয়াছেন। (বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত দল, তাঁহারা সংশ্লিষ্ট নবীর জাহেরী ও বাতেনী বিষয়ে তদারক করেন এবং নবীকে সাহায্য করেন)। কিন্তু আমার জন্য আল্লাহ চৌদ্দজন নুজুবা নির্ধারণ করিয়াছেন। জনৈক ছাহাবী তাঁহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিলে নবীজী বলিলেন হজরত আলী (রাঃ) ও তাহার দুই পুত্র (হাছান হোছেন ) জাফর-হামজা, আবু বকর, ওমর, মছআব এবনে ওমায়ের, বেলাল, সালমান, আম্মার, আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ আবুজর গেফারী ও মেকদাদ (রাঃ)। ( মেশকাত )

উল্লিখিত সাহাবাদের জীবন কথা পর্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, দ্বীনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাহাদের বিশিষ্ট অবদান রহিয়াছে।



বোখারী শরীফে উল্লেখ রহিয়াছে যে, সূরা জুমার আয়াত—

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ○

নাজিল হওয়ার পর সাহাবাগণ জানিতে চাহিলেন যে তাহারা কে ? নবীজী নীরব রহিলেন, সাহাবাগণ তিনবার জিজ্ঞাসা করার পর নবীজী জবাবে ছালমান ফারেছীর (রাঃ) উপরে হাত রাখিয়া বলিলেন, ঈমান যদি সুরাইয়ার উপর থাকিত তাহা হইলেও উহাদের কতিপয় লোক সেখান হইতেও ঈমানকে লইয়া আসিত। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে জ্ঞান যদি ছুরাইয়ার উপর থাকিত অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে দ্বীন যদি সুরাইয়ার উপরও থাকিত তবু পারস্যের কিছু লোক সেখান হইতে লইয়া আসিত। ( ফতহুল বারী )

শাফেয়ী মজহাবের বিশিষ্ট ভাষ্যকার আল্লামা সুয়ূতী বলেন, এই হাদীছটি হজরত ইমাম আবু হানিফার (রঃ) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী হিসাবে এতো নির্ভুল যে তাহার উপর আস্থা স্থাপন করা যায়।

( মোকাদ্দমা উজেয )

(১০) ما اصاب من مصيبة فى الارض ولا فى انفسكم الا فى كتب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير- لكيلا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتكم والله لا يحب كل مختال فخور- الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فان الله هو الغنى الحميد ○

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে অথবা তোমাদের নিজেদের মধ্যে যে বিপদ আপতিত হয় আমি সৃষ্টি করিবার পূর্বেই উহা লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রাখিয়াছি। উহা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ। ইহা এই জন্য যে, যাহা তোমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে, তজন্য দুঃখ করিও না, এবং আল্লাহ ঐ সব দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না যাহারা কৃপণতা করে, এবং মানবগণকে কৃপণতা উদ্দীপক আদেশ করে। যে বিমুখ হয় নিশ্চয় আল্লাহ তো কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন—তিনি অতীব প্রসংশনীয় ধনী। ( হাদীদ রুকু, ৩ )

www.BANGLAKITAB.com



**ফায়েদা ঃ** বিপদে পতিত হওয়ার পর মনোকষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে সেই মনোকষ্ট যেন এমন পর্যায়ে না পৌছে যে দ্বীন দুনিয়ার যাবতীয় কার্যকলাপ হইতে বিরত রাখে। ইহাও স্বাভাবিক ব্যাপার যে কোন বিষয় সম্পর্কে যদি জানা যায় যে ইহা হইবেই, কোন চেষ্টাতেই তাহাকে মুলতবী করা যাইবে না তবে সে বিষয়ে মনোকষ্ট অনেকটা হালকা হইয়া যায়। পক্ষান্তরে কোন বিষয় যদি অপ্রত্যাশিত ভাবে সংগঠিত হয় তবে তাহাতে মনোকষ্ট অধিক হইয়া থাকে। এ কারণেই এ আয়াতে সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে যে, মৃত্যু জীবন, দুঃখ আনন্দ শান্তি বিপদ সব কিছুই আমি পূর্বাহ্নে নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। কাজেই যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই। অবধারিত বিষয়ে অহেতুক কথাবার্তা, শোক দুঃখ প্রকাশ বা নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেয়ার কি কারণ থাকিতে পারে? আয়াতে মোখতালুন ফাখুর শব্দ দু'টির অর্থ দাম্ভিক অহংকারী করা হইয়াছে। প্রথমটি নিজের মধ্যে অন্যটি অপরের সামনে প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছেন যে, ব্যক্তিগত উপলব্ধি সজ্ঞাত বিষয়েই দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় আর অহংকার বাহিরের বিষয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন প্রভাব প্রতিপত্তি ইত্যাদি। (বয়ানুল কোরান)

হজরত কাজআ (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে (রাঃ) মোটা কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখিয়া বলিলাম, আমি খোরাসানের তৈরী কোমল কাপড় সঙ্গে আনিয়াছি আপনি ইহা পরিধান করিলে তাহা দেখিয়া আমার চক্ষু শীতল হইবে। ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আশংকা করিতেছি যে, এ পোষাক পরিয়া আমি দাম্ভিক অহংকারীতে পরিণত না হইয়া যাই। (দুররে মনছুর)

(১১) هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموات والارض ولكن المنفقين لا يفقهون ٥

অর্থাৎ তাহারা হইতেছে এমন সব যাহারা আনসারগণকে বলে আল্লাহর রাসুলের সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করিও না, তবেই ইহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। অথচ আসমান জমিনের সমস্ত সম্পদ আল্লাহরই কিন্তু মোনাফেকেরা তাহা বোঝে না। (মোনাফেকুন রুকু ১)



**ফায়েদা ঃ** বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লেখ রহিয়াছে যে মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তাহার অনুসারীরা বলিল যে, মোহাম্মদ (ছঃ)-এর সন্নিকটে যেই সব লোক সমবেত হইয়াছে তাহাদের সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া তাহারা আপনা আপনি ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবে। তখন এই আয়াত নাজিল হইল। এটা স্বীকৃত সত্য দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ ব্যাপার এবং অভিজ্ঞতা যে, কোন আল্লাহর দ্বীনের কাজের ক্ষেত্রে শত্রুতামূলক ভাবে সাহায্যদান যাহারা বন্ধ করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে অন্য পথ খুলিয়াছেন। শুদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত প্রত্যেককে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা আপন হাতে বান্দার রিজিক রাখিয়া দিয়াছেন, কাহারো বাবার ক্ষমতা নাই যে, সেই রিজিক বন্ধ রাখিতে পারে অথবা পারিবে। তবে এই ধরনের অপচেষ্টা করিয়া আল্লাহর দ্বীনের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া পরকালে জবাব দিহির জন্য যেন প্রস্তুত হইয়া যায়। সেই সময় কোন প্রকার মিথ্যা অজুহাত খাটিবে না টালবাহানা চলিবে না প্রবঞ্চনামূলক বর্ণনা কোন কাজে আসিবে না। কোন উকিল, ব্যারিষ্টার কাজে আসিবে না। আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি করিয়া আল্লাহর শত্রুরা নিজেদের পরকাল বিপর্যস্ত করা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে লাভবান হইতে পারিবে না। ব্যক্তিগত শত্রুতা বা দুনিয়াবী হঠকারী উদ্দেশ্যের কারণে আল্লাহর দ্বীনের পথে বাধা সৃষ্টি করা অথবা যাহারা দ্বীনের কাজ করে তাহাদের সাহায্যদানে বিরত থাকা অথবা অন্যদের বাধা দান করিলে, পরিণামে নিজেরই ক্ষতি করা হইবে, অন্য কাহারো ক্ষতি হইবে না।

নবী করীম (ছঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্মানহানির সময় তাহাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে সাহায্য না করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কাহারো সাহায্য পাওয়ার তীব্র আকাঙ্খা করিয়াও আল্লাহর সাহায্য পাইবে না। (মেশকাত)

আমাদের প্রিয় নবীর কার্যকলাপ উম্মতের জন্য রাজ পথের মত উন্মুক্ত। সকল ক্ষেত্রে নবীজীর কার্যকলাপের অনুসরণ প্রত্যেক উম্মতের জন্য অবশ্য কর্তব্য। নবী করিম (ছঃ) শত্রুকেও সাহায্য করিতে কুণ্ঠাবোধ

www.BANGLAKITAB.com



করিতেন না। হাদীছের কিতাবসমূহ ও ইতিহাস গ্রন্থ সমূহে অসংখ্য এ ধরনের ঘটনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নবীজীকে কতভাবে কষ্ট দিয়াছে, সেই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নিজেই বলিয়াছে মদীনায় পৌঁছিয়া সম্মানীয় লোকেরা 'অর্থাৎ আমরা ঐসব অসম্মানীয় লোকদের 'অর্থাৎ মুসলমানদেরকে মদীনা হইতে বাহির করিয়া দিব। এই সফরেই উপরোক্ত আয়াত নাজিল হইয়াছিল। এই সফর হইতে ফিরিবার কয়েকদিন পর মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ অসুখে পড়িলে নিজের পুত্রকে (তাহার পুত্র ছিল খাঁটি মুসলমান) বলিল তুমি যাইয়া নবীজীকে আমার নিকট ডাকিলে তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন। মোনাফেক আবদুল্লাহর পুত্র নবীজীর নিকটে গিয়া পিতার ইচছার কথা ব্যক্ত করিলে নবীজী জুতা মোবারক পরিধান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে মোনাফেক নেতার গৃহ অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। নবীজীকে দেখিয়া আবদুল্লাহ এবনে উবাই কাঁদিতে লাগিল। নবীজী বলিলেন, ওহে আল্লাহর দুশমন তুমি কি ভয় পাইয়া গেলে? সে বলিল, আমাকে দয়া করুন। এই কথা শুনিয়া নবীজীর চোখ জলে পূর্ণ হইয়া গেল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি চাও? সে বলিল, আমার মৃত্যুকাল ঘনাইয়া আসিয়াছে। আমার মৃত্যুর পর গোসলের সময়ে আপনি উপস্থিত থাকিবেন এবং আপনার পোশাক দিয়া আমার কাফনের ব্যবস্থা করিবেন, আমার জানাজার সহিত কবর পর্যন্ত গমন করিবেন এবং আমার জানাজার নামাজ পড়াইবেন। নবী করিম (ছঃ) তাহার সকল আবেদন মঞ্জর করিলেন। ইহাতে لا تصل على احد منهم الخ সূরা বারাতের এই আয়াত নাজিল হইল। (দুররে মনছুর)

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মোনাফেকদের জানাজার নামাজ পড়াইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। প্রাণঘাতী দুশমনদের সহিত নবীজী এইরূপ ব্যবহার করিতেন। যাহারা কোন প্রকার শত্রুতা গালি গালাজ এবং কুৎসা রটনা হইতে বিরত থাকিত না। প্রাণের দুশমনের কষ্ট দেখিয়া নবীজীর দু'চোখ যেমন অশ্রু সজল হইয়া উঠিয়াছিল, আমরা কি নিজেদের প্রাণের দুশমনের সহিত এইরূপ আচরণ করিতে সক্ষম হইব? নবীজী সেই কপট মুসলমানের যে সকল আবেদন রক্ষা করিয়াছিলেন



আমরা কি অনুরূপ ঔদার্যের পরিচয়ের কথা ভাবিতে পারি? নবীজী যদিও তাহাকে এতো বেশী দয়া করিয়াছেন কিন্তু কুফুরীর কারণে সেইসব তাহার কোন কাজে আসে নাই? ভবিষ্যতে কাফের মোনাফেকদের প্রতি এধরনের অনুগ্রহ প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا (১২)

لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ - فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ ০

অর্থাৎ "আমি তাহাদের" পরীক্ষা করিয়া রাখিয়াছি, যেমন আমি বাগান ওয়ালাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম। যখন তাহারা পরস্পর কসম করিল যে, ভোরে উঠিয়া উহার ফল কাটিয়া আনিবে। আর ইনশাআল্লা পর্যন্ত বলিল না, তখন প্রবাহিত হইয়া গেল উহার উপর দিয়া চলন্ত আজাব তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে--অথচ তাহারা ছিল ঘুমন্ত, ফলে বাগানটি ভোর বেলায় রহিয়া গেল শস্যকাটা ক্ষেতের মত। আর এদিকে তাহারা সকালে উঠিয়া পরস্পরকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিল যে, ভোর থাকিতেই তোমাদের ক্ষেতে পৌঁছিতে হইবে যদি ফল কাটিতে চাও। অতঃপর তাহারা চুপে চুপে এই বলিয়া চলিল যে, নিশ্চয়ই আজ প্রবেশ করিতে পারিবে না তোমাদের কাছে কোন মিছকীন। আর তাহারা না দেওয়ার উপর নিজেকে সক্ষম ভাবিয়া চলিল। যখন উহাকে দেখিল তখন তাহারা বলিল, নিশ্চয়ই আমরা ভুল করিয়াছি। বরং আমরা বঞ্চিতই হইয়াছি। তাহাদের মধ্যেকার নেককার ব্যক্তি বলিল, কিহে আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই? গরীবদেরকে না দেওয়ার জন্য বদ নিয়ত করিও না, এখনও তাছবীহ পাঠ করিতেছ না কেন? তখন তাহারা বলিতে লাগিল, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী। আবার একে অপরকে দোষারোপ করিতে লাগিল। সমবেতভাবে বলিতে লাগিল, হায় আফসোস, আমরা সবাই ছিলাম সীমা অতিক্রমকারী। হয়ত আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে দান করিবেন তদপেক্ষা উত্তম বাগান। আমরা এখন আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। আল্লাহর হুকুম অমান্যের ফলে এমনই আজাব হইয়া থাকে। আর আখেরাতের আজাব কঠোর। যদি ইহারা জানিত।

www.BANGLAKITAB.com



( সূরা কালাম রুকু ১ )

**ফায়েদা ঃ** উপরোক্ত আয়াতসমূহে উল্লেখিত ঘটনাটি বড়ই তাৎপর্য পূর্ণ যাহারা গরীব মিছকীনকে না দেওয়ার ব্যাপারে কৃত সংকল্প হয় এবং কসম করিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ হয় যে ঐসব মুখাপেক্ষীদের এক পয়সাও প্রদান করিবে না এক বেলা খানাও প্রদান করিবে না, ওরা পাওয়ার যোগ্য নহে, তাহাদের দান করা অনর্থক। এইরূপ যাহারা মনে করে তাহারা একই সময়ে সমুদয় মালামাল হইতে হঠাৎ বঞ্চিত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে যেসব পুণ্য প্রাণ এই ধরনের কর্মপদ্ধিতি পছন্দ করে না কিন্তু ঘটনাক্রমে উহাদের সমপর্যায়ভুক্ত হইয়া যায় তাহারাও আল্লাহর আজাব হইতে নিস্কৃতি পায় না। হজরত আবদুল্লা (রাঃ) বলেন, এই সব আয়াতে যে ঘটনার কথা বলা হইয়াছে তাহা হাবসার অধিবাসীদের সঙ্গে ঘটিয়াছে তাহাদের পিতার একটি বড় বাগান ছিল, উহা হইতে তাহাদের পিতা ভিক্ষুকদের দান করিতেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার সন্তানেরা বলিতে লাগিল যে, আব্বাজানত ছিলেন নির্বোধ, তিনি গরীব মিছকীনদের মধ্যে সব বন্টন করিয়া দিতেন। তারপর তাহারা কসম করিয়া বলিতে লাগিল যে; আমরা কাল সকালে বাগানের সকল ফল কর্ত্তন করিয়া কোন ভিক্ষুককে এক কনাও দিব না। হজরত কাতাদা (রাঃ) বলেন বাগানের বড় মিয়ার রীতি ছিল যে তিনি এক বছরের প্রয়োজনীয় খরচ রাখিয়া অবশিষ্ট ফলাফল গরীব দুঃখীদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতেন। তাহার সন্তানরা এভাবে আল্লাহর পথে দান করিতে পিতাকে বাধা দিত। কিন্তু তাহাদের পিতা তাহাদের বাধা মানিত না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সন্তানেরা বাগানের সমুদয় উৎপন্ন কুক্ষিগত করিয়া রাখার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। গরীব দুঃখীদের না দেওয়ার জন্যই তাহারা এইরূপ সংকল্প করিয়াছিল। সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বলেন, এই বাগানটি ছিল ইয়ামনে, জায়গার নাম ছিল দেরওয়ান। তাহা ছিল ইয়ামনের বিখ্যাত শহর সনআ হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। ইবনে জোরায়েজ (রাঃ) বলেন, জাহান্নামের আগুনের একটি হুলকা সেই বাগানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। মোজাহেদ (রাঃ) বলেন, এটি ছিল আঙ্গুরের বাগান। হজরত আবদুল্লা ইবনে মাসউদ (রাঃ) নবীজীর পবিত্র বানী উদৃত করিয়া বলেন, নিজেকে পাপের পঙ্কিলতা হইতে রক্ষা কর। মানুষ



কিছু কিছু পাপ এমন করে যে, সেই পাপের কদর্যতায় জ্ঞানের একাংশ ভুলিয়া যায়। অর্থাৎ স্মৃতিশক্তি খারাপ হইয়া যায় এবং যাহা পাঠ করে তাহা ভুলিয়া যায়। কোন কোন পাপ এমন রহিয়াছে যে পাপ করিলে তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম হইতে জাগিতে পারে না। কোন কোন পাপ এমন রহিয়াছে যে পাপ করিলে ন্যায্য উপার্জন ও তাহার হাতছাড়া হইয়া যায়। অতঃপর নবী করিম (ছঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করেন فطاف عليها طائف من ربك তারপর বলেন ঐ লোকেরা তাহাদের পাপের কারণে বাগানের উৎপন্ন ফল হইতে বঞ্চিত হইয়া গেল।

( দুররে মনছুর )

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরানের অন্যত্র বলিয়াছেন।

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ○

অর্থাৎ তোমাদের যেই সব বিপদ আপদ আসে তাহা তোমাদের আমলের কারণেই আসিয়া থাকে। আবার অনেক পাপ আল্লাহ তায়ালা মার্জনা করিয়া দেন। ( সূরা সূরা রুকু ৪ )

হজরত আলী (রাঃ) বলেন, আমাকে নবী করিম (ছঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা তোমাকে কি বলিব, হে আলী ? যাহা কিছুই তোমাদের পৌছে, রোগ হোক বা কোন প্রকার আজাব হউক বা দুনিয়াবী কোন বিপদ হোক এইসব তোমাদের নিজের হাতের উপার্জন। এ বিষয়টি আমি এ' তেদাল গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

(১৩) واما من اوتى كتبه بشماله - فيقول يليتنى لم اوت كتبيه - ولم ادر ما حسابيه - يليتها كانت القاضيه - ما اغنى عنى ماليه - هلك عنى سلطنيه خذوه فغلوه - ثم الجحيم صلوه - ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه - انه كان لا يؤمن بالله العظيم - ولا يحض على طعام المسكين - فليس له اليوم هيهنا حميم - ولا طعام الا من غسلين - لا يأكله الا الخاطئون ○

অর্থাৎ "কিন্তু যাহার আমলনামা বাম হাতে প্রদত্ত হইবে সে বলিবে

www.BANGLAKITAB.com



হায় আফসোস, যদি আমি আমলনামা প্রাপ্ত না হইতাম। আর আমার হিসাব কি হইবে তা মোটেই না জানিতাম। হায় যদি উহাই হইত সমাপ্তি, আমার ধন-সম্পত্তি আমার কোন কাজে আসিল না। আমার প্রভাব প্রতিপত্তিও বিনষ্ট হইয়া গেল। বলা হইবে তাহাকে ধর তাহার গলায় রশি লাগাও। অতঃপর তাহাকে দোজখের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাও। তারপর তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর ৭০ গজী শিকলে। নিশ্চয়ই সে মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনিত না। গরীবকে খাওয়ানোর ব্যাপারে উৎসাহ দিত না। তাই তাহার জন্য আজ এখানে কোন হিতৈষী নাই। এবং কোন খাবার নাই নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত। যাহা গোনাহগারগণ ব্যতীত আর কেহ ভক্ষণ করিবে না। ( হাক্কাত রুকু ১ )

**ফায়েদা ঃ** গিসলীন অর্থাৎ ক্ষতস্থান ইত্যাদি ধৌত করার পর যেই পানি সঞ্চিত হয় তাহাকে গিসলীন বলা হয়। হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ক্ষতস্থানের ভিতর হইতে যেসব রক্ত পুঁজ ইত্যাদি বাহির হয় তাহাই গিসলীন।

হজরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) নবী করিম (ছঃ) এর বাণী উদৃত করিয়াছেন যে গিসলীনের এক পাত্র যদি পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয় তাহা হইলে তাহার দুর্গন্ধে সমগ্র পৃথিবী দুর্গন্দময় হইয়া যাইবে। নওফে শামী (রাঃ) হইতে উদৃত হইয়াছে যে, ৭০ গজ লম্বা যেই শিকলের কথা বলা হইয়াছে তাহার প্রতি গজ ৭০ বাম বিশিষ্ট, এবং প্রতিটি বাম মক্কা হইতে কুফার দুরত্ব পর্যন্ত দীর্ঘ।

হজরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে অন্যান্য তাফসীর কারগণ নকল করিয়াছেন যে, এই শিকল গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইয়া নাসিকার ভিতর দিয়া বাহির করা হইবে। ( দুররে মনছুর )

এই আয়াতে গরীব দুঃখীদের খাদ্য দ্রব্য খাওয়ানের জন্য উৎসাহিত না করিলে ও শাস্তির উল্লেখ রহিয়াছে। কাজেই নিজের আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবদেরকে অভ্যাগতদেরকে দরিদ্র পালন, গরীব মিসকীনকে আহার্য প্রদানের জন্য বিশেষভাবে তাকিদ দেওয়া উচিৎ। অন্যদেরকে তাকিদ দিতে থাকিলে নিজের মধ্যকার কৃপণতার মনোভাবও কমিয়া যাইবে।



(১৪) ويل لكل همزة لمزة - الذى جمع مالا وعدده - يحسب ان ماله اخلده - كلا لينبذن فى الحطمة - وما ادرك ما الحطمة - نار الله الموقدة - التى تطلع على الافئدة انها عليهم مؤصدة فى عمد ممددة ٥

**অর্থাৎ ঃ** মহা অকল্যাণ প্রত্যেক নিন্দাকারী ও বিদ্রূপকারীর জন্য যে মালকে সঞ্চয় করে এবং উহাকে গণনা করিতে থাকে। সে মনে করে যে তাহার মাল তাহার নিকট চিরকাল থাকিবে। না না নিশ্চয় সে হোতামায় নিক্ষিপ্ত হইবে। আর আপনি জানেন কি যে হোতামা কি? উহা আল্লাহর এমন এক প্রজ্জলিত অগ্নি যাহা হৃদয় সমূহেরও খবর লইয়া ছাড়িবে নিশ্চয়ই উহাকে তাহাদের উপর পরিবেষ্টিত করা হইবে। দীর্ঘ স্তম্ভ সমূহের মধ্যে। ( হোমাজাত রুকু ১ )

**ফায়েদা ঃ** হোমাজাহ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের একাধিক বক্তব্য রহিয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হোমাজাহ অর্থ হইতেছে খোঁটাদানকারী। হোমাজাহ অর্থ হইতেছে পরনিন্দাকারী। ইবনে জোরায়েজ (রাঃ) বলেন হোমাজাহ ইঙ্গিত দ্বারা হইয়া থাকে, চোখ, মুখ ও হাতের ইশারা যে কোন কিছুর দ্বারাই এই ইশারা হইতে পারে। লোমাজাহ জিহবা দ্বারা হইয়া থাকে।

একবার নবী করিম (ছঃ) তাঁহার মে'রাজের অবস্থা বর্ণনাকালে বলেন যে, আমি পুরুষদের একটি দল দেখিয়াছি, তাহাদের অঙ্গ প্রতঙ্গ কাঁচি দিয়া কর্তন করা হইতেছিল। আমি জিব্রাঈল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহাদের পরিচয় কি? তিনি বলিলেন, উহারা সেই লোক যাহারা অপকর্মের জন্য সাজসজ্জা করিত।

অর্থাৎ হারাম কাজের জন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সজ্জিত করিত। অতঃপর আমি একটি কূপ দেখিলাম সেই কূপ হইতে বিশ্রী রকমের দুর্গন্ধ আসিতেছিল এবং ভিতর হইতে চীৎকার শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল আমি জিব্রাইলকে (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলাম, উহাদের পরিচয় কি। তিনি বলিলেন, ইহারা ঐসব স্ত্রীলোক যাহারা ( ব্যভিচারের জন্য ) সাজসজ্জা করিত এবং অবৈধ কাজ করিত।

www.BANGLAKITAB.com



অতঃপর আমি কিছু নারী পুরুষ একত্রিত অবস্থায় দেখিলাম, তাহাদেরকে স্তনে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, তাহারা খোঁটাদানকারী ছিল এবং চোগলখুরী করিত! (দুররে মনছুর)

আল্লাহ পাক তাঁহার অপার করুণায় আমাদেরকে এইসব পাপ হইতে দূরে রাখুন! এই কৃপণতা ও লোভের বিশেষভাবে নিন্দা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে কৃপণতার কারণে মানুষ মালামাল সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং লোভের কারণে বারবার গণনা করে যেন কম না হইয়া যায়। সেই সব অর্থ সম্পদ ও মালামালের ভালোবাসা এত গভীর যে বারবার এইসব করিয়াও তৃপ্তি অনুভব করে। এই বদ-অভ্যাস তাহাদের মধ্যে অহংকার জন্ম দেয় এবং অন্যদের দোষ খুঁজিয়া বেড়ায় এবং খোঁটা দেয়। এই কারণে এ ছুরার শুরুতে ঐ সব দোষের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হইয়াছে। অতঃপর ঐসব মন্দ অভ্যাসের নিন্দা করা হইয়াছে। প্রত্যেকে এইরূপ ধারণা করিতেছে যে, অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি পাইলে সেইসব তাদেরকে বিপদ আপদ ও দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। তাহারা যেন মনে করিতেছে যে, বিত্তশালীদের মৃত্যু হয় না। এই কারণে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হইয়াছে।

বহু ঘটনা এমন রহিয়াছে যে, বিপদ আসিলে অর্থ সম্পদ বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারে না। অনেক সময় অর্থ সম্পদের আধিক্য হেতু বিপদ আসিয়া পড়ে। কেহ বিত্তবান ব্যক্তিকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিতে চায়, কেহ হত্যা করার পাঁয়তারা করে। লুটতরাজ, চুরি, ডাকাতি ইত্যাকার বিপদ আপদ এই অর্থ সম্পর্কের কারণে মানুষের উপর আসিয়া পতিত হয়। অর্থ সম্পদ বেশী হইলে স্ত্রী পুত্র, কন্যা, আত্মীয়স্বজন সবাই মনে মনে কামনা করে যে বৃদ্ধ মরেনা কেন, কবে মরিবে, মরিলে সমুদয় অর্থ সম্পদ আমাদের হস্তগত হইবে।

## এতিমের সহিত অসদ্ব্যবহারের ভয়াবহ পরিণাম

(৫১) ارءيت الذى يكذب بالدين - فذالك الذى يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين - فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون - الذين هم



يراؤن ويمنعون الماعون ০

অর্থাৎ ওহে, যে বিচার দিনকে অবিশ্বাস করে তাহাকে দেখিয়াছ কি? তবে সে ঐ ব্যক্তি যে এতিমকে হাঁকাইয়া দেয় এবং মিছকীনকে আহার্যদানে উৎসাহিত করে না। সুতরাং সেই নামাজীর জন্য ধ্বংস যাহারা তাহাদের নামাজকে ভুলিয়া থাকে। যাহারা লোক দেখানোর জন্য কাজ করে এবং জাকাত আদায় করিতে বিরত থাকে। (মাউন)

**ফায়েদা ঃ** হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এতিমকে হাঁকাইয়া দেওয়ার অর্থ হইতেছে তাহার অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা। কাদাতা (রাঃ) বলেন, হাঁকাইয়া দেয়া মানে অত্যাচার করা বুঝায় এবং ইহা কেয়ামতের দিনকে ভুল বোঝার কারণে হইয়া থাকে। যেই ব্যক্তি কেয়ামতের দিনের প্রতি পূর্ণমাত্রায় আস্থাশীল হইবে, সেই দিনের শাস্তি ও পুরুস্কারের প্রতি বিশ্বাসী হইবে সে কাহারো প্রতি অত্যাচার করিবে না, নিজের অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করিয়া রাখিবে না বরং আল্লাহর পথে অব্যাহত ভাবে দান করিবে। কেননা যেই ব্যক্তি বিশ্বাস করিবে যে আমি এ ব্যবসায়ে আজ দশ টাকা বিনিয়োগ করিলে কেয়ামতের দিন অবশ্য বৈধ উপায়ে এক হাজার টাকা লাভ করিব সে কখনো দান করিতে গড়িমসি করিবে না। যেইসব নামাজীর কথা এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা হইতেছে মোনাফেক। তাহারা লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে কিন্তু একাকী থাকা অবস্থায় নামাজ পড়ে না। হযরত সাদ (রাঃ) সহ বিভিন্ন জনের নিকট হইতে নকল করা হইয়াছে যে, নামাজ ছাড়িয়া দেওয়ার অর্থ হইতেছে দেরীতে পড়া এবং অসময়ে পড়া। মাউন শব্দের ব্যাখ্যায় ওলামাদের একাধিক বক্তব্য রহিয়াছে। কেহ কেহ মাউন অর্থ যাকাত বলিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ ওলামা হইতে যেই ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে তাহাতে মাউন অর্থ দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিসের কথা বলা হইয়াছে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করিম এর সময়ে মাউন বলিতে এইসব জিনিস বুঝিতাম ঃ বালতি হাঁড়ি কুঠার, দাঁড়ি পাল্লা এবং এধরণের অন্যান্য জিনিস, যাহা কিছুক্ষণের

www.BANGLAKITAB.com



জন্য ধার নিয়া কাজ শেষে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী করিম (ছঃ) এর নিকট হইতে নকল করিয়াছেন যে, মাউন মানে ঐসব জিনিস যাহা দ্বারা লোকেরা পরস্পরের সাহায্য করে। যেমন কুঠার, ডেকচি, ভিস্তি ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে আরো অনেক বক্তব্য উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইকরামা (রাঃ) এর নিকট কেহ মাউন শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ইহার মূল হইতেছে, যাকাত। সাধারণ অর্থ হইতেছে চালুনি, ভিস্তি সুই ইত্যাদি প্রদান করা। ( দুররে মনছুর )

এই ছূরার কয়েকটি বিষয়ে হুঁসিয়ারী উচ্চারিত হইয়াছে। সেই সবের মধ্যে এতিমের প্রতি বিশেষভাবে সতর্ক করা হইয়াছে যে এতিমকে হাঁকাইয়া দেওয়া ধ্বংসের অন্যতম উপকরণ। বহুলোক এমন রহিয়াছে যাহারা এতিমের অভিভাবক হইয়া অবশেষে তাহার মালামাল আত্মসাৎ করিয়া লয়। সেই এতিম নিজে বা তাহার পক্ষ হইতে কেহ অধিকার দাবী করিলে তাহাদেরকে ধমক দিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই ধরনের কাজ যাহারা করে তাহাদের ধ্বংস ও ভয়াবহ শাস্তির ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। এই ছূরার শানে নযুলেও এই ধরনের একটি ঘটনা রহিয়াছে। পবিত্র কোরানে এতিমদের ব্যাপারে সতর্ক করিয়া বহু আয়াত নাজিল হইয়াছে। কয়েকটি আয়াতের প্রতি ইশারা করিয়া বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানো হইতেছে।

(১) ছূরা বাকারার দশম রুকুতে আল্লাহ বলেন, "এবং পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিও এবং আত্মীয় স্বজন, এতিমদের ও অভাব গ্রস্তদের প্রতি। (২) ছূরা বাকারার ২২তম রুকুতে আল্লাহর ভালোবাসার্থ ধনসম্পদ আত্মীয়স্বজন, এতিম মিছকিন মুছাফির ও যোগ্য দানপ্রার্থীকে (৩) বাকারার ২৬তম রুকুতে বলেন—বলিয়া দাও, সৎকাজে যাহাই ব্যয় কর, তোমাদের পিতামাতা নিকটাত্মীয় এতিম ও অভাবগ্রস্ত মোছাফিরদের প্রাপ্য। (৫) বাকারার ২৭তম রুকুতে আল্লাহ বলেন, এবং আরো তোমাদের এতিমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে, বল তাহাদের উপকার করা উত্তম। (৫) ছূরা নেছার প্রথম রুকুতে আল্লাহ বলেন, এবং এতিমদেরকে তাহাদের মাল প্রদান কর। (৬) ছূরা নেছার প্রথম রুকুতে আল্লাহ পাক বলেন, এবং যদি এ বিষয়ে আশঙ্কা কর যে,



ন্যায় বিচার করিতে পারিবে না পিতৃহীনদের প্রতি। (৭) ছূরা নেছার প্রথম রুকুতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, এবং এতিমদেরকে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা করিবে যে বিবাহের বয়সে পৌছে, তখন যদি তাহাদের মধ্যে কিছুটা যোগ্যতা অনুভব কর (৮) ছূরা নেছার প্রথম রুকুতে আল্লাহ, বলেন এবং তখন বণ্টনকালে স্বজন, এতিম এবং মিছকিন আসিয়া উপস্থিত হয়। (৯) ছূরা নেছার প্রথম রুকুতে আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই যাহারা এতিমদের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করে। (১০) ছূরা নেছার ষষ্ঠ রুকুতে আল্লাহ বলেন, এবং পিতামাতা আত্মীয়স্বজন, এতিম অভাবগ্রস্ত নিকট প্রতিবেশী। ছূরা নেছার উনিশতম রুকুতে আল্লাহ বলেন, এবং তাহাদেরকে বিবাহ করিতে পছন্দ করনা সেই এতিম দরিদ্রদের সম্বন্ধে (১১) ছূরা আনয়ামের উনিশতম আয়াতে আল্লাহ বলেন, এবং তোমরা এতিমদের মালামালের নিকটবর্তী হইও না। (১৪) বনি ইসরাইলের চতুর্থ রুকুতে আল্লাহ পাক বলেন, এ পর্যন্ত যে এতিম তাহার সাবালকত্বে পৌছায় (১৫) ছূরা হাশরের প্রথম রুকুতে আল্লাহ বলেন, তাঁহার আত্মীয় স্বজনের এতিমগণের (১৬) ছূরা হাশরের প্রথম রুকুতে আল্লাহ বলেন, এবং তাহারা আল্লাহর মহব্বতে খানা খাওয়ায় মিসকিন, এতিম ও বন্দীদেরকে। (১৭) ছূরা ফাজরে আল্লাহ পাক বলেন, বরং তোমরা এতিমকে আদর কর না। (১৮) ছূরা বালাদে আল্লাহ বলেন, এতিম আত্মীয় বা ধুলায়িত কাঙ্গালকে অন্ন দান কর। (১৯) ছূরা দোহায় আল্লাহ বলেন, তিনি কি তোমাকে এতিম পান নাই? (২০) ছূরা দোহায় আল্লাহ বলেন, সুতরাং এতিম দিগকে কখনও ধমক দিওনা! এই আয়াতে এতিমদের ব্যাপারে সতর্ক করিয়াছেন। এমনকি এতিম মেয়ের বিয়ের সময় মোহরানা যেন কম না রাখা হয় সে বিষয়েও সতর্ক করা হইয়াছে।

নবী করিম (ছঃ) বিভিন্ন হাদীছে বলিয়াছেন এতিমের প্রতিপালন কারী আমার সহিত বেহেশতে দুই আঙ্গুলের মতো পাশাপাশি অবস্থান করিবে। নবী করিম (ছঃ) এ হাদীছে শাহাদাত আঙ্গুল এবং মধ্যবর্তী আঙ্গুলের সমন্বয় করিয়া দেখাইয়াছেন। কোন কোন ওলামা মধ্যবর্তী আঙ্গুলের চাইতে শাহাদাত আঙ্গুলের কিছুটা সামনে থাকার কারণ

www.BANGLAKITAB.com



প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এ ক্ষেত্রে অর্থ হইতেছে যে, নবীজী বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, নবুয়ত লাভের কারণে আমার স্থান বেহেশ্‌তে কিছুটা সামনে থাকিবে।

একটি হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলেন শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি এতিমের মাথায় স্নেহে হাত বুলাইয়া দিবে সেই হাতের নীচে যতো চুল পড়িবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে তত সংখ্যক নেকী প্রদান করিবেন। নবীজী আরও বলিয়াছেন এতিম ছেলে বা মেয়ের প্রতি যে ব্যক্তি স্নেহ প্রদর্শন করিবে আমি এবং সেই ব্যক্তি বেহেশতে দুই আঙ্গুলের মতো পাশাপাশি অবস্থান করিব। একথা বলিয়া নবীজী দুইটি আঙ্গুল দেখাইয়া ইশারা করিলেন। এই হাদীছটি উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যান্য হাদীছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে এতিমদের প্রসঙ্গে নবীজী উল্লেখ করিয়াছেন। ( দুররে মনছুর )

একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, কেয়ামতের দিন কিছু লোক এমন ভাবে উঠিবে যে, তাহাদের মুখে আগুন জ্বলিতে থাকিবে। একজন ছাহাবা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাদের পরিচয় কি ? নবীজী তখন ছূরা নেছার প্রথম রুকুর একটি আয়াত তেলাওয়াত করিলেন, যাহাতে বলা হইয়াছে নিশ্চয় যাহারা এতিমের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তাহারা নিজেদের পেটে আগুণ ভক্ষণ করে।

শবে মে'রাজে নবী করিম (ছঃ) একটি কাওমকে দেখিলেন তাহাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের মতো বড় বড় এবং তাহাদের উপর ফেরেশতারা নিয়োজিত রহিয়াছেন। ফেরেশতারা তাহাদের ঠোঁট চিরিয়া মুখের ভিতর অগ্নিময় বড় বড় পাথর ঠেলিয়া দিতেছিল। সেই পাথর তাহাদের মুখ দিয়া প্রবেশ করিয়া গুহ্যদার দিয়া বাহির হইতেছিল, এবং তাহারা হৃদয় বিদারক কণ্ঠে চিৎকার দিতেছিল। নবী করিম (ছঃ) জিব্রাঈলকে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে জিব্রাঈল বলিলেন, ইহারা জুলুম করিয়া এতিমদের মালামাল ভক্ষণ করিত। এখানে তাহাদেরকে আগুন ভক্ষণ করানো হইতেছে।

একটি হাদীছে রহিয়াছে চার প্রকারের লোক এমন রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন না এবং বেহেশতের



নেয়ামত ও তাহারা ভোগ করিতে পারিবে না। তাহারা হইতেছে মদ্য পানকারী, সুদখোর, অন্যায়ভাবে এতিমের মালামাল ভক্ষণকারী এবং পিতামাতার অবাধ্যতাকারী। ( দুররে মানছুর )

শাহ আবদুল আজিজ (রঃ) স্বীয় তাফছীরে লিখিয়াছেন, এতিমের প্রতি অনুগ্রহ দুই প্রকারের, প্রথম প্রকার হইতেছে যাহা ওয়ারিশদের প্রতি ওয়াজিব। যেমন তাহাদের মালামালের হেফাজত। সেই মালামাল কৃষিকাজ, ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা। যাহাতে উপার্জিত অর্থ দ্বারা এতিমদের প্রয়োজন পূরণ হইতে পারে, পানাহার পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতির ব্যয়নির্বাহ এমনকি লেখাপড়া ইত্যাদি বিষয়ে কল্যাণ সাধন সম্ভব হয়। দ্বিতীয় প্রকার হইতেছে সর্ব সাধারণের প্রতি ওয়াজিব। ইহা হইতেছে তাহাদিগকে কোন রকম কষ্ট না দেওয়া এবং তাহাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করা। সভা সমিতিতে তাহাদেরকে নিকটে বসানো, তাহাদের মাথায় স্নেহের হাত বুলাইয়া দেয়া নিজের সন্তানের মতো কোলে তুলে নেয়া এবং তাহাদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা। কেননা তাহারা এতিম হওয়ার পর পিতৃহীন হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা সব বান্দাকে আদেশ দিয়াছেন যেন তাহাদের সহিত পিতৃসুলভ ব্যবহার করা হয় তাহাদেরকে সন্তানের মতো মনে করে। যাহাতে পিতৃহীন হওয়ার শূন্যতা ও মনোবেদনা তাহারা অনুভব করিতে না পারে। কাজেই এতিমও শরীয়তের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের প্রতি সঙ্গত ব্যবহারের জন্য যেরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তেমনি এতিমদের প্রতিও সঙ্গত ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

উল্লেখিত আয়াতে মিছকিনকে আহার্য দানে উৎসাহিত না করার ব্যাপারে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহারা নিজেদের মালামালতো খরচ করেই না বরং অন্য কেহ মিছকিনদের প্রতি গরীবদের প্রতি খরচ করুক ইহাও তাহারা পছন্দ করে না। মিছকিনকে আহার্য্য প্রদানের জন্য কোরানের বহু আয়াতে তাগিদ দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্বে কিছু কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে। ছূরা ফাজরে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, বরং তোমরা এতিমকে আদর কর না, মিছকিনকে ভোজনে উৎসাহ দাও না।

www.BANGLAKITAB.com



তৃতীয় বলা হইয়াছে যে, যাহারা যাকাত আদায় করিতে বিরত থাকে, পূর্বাহ্নে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। হজরত শাহ আবদুল আজিজ (রাঃ) লিখিয়াছেন, এই ছুরার নাম মাউন এই কারণেই রাখা হইয়াছে যেহেতু ইহা অনুগ্রহের ক্ষুদ্র বিষয়। ক্ষুদ্র ব্যাপারেও অনুগ্রহ না করার কারণে যদি এতো কঠিন শাস্তির কথা বলা হইয়া থাকে তাহা হইলে আল্লাহর হুকুম এবং হুকুকুল এবাদ পালন না করার পরিণাম সম্পর্কে আরো অধিক ভয় করা উচিত। উল্লেখিত ক্ষুদ্র বিষয়েও কোরানের অনেক গুলি আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিষয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি হাদীছ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যাহাতে বুঝা যাইবে যে, কৃপণতা এবং ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করিয়া রাখা কতো মারাত্মক অপরাধ।

## হাদীছ

(১) عن ابى سعيد (رض) قال قال رسول الله (ص) خصلتان لا تجتمعان فى مؤمن البخل وسوء الخلق ٥ (رواه الترمذى - كذا فى المشكوة)

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, দুইটি অভ্যাস মোমেন বান্দার মধ্যে একত্রিত হইতে পারে না, একটি কৃপণতা অন্যটি দুসচরিত্রতা।

**ফায়েদা ঃ** অর্থাৎ কোন ব্যক্তি মোমেন হইয়া কৃপণ হইবে এবং অসৎ চরিত্র হইবে ইহা কিছুতেই মোমেন বান্দার জন্য শোভনীয় নহে। এই ধরনের লোকের ঈমানের ব্যাপারে চিন্তাগ্রস্থ থাকা উচিত। খোদা না করুন এমন হয় যে, তাহারা ঈমানহীন হইয়া পড়িতে পারে। একটি সৌন্দর্য যেমন অন্য সৌন্দর্যকে আকর্ষণ করিয়া থাকে তেমনি একটি দোষ অন্য দোষকে আকর্ষণ করিয়া থকে।

অন্য একটি হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলেন, শোহ্ (কৃপণতার চূড়ান্ত পর্যায়) ঈমানের সহিত যুক্ত হইতে পারে না। এই দুইটির সম্মিলন পরস্পরবিরোধী দুইটি বস্তুর সম্মিলনের মতো। যেমন আগুন ও পানির সম্মিলন। যাহা শক্তিশালী হইবে তাহা অন্যটিকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। যদি পানি শক্তিশালী হয় তবে আগুনকে গ্রাস করিবে আর যদি আগুন শক্তিশালী হয়; তবে পানিকে জ্বালাইয়া ফেলিবে।

এমনিভাবে ঈমান ও কৃপণতা পরস্পর বিরোধী যাহা শক্তিশালী



হইবে তাহা অন্যটিকে ধীরে ধীরে বিলীন করিয়া দিবে।

একটি হাদীছে উল্লেখ আছে যে, এমন একজন গুণী হন নাই যাহার সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা দুইটি অভ্যাস সৃষ্টি করেন নাই। তাহা হইতেছে দানশীলতা ও সচ্চরিত্রতা। (কান্‌জ)

আরেকটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, আল্লাহর কোন এমন অলী নাই যাহাকে দানশীলতায় অভ্যস্ত করা হয় নাই। (কান্‌জ)

ইহা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালার সহিত যদি সম্পর্ক এবং ভালবাসা থাকে তবে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি ব্যয় করিতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই মন চাহিবে। প্রেমাস্পদের আত্মীয় স্বজনের প্রতি অন্তরের টান ভালবাসার উপকরনের অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র সৃষ্টি যখন আল্লাহর পরিবারভুক্ত, এমতাবস্থায় তাহাদের জন্য ব্যয় করিতে অলীর অন্তঃকরণ অবশ্যই চাহিবে। যদি আল্লাহর পরিবারের প্রতি মনের টান গভীর হয় তবে তাহাদের জন্য খরচ করিতে মনের তাকীদ বোধ করিতে থাকিবে, যদি তাকীদ বোধ না করে তবে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে।

(২) عن ابى بكر صديق (رض) قال قال رسول الله (ص) لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان ٥ (رواه الترمذى - كذا فى المشكوة)

অর্থাৎ হজরত 'আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) নবী করীম (ছঃ)-এর বাণী নকল করিয়াছেন যে, ধোকাবাজ, কৃপণ এবং সদকা করিয়া অনুগ্রহের বড়াই করে এমন লোক বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।

**ফায়েদা ঃ** ওলামাগণ বলিয়াছেন যে উপরোক্ত অভ্যাস সম্পৃক্ত কোন লোকই বেহেশতে প্রবেশ করিবে না। যদি কোন মোমেন ব্যক্তির মধ্যে উপরোক্ত কোন বদঅভ্যাস খোদা না খাস্তা থাকিয়া থাকে তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এই দুনিয়াতেই তওবার তওফীক দান করিবেন। যদি তাহা না হয় তবে প্রথমে দোজখে প্রবেশ করিয়া এসব অভ্যাস হইতে পরিশুদ্ধ হওয়ার পর বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু দোজখে প্রবেশ করিতেই হইবে। অল্পসময়ের জন্য হইলেও প্রবেশ করিতে হইবে। অল্প সময়ের জন্য প্রবেশ করাও সহজ ব্যপার নহে। এমনতো নয় যে দুনিয়ার আগুনে অল্প সময়ের জন্য পোড়ানো হইল, ইহা এমন কি ব্যাপার। নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, জাহান্নামের আগু-

www.BANGLAKITAB.com

নের তুলনায় দুনিয়ার আগুন সত্তর ভাগের এক ভাগ উত্তপ্ত। সাহাবাগণ আরজ করিলেন, দুনিয়ার আগুনই বা কম কিসের; এই আগুনইতো যথেষ্ট যন্ত্রণাদায়ক। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, দোযখের আগুন ইহার চাইতে উনসত্তর গুণ অধিক উত্তপ্ত। (মেশকাত)

নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, জাহান্নামে সবচেয়ে কম শাস্তিভোগ কারী সেই ব্যক্তি হইবে যাহাকে শুধু জাহান্নামী আগুনের একজোড়া জুতা পরাইয়া দেওয়া হইবে। সেই আগুনের কারণে তাহার মগজ এমন জোশ মারিবে যেমন নাকি উনুনে হাঁড়ি জোশ মারিয়া থাকে। (মেশকাত)

একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, আল্লাহ পাক আদন নামক বেহেশতকে নিজ কুদরতী হাতে তৈরী করিয়াছেন অতঃপর তাহাকে সুসজ্জিত করিয়াছেন। অতঃপর ফেরেশতাদের আদেশ দিয়াছেন যে উহাতে নহর প্রবাহিত করো এবং ফল ঝুলাইয়া দাও। আল্লাহ তায়ালা অতঃপর সুসজ্জিত বেহেশত প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেন, আমার ইজ্জতের কছম আমার শান শওকতের কছম, আমার আরশের উচচতার কছম তোমার মধ্যে কৃপণ প্রবেশ করিতে পারিবে না। (কানজ)

(২) عن ابى ذر (رض) قال انتهيت الى النبى (ص) وهو جالس فى ظل الكعبة فلما رانى قال هم الا خسرون ورب الكعبة فقلت فداك ابى و امى من هم قال هم الا كثرون مالا الا من قال هكذا من بين يديه و من خلفه و عن يمينه عن شماله و قليل ما هم ○

( متفق عليه - كذا فى المشكوة )

অর্থাৎ হজরত আবুজর (রাঃ) বলেন, আমি একবার নবী করিম (ছঃ) এর নিকট হাজির হইলাম। নবীজী তখন কাবা শরীফের দেয়ালের ছায়ায় ছিলেন। আমাকে দেখিয়া নবীজী বলিলেন, ঐ সব লোক ক্ষতিগ্রস্থ। আমি আরজ করিলাম, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গীত হউন, তাহারা কে? নবীজী বলিলেন, যাদের নিকট অধিক মালামাল রহিয়াছে। (তবে তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ নয় যাহারা) এভাবে (খরচ করে) ডান দিক হইতে বাম দিকে, বামদিক হইতে ডান দিকে। তবে এই ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই কম।

**ফায়েদা** ঃ হজরত আবুজর গেফারী (রাঃ) ছিলেন অন্যতম মোজাহেদ



সাহাবী। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া এই ধরনের কথা বলিয়া প্রকৃতপক্ষে নবী করিম (ছঃ) তাঁহাকে শান্ত্বনা দিয়াছিলেন যে তিনি যেন নিজের দারিদ্র ও অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কথা কখনো মনে না করেন। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং মালামালের আধিক্য প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যাপারই নহে। ইহারা বরং ক্ষতিকর জিনিস। ইহা আল্লাহ তায়ালাকে ভুলাইয়া দেয়। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, দারিদ্রাবস্থা ব্যতিত মানুষ খুব কমই আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে। তবে যাহাদেরকে আল্লাহ পাক তওফীক প্রদান করিয়াছেন তাহারা প্রয়োজনের প্রকৃতি অনুযায়ী চারিদিকে দানের হাত প্রসারিত করিয়া থাকেন। তাহাদের জন্য অর্থ কোন প্রকার ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায় না। কিন্তু নবী করিম (ছঃ) নিজেই বলিয়াছেন যে এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম। সাধারণত দেখা যায়, যাহাদের অধিক অর্থসম্পদ রহিয়াছে তাহারা অন্যায় অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, বিলাসিতায় অর্থ ব্যয় করে, অপ্রয়োজনীয় ও বাহুল্য কাজে অর্থ ব্যয় করে, নাম যশ অর্জনের জন্য অর্থ ব্যয় করে। বিয়ে শাদী, এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে অহেতুক হাজার হাজার টাকা ব্যয় করা হয়। কিন্তু এইসব অর্থ ব্যয় কারীই আল্লাহর পথে খুদাতুর অভাব গ্রস্থদের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। একটি হাদীছে আছে যে, যেইসব লোক পৃথিবীতে অধিক অর্থ সম্পদের অধীকারী, কেয়ামতের দিন তাহারা স্বল্প মূলধনের অধিকারী হইবে, তবে যাহারা বৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করিয়া এইভাবে এইভাবে খরচ করিবে। প্রথম হাদীছের মতোই এইভাবে এইভাবের দ্বারা এদিক সেদিক খরচের কথা দেখানো হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে যেই ব্যক্তি এদিক সেদিক খরচ করে অর্থ সম্পদ তাহার জন্য সৌন্দর্য বাহক। যাহারা কুক্ষিগত করিয়া রাখে অর্থ সম্পদ তাহাদের জন্য সকল প্রকার আপদ ডাকিয়া আনে। অর্থ বিত্তে অধিকারী সেই ব্যক্তিকে অর্থ বিত্ত ধ্বংসও করিয়া দেয়, নিজেও তাহার নিকট হইতে দুরে সরিয়া যায়। অর্থসম্পদ নিজে এমন অভদ্র অসৌজন্যতা প্রদর্শনকারী যে, কোন লোকেই তাহার নিকট হইতে বিদায় না লইয়া কোন প্রকার উপকার করে না।

www.BANGLAKITAB.com



## দাতাও কৃপণের প্রকৃত পরিচয়

(৪) عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله (ص) السخى قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار والجاهل السخى احب الى الله من عابد بخيل ○ (رواه الترمذى)

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, বেহেশতের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী ও দোজখ হইতে দূরে এবং কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ হইতে দূরে বেহেশত হইতে দূরে মানুষ হইতে দূরে এবং দোজখের নিকটবর্তী। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট মূর্খ দানশীল ব্যক্তি কৃপণ ইবাদতকারীর চাইতে উত্তম।

**ফায়েদা ঃ** অর্থাৎ যেই ব্যক্তি অনেক ইবাদত করে দীর্ঘ সময় নফল আদায় করে তাহার চাইতে আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি প্রিয় যে কিনা নফল কম পড়ে কিন্তু দানশীল। আবেদ অর্থ হইতেছে যে ব্যক্তি অধিক নফল আদায় করে। ফরজ আদায় করাতো প্রত্যেকের জন্যই অবশ্য কর্তব্য, দানশীল হোক বা না হোক। ইমাম গাজালী (রহঃ) নফল করিয়াছেন যে, একবার হজরত ইয়াহিয়া ইবনে জাকারিয়া (আঃ) শয়তানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় লোক কে এবং সবচেয়ে ঘৃণিত লোক কে? সে বলিল কৃপণ মোমেন ব্যক্তি আমার নিকট অধিক প্রিয়, আর ফাছেক দানশীল সবচেয়ে ঘৃণিত। কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া শয়তান ব্যক্তি বলিল, কৃপণ তাহার কৃপণতার কারণেই আমাকে নিশ্চিন্ত রাখে, অর্থাৎ তাহার কৃপণতাই তাহাকে দোজখে লইয়া যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ফাছেক দানশীল ব্যক্তি সব সময় আমাকে চিন্তা যুক্ত রাখে। কেননা আমি আশঙ্কা করি যে, দানশীলতার কারণে আল্লাহ ক্ষমা করিয়া না দেন। অর্থাৎ দানশীলতার কারণে আল্লাহ যদি তাহার উপর কখনো সন্তুষ্ট হইয়া পড়েন তাহা হইলে আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহের সমুদ্রে লোকটির জীবন ভর কৃত ফেছক ফুজুর কতোটা মারাত্মক হইবে? তিনি ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন এমতাবস্থায় তাহাকে সমগ্র জীবনের পাপ কাজ করানোর জন্য আমার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

একটি হাদিছে রহিয়াছে যে, যেই ব্যক্তি দান করে সে আল্লাহর



প্রতি পূর্ণ নেক ধারণার কারণেই তাহা করিয়া থাকে আর যেই ব্যক্তি কৃপণতা করে সে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণার বশবর্তী হইয়াই তাহা করে নেক ধারণা এই যে, সে মনে করে যেই মালিক ইহা দান করিয়াছিলেন তিনি পুনরায় দান করার ক্ষমতা রাখেন। এমন লোক আল্লাহর নিকটতর হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ কোথায়? মন্দ ধারণার অর্থ এই যে, সেই লোক মনে করে ইহা যদি শেষ হইয়া যায় তবে পুনরায় কোথা হইতে আসিবে? এ ধরণের লোকের যে আল্লাহর নিকট হইতে দূরে তাহা স্পষ্টতই বোঝা যায়। আল্লাহর ভাণ্ডারকে সীমিত মনে করে। অথচ আল্লাহ তায়লাই তাহার উপার্জনের উপকরণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং সেই উপকরণের দ্বারা উপার্জন না হওয়ার ব্যবস্থাও তিনি করিতে সক্ষম। তিনি যদি না চান তবে দোকানদার হাতে হাত রাখিয়া বসিয়া থাকিবে কৃষক বীজ বপন করিবে কিন্তু ফসল উৎপন্ন হইবে না। এইসব কিছু আল্লাহর দান হওয়া সত্বেও কোথা হইতে আসিবে এ কথার অর্থ কি? কিন্তু মুখে বলিলেও মনে মনে আমরা ইহা বুঝিতে চাই না যে এসব আল্লাহর দান ইহাতে আমাদের কোন কৃতিত্ব নাই। সাহাবাগণ মনে মনে বিশ্বাস করিতেন যে, এইসব আল্লাহর দান, যিনি আজ দিয়াছেন তিনি কালও দিবেন। এ কারণেই সবকিছু খরচ করিতেও তাঁহারা দ্বিধা বোধ করিতেন না।

(৫) عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله (ص) السخاء شجرة فى الجنة فمن كان سخيا اخذ بغصن منها فلم يتركه الغصن حتى يدخله الجنة والشح شجرة فى النار فمن كان شحيحا اخذ بغصن منها فلم يتركه الغصن حتى يدخله النار ○ (مشكوة)

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, দানশীলতা বেহেশতের একটি বৃক্ষ। যে ব্যক্তি দানশীল হইবে সে সেই বৃক্ষের একটি শাখা ধরিবে, সেই শাখার মাধ্যমে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আর কৃপণতা দোজখের একটি বৃক্ষ, যে ব্যক্তি কৃপণ হইবে সে উক্ত বৃক্ষের একটি শাখা ধরিবে, সেই শাখা তাহাকে দোজখে পৌছাইয়া দিবে।

**ফায়েদা ঃ** শোহ্ হইতেছে কৃপণতার চূড়ান্ত পর্যায়। ইতিপূর্বে

www.BANGLAKITAB.com



এই সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। কৃপণতা যেহেতু দোজখের একটি বৃক্ষ, কাজেই যে ব্যক্তি উক্ত বৃক্ষের শাখা ধরিবে সে দোজখে পৌঁছিবে। একটি হাদীছে আছে যে বেহেশতে একটি বৃক্ষ আছে তাহার নাম ছাখা, ছাখাওয়াত ( দানশীলতা ) তাহা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে এবং দোজখে একটি বৃক্ষ আছে তাহার নাম শোহ্। তাহা হইতেই বখীল সৃষ্টি হইয়াছে, বখীল বেহেশতে প্রবেশ করিবে না। ইতিপূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করা হইয়াছে যে শোহ্ হইতেছে কৃপণতার চূড়ান্ত পর্যায়ের নাম। অন্য এক হাদীছে আছে যে, ছাখাওয়াত বেহেশতের বৃক্ষ সমূহের অন্যতম বৃক্ষ, সেই বৃক্ষের শাখা প্রশাখা পৃথিবীতে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। যে ব্যক্তি সেই বৃক্ষের একটি শাখা ধারণ করে সেই শাখা তাহাকে বেহেশতে পৌঁছাইয়া দেয়। কৃপণতা অর্থাৎ বোখল দোজখের একটি বৃক্ষ, সেই বৃক্ষের শাখা পৃথিবীতে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, যে ব্যক্তি তাহার একটি শাখা ধারণ করে সেই শাখা তাহাকে দোজখে পৌঁছাইয়া দেয়। ষ্টেশনগামী সড়ক ধরিয়া চলিতে থাকিলে সেই সড়ক পথচারীকে অবশ্যই ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবে ইহাতো স্বতসিদ্ধ ব্যাপার। এইভাবে উল্লিখিত বৃক্ষের মূল অবস্থানেই পৌঁছাইয়া দিবে।

(৬) عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله (ص) شرما فى الرجل شح هالع وجبن خالع ٥

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট বদঅভ্যাস হইল দুইটি, ধৈর্যহীন কৃপণতা ও প্রাণ উষ্ঠাগতকারী কাপুরুষতা ও ভয়।

**ফায়েদা ঃ** এই দুইটি বদঅভ্যাস সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরানে সতর্ক করিয়াছেন আল্লাহ পাক বলেন।

ان الانسان خلق هلوعا - اذا مسه الشر جزوعا ... ... اولئك فى جنت مكرمون ٥

অর্থাৎ নিশ্চিতই মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে দুর্বল মনা। যখন তাহার অমঙ্গল ঘটে সে অস্থির হইয়া পড়ে। আর যখন তাহার মঙ্গল হয় সে কার্পন্য করিতে থাকে। কিন্তু যে নামাজী স্বীয় নামাজের উপর স্থায়ীভাবে রত থাকে। আর যাহাদের ধন সম্পত্তির মধ্যে হক নির্দিষ্ট আছে যাচক



উপযাচক সকলের জন্য। যাহারা কেয়ামতের সত্যতা স্বীকার করে যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের আজাব হইতে ভীত। নিশ্চয় তাহাদের প্রতিপালকের আজাব অভয়ের বস্তু নহে। এবং যাহারা স্বীয় লজ্জাস্থানকে বাঁচাইয়া রাখে। আপন বিবি বা ধর্ম-সম্মত বাঁদীর উপর ব্যতীত, কেননা ইহা নিন্দনীয় নহে আর যে অভিলাসী হইবে ইহার ব্যতীক্রমের তাহারাই সীমা লংঘনকারী ; যাহারা তাহাদের নিকট রক্ষিত আমানত ও অংগীকার পালনের খেয়াল রাখে, যাহারা স্বীয় নামাজের প্রতি লক্ষ্য রাখে, উহারা বেহেশতের মধ্যে সম্মানিত হইবে। ( মায়ারেজ, রুকু ১ )

ছূরা মোমেনুনে ও প্রায় একই ধরনের বক্তব্য রহিয়াছে। হজরত এমরান ইবনে হোছাইন (রাঃ) বলেন, রাসূলে করীম (ছঃ) আমার পাগড়ির কিনারা ধরিয়া বলিলেন, এমরান আল্লাহ তায়ালা খরচ করাকে খুবই পছন্দ করেন আর কুক্ষিগত করিয়া রাখা অপছন্দ করেন। তুমি খরচ কর এবং লোকদেরকে আহার্য প্রদান করো। কাউকে কোন প্রকার কষ্ট দিয়োনা, যাহাতে তোমার ব্যাপার হইলে কষ্ট দেওয়া হইবে। মনযোগের সহিত শ্রবণ কর, সন্দেহমূলক বিষয়ে বিচক্ষণতাকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন এবং খাহেশাতের সময় পূর্ণ বিবেক পছন্দ করেন, কয়েকটি খেজুর হইলেও দানশীলতা পছন্দ করেন, সাপ বিচ্ছু মারিয়াও যদি সাহসিকতা প্রদর্শন করা হয় সেই সাহসিকতা পছন্দ করেন।

কাজেই সাধারণ ভয়ের বিষয়ে ভয় পাওয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না। যদি মনে ভয় জাগে তবু তাহা দমন করা উচিত।

নবী করিম (ছঃ) এর নিকট হইতে যেইসব দোয়া নকল করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কাপুরুষতা হইতে মুক্ত থাকার জন্যও আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হইয়াছে। ( বোখারী )

(৭) عن ابن عباس (رض) قال سمعت رسول الله (ص) ليس المؤمن بالذى يشبع وجاره جائع الى جنبه ٥

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তি মোমেন নহে যে নিজে পেট ভরিয়া আহার করে অথচ তাহার প্রতিবেশী অভুক্ত অবস্থায় থাকে।

**ফায়েদা ঃ** যেই ব্যক্তির নিকট পেট ভর্তি করিয়া আহার করার

www.BANGLAKITAB.com



মতো খাদ্যদ্রব্য রহিয়াছে অথচ তাহার প্রতিবেশী ক্ষুদায় ছটফট করিতেছে, এমতাবস্থায় তাহার পেট ভরিয়া আহার করা উচিৎ নয় বরং নিজে কম খাইয়া ক্ষুদার্ত প্রতিবেশীকে কিছু আহার্য প্রদান করা উচিত। একটি হাদীছে নবীজী বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তি আমার উপর ঈমান আনয়ন করে নাই যে ব্যক্তি নিজে পেট ভরিয়া খাইয়া রাত্রি যাপন করে অথচ সে জানে যে তাহার প্রতিবেশী তাহার পাশাপাশি অবস্থানে ক্ষুদার্ত অবস্থায় রহিয়াছে। ( তারগীব )

অন্য এক হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন বহু মানুষ নিজের প্রতিবেশীর আঁচল ধরিয়া আল্লাহর নিকট আরজ করিবে যে, হে খোদা! তাহাকে জিজ্ঞাসা কর সে নিজের দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল অথচ নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসও আমাকে প্রদান করে নাই। ( তারগীব )

একটি হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, হে লোক সকল, তোমরা সদকা কর, আমি কেয়ামতের দিন সেই ছদকা প্রদানের সাক্ষ্য দিব। সম্ভবত তোমাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও হইবে যাহারা রাত্রিকালে তৃপ্তির সহিত আহার করার পর খাদ্যদ্রব্য উদ্বৃত্ত থাকে অথচ তাহার চাচাতো ভাই ক্ষুদার্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে। তোমাদের মধ্যে সম্ভবত কিছু লোক এমন থাকিবে যাহারা নিজেদের মালামাল বৃদ্ধি করিতে থাকিবে অথচ তাহার মিসকিন প্রতিবেশী কিছুই উপার্জন করিতে পারিবে না। ( কানজ )

অন্য এক হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, একজন লোকের কৃপণতার জন্য এটা বলাই যথেষ্ট আমি আমার অংশ পুরাপুরি লইব তাহা হইতে কিছু মাত্র ছাড়িব না। ( কানজ )

অর্থাৎ কোন জিনিসের বণ্টনের সময়ে আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশীর নিকট হইতে নিজের অংশ ষোল আনা তুলিয়া লওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকে, সামান্য সামান্য বিষয়েও একগুয়েমী মনোভাব প্রকাশ করে— ইহাও কৃপণতার নিদর্শন। যদি অল্প স্বল্প অন্যের নিকট চলিয়া যায় তবে কি যাহার নিকট হইতে গেল সে ইহাতে মরিয়া যাইবে ?

## একটি বিড়ালকে অনাহারে রাখার পরিণাম

(৮) عن ابى عمر (رض) وابى هريرة (رض) قال قال رسول



الله (ص) عذبت امراة فى هرة امسكتها حتى ماتت من الجوع فلم تكن تطعمها ولا ترسلها فتاكل من خشاش الارض ০

অর্থাৎ ইবনে ওমর (রাঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) উভয়ে নবীজীর বানী নকল করিয়াছেন যে, একজন নারীকে এই কারণে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল যে সে একটি বিড়ালকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল ইহাতে ক্ষুধায় কাতর হইয়া বিড়ালটি মরিয়া গেল। সেই নারী বিড়ালটিকে ছাড়িয়াও দেয় নাই, তাহাকে কিছু খাইতেও দেয় নাই। ছাড়িয়া দিলে ভূ-পৃষ্ঠের অন্য প্রাণী দ্বারা সে নিজের ক্ষুধা নিবারণ করিত।

**ফায়েদা ঃ** যাহারা জীবজন্তু পালন করে তাহাদের দায়িত্ব বড়ই কঠিন। কেননা জীবজন্তু কথা বলিতে পারে না, নিজেদের প্রয়োজনের বিষয় প্রকাশ করিতে পারে না। এমতাবস্থায় তাহাদের পানাহারের বিষয়ে খোজ খবর নেয়া বিশেষ প্রয়োজন। ইহাতে কৃপণতা করার অর্থ হইতেছে নিজেকে আল্লাহর দেয়া আজাবের উপযুক্ত করা। অনেক মানুষের জীবজন্তু পালনের আগ্রহ প্রবল কিন্তু তাহাদের খাদ্য পানীয়ের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে তাহাদের প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হয়। নবী করিম (ছঃ) বিভিন্ন হাদীছে বিভিন্ন ভাবে বলিয়াছেন যে, এইসব জীবের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।

একদা নবী করিম (ছঃ) কোথাও যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে একটি উট দেখিতে পাইলেন। ক্ষুধায় উটটির পেট কোমরের সহিত লাগিয়া গিয়াছিল। নবীজী বলিলেন, তোমরা এইসব ভাষাহীন জীবদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। উহাদের ভালো অবস্থায় উহাদের উপর সওয়ার হইবে এবং ভালো অবস্থায় উহাদিগকে আহার করিবে। নবীজীর অভ্যাস ছিল যে, তিনি এস্তেনজার ( পেশাব ) জন্য জঙ্গলে গমন করিতেন। কোন বাগান বা টীলা ইত্যাদির আড়ালে প্রয়োজন পূরণ করিতেন। একবার এইরূপ প্রয়োজনে একটি বাগানে গিয়াছিলেন, সেখানে একটি উট ছিল, উটটি নবীজীকে দেখিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং তাহার চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। নবীজী উটটির নিকটে গিয়া তাহার কানের গোড়ায় আদর করিলেন। ইহাতে উটটি শান্ত হইল। নবীজী তখন বলিলেন, এই উটটির মালিক কে ? একজন আনসারী আগাইয়া আসিয়া বলিল এটি আমার উট। নবীজী বলিলেন, যেই আল্লাহ

www.BANGLAKITAB.com



তোমাকে এই উটটির মালিক করিয়াছেন তুমি তাঁহাকে ভয় করিতেছ না ? এই উট তোমার নামে নালিশ করিতেছে। তুমি তাহাকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাখ এবং তাহার দ্বারা অধিক কাজ করাও।

অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যে, একবার নবী করিম (ছঃ) একটি গাধা দেখিলেন, তাহার মুখে দাগ দেওয়া হইয়াছিল, নবীজী (গাধার মালিককে) বলিলেন, তুমি এখনো কি জানিতে পারো নাই যে, আমি সেই লোককে লানত করিয়াছি যে কিনা জানোয়ারের মুখে দাগ দেয় অথবা মুখে প্রহার করে। আবু দাউদে এই হাদীছ সঙ্কলন করা হইয়াছে অন্যান্য হাদীছেও জানোয়ারদের দেখাশোনার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন না করার তাগিদ দেওয়া হইয়াছে। জীব জানোয়ারদের ব্যাপারে এতো তাগিদ দেওয়া হইয়াছে, সতর্ক করা হইয়াছে এমতাবস্থায় সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ সম্পর্কে সতর্কতাতো স্পষ্ট ব্যাপার। তাহা যে আরো বেশী ও গুরুত্বপূর্ণ সে কথা না বলিলেও চলে।

নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছিলেন, মানুষের পাপের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তাহার জিম্মায় যাহার রুজী রহিয়াছে তাহা নষ্ট করিয়া দেওয়া। এই কারণে যদি কোন জানোয়ারকে তাহার প্রয়োজন হইতে বিরত রাখা হয় এবং তাহার আহার্যের ব্যাপারে কৃপণতা করা হয় এবং ইহা মনে করা যে কে জানিতে পারিবে কে দেখিবে ? এইরূপ করা নিজের উপর মারাত্মক জুলুম বটে। যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি সব কিছুই জানেন। লেখক সব কিছুরই রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন যতোই গোপন করা হোক না কেন কিছুই অজানা এবং অলিখিত থাকে না। নিজের প্রয়োজনে সওয়ারীর জন্য, কৃষিকাজের জন্য দুধের জন্য বা কোন কাজের জন্য জীবজানোয়ার পালন করিয়া তাহাদের জন্য অর্থব্যয় করিতে প্রাণ ওষ্টাগত হওয়া উচিত নহে।

(৯) عن انس (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يجاء بابن ادم يوم القيمة كانه نزج فيوقف بين يدى الله فيقول له اعطيتك وخولتك وانعمت عليك فما صنعت فيقول يارب جمعته وثمرته وتركته اكثر ما كان فارجعنى اتى به كله فيقول ارنى ما قدمت فيقول



رب جمعته وثمرته وتركته اكثر ما كان فارجعنى اتى به كله فاذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به الى النار - ترمذى

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, কোয়ামতের দিন মানুষকে ভেড়ার শাবকের মতো নিরীহ অবস্থায় আল্লাহর সামনে হাজির করা হইবে। আল্লাহ পাক বলিবেন,

তোমাকে নেয়ামত দিয়াছি তুমি কী শোকর গুজারী করিয়াছ ? বান্দা বলিবে আমি সেই সব অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছি, অনেক বাড়াইয়াছি প্রথমে আমার নিকট যতোটা পরিমাণ ছিল তাহার চাইতে অনেক বাড়াইয়াছি এবং রাখিয়া আসিয়াছি, আপনি আমাকে দুনিয়ায় পাঠাইয়া দিলে আমি সেই সব আপনার কাছে আনিয়া হাজির করিব। আল্লাহ পাক বলিবেন, জীবিতাবস্থায় পরকালের জন্য যাহা প্রেরণ করিয়াছ তাঁহা দেখাও। বান্দা পুনরায় বলিবে, হে প্রতিপালক ! আপনি যতো মালামাল আমাকে দিয়াছিলেন, আমি তাহা অনেক বৃদ্ধি করিয়াছি এবং দুনিয়ায় রাখিয়া আসিয়াছি, আপনি যদি আমাকে দুনিয়ায় পাঠাইয়া দেন তবে আমি সেই সব লইয়া আসিব। যেহেতু তাহার নিকট ইহলৌকিক জীবনে পরকালের জন্য প্রেরীত কোন কিছুই থাকিবে না একারণে তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।

**ফায়েদা ঃ** আমরা কৃষিকাজ ব্যবসা বাণিজ্য এবং অন্যান্য উপায়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া একারণেই অর্থোপার্জন করি যাহাতে সেই অর্থ সম্পদ প্রয়োজনের সময় কাজে আসে। তখন কি প্রয়োজন দেখা দিবে কে জানে ? যখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনের সময় আসিবে তখন অর্থের তীব্র প্রয়োজন দেখা দিবে, সেই প্রয়োজনের সময় শুধু দুনিয়ার জীবনে খোদায়ী ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থ সম্পদ পুরাপুরি নিরাপদ থাকিবে এবং যথাবিহিত ফেরততো দেওয়া হইবেই উপরন্তু আল্লাহ তায়ালা সেই সঞ্চয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। কিন্তু খুব কম লোকেই সে দিকে মনোযোগ দিয়া থাকে অথচ দুনিয়ার এ জীবন যতো দীর্ঘই হোক না কেন একদিন তাহা শেষ হইয়া যাইবে সেটা অবধারিত সত্য। দুনিয়াবী জীবনে নিজের কাছে অর্থ সম্পদ না থাকিলেও শ্রমের সাহায্যে কম বেশী অর্থোপার্জন করা যায় কিন্তু আখে-

www.BANGLAKITAB.com



রাতের জীবনে তো অর্থ উপার্জনের কোনই উপায় নাই সেখানে ইহকালে প্রেরিত অর্থ সম্পদ শুধু কাজে আসিবে। একটি হাদিছে নবীজী (ছঃ) বলিয়াছেন, আমি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিয়া উহার দুই পাশে সোনালী অক্ষরে তিনটি পংতি লিখিত দেখিলাম, একটি পংতিতে লেখা ছিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাছূলুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নাই মোহাম্মদ (ছঃ) আল্লাহর রাছূল)। অন্য পংতিতে লেখা ছিল মা কাদ্দামনা অজাদনা অমা আকালনা রাবেহনা, অমা খালাফনা খাছারা না (যাহা কিছু আমরা সামনে পাঠাইয়াছি তাহা পাইয়াছি, পৃথিবীতে যাহা খাইয়াছি তাহা ছিল লভ্যাংশের অন্তর্ভুক্ত, যাহা কিছু রাখিয়া আসিয়াছি তাহা ছিল ক্ষতির অন্তর্ভুক্ত)। তৃতীয় পংতিতে লেখা ছিল উম্মাতুন মোজনেবাতুন অরাব্বুন গাফুর (উম্মত গুনাহগার এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল)।

প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখিত কোরানের আয়াতে বলা হইয়াছে সেদিন ব্যবসা বাণিজ্য, বন্ধুত্ব সুপারিশ করিবে না। সেই অধ্যায়ের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি ইহা দেখিয়া লউক, আগামী-কালের জন্য সে কি প্রেরণ করিয়াছে।

একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, মানুষ মরিয়া গেলে ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি নিজের আমলনামায় কি সঞ্চয় করিয়াছ? আগামী কালের জন্য কি পাঠাইয়াছ? অথচ মানুষ বলাবলী করে যে কি কি মালামাহ রাখিয়া গিয়াছে। (মেশকাত)

## নিজের মাল ও ওয়ারিশানের মালের প্রকৃত পরিচয়

একটি হাদীছে রহিয়াছে নবী করিম (ছঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমা-দের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে আছে, যে ওয়ারিশের মালামাল তাহার কাছে নিজের চাইতে অধিক প্রিয়? সাহাবাগণ আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাছুল; আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যাহার কাছে নিজের চাইতে ওয়ারিশের মালামাল অধিক প্রিয়! অর্থাৎ নিজের মালামালই অধিক প্রিয়! নবীজী তখন বলিলেন, তাহাই হইতেছে একজন লোকের নিজের মাল যাহা সে সামনে পাঠাইয়াছে। আর যাহা কিছু ইহলৌকিক জীবনে রাখিয়া আসিয়াছে তাহা তাহার মাল নয়, সেই সব তাহার ওয়ারিশদের মাল। (মেশকাত)



অন্য এক হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, মানুষ বলে, আমার মাল আমার মাল অথচ তাহার মালামালের মধ্য হইতে তাহার জন্য শুধু তিনটি জিনিস রহিয়াছে, যাহা খাইয়া শেষ করিয়াছে, যাহা পরিধান করিয়া পুরনো করিয়াছে আর যাহা আল্লাহর নিকটে নিজের জন্য জমা করিয়াছে। ইহা ছাড়া যাহা রহিয়াছে সেইসব মালামাল ও অর্থ সম্পদ তাহার সেইসব ওয়ারিশের জন্য যাহাদের জন্য উহা ছাড়িয়া যাইবে। (মেশকাত)

মজার ব্যাপার হইতেছে মানুষ প্রায়ই এমন লোকদের জন্য সঞ্চয় করে, পরিশ্রম করে, বিপদ সহ্য করে, দুঃখকষ্ট ভোগ করে যাহাদেরকে স্বেচ্ছায় সে এক পয়সাও দিতে চায় না অথচ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাওয়ার পর তাহার মৃত্যু হইলে তাহারাই সেই মালামালের ওয়ারিশ হইয়া যায়। আরতাত ইবনে ছাহিয়া (রাঃ) ইন্তেকালের সময়ে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন সেই কবিতার তরজমা এই যে,

মানুষ বলিতেছে আমি অনেক মালামাল সঞ্চয় করিয়াছি কিন্তু অধিকাংশ উপার্জনকারী অন্যদের জন্য আর্থাৎ ওয়ারিশদের জন্য সঞ্চয় করে। জীবদ্দশায় সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তন্ন তন্ন করিয়া খরচের হিসাব নেয় কিন্তু পরবর্তী সময়ে এমন লোকদের ভোগ ব্যবহারের জন্য সেই সব মালামাল রাখিয়া যায় যাহাদের নিকট হইতে হিসাবও নিতে পারে না যে কোথায় কোথায় কিভাবে তাহার এতো শ্রমের ও এতো সাধের অর্থ বিত্ত—মালামাল খরচ হইল। নিজের জীবদ্দশায় খাও, খাওয়াও আর কৃপণ ওয়ারিশদের নিকট হইতে কাড়িয়া লও। মানুষ নিজে তো মৃত্যুর পর বেকার হইয়া যায়, তাহার উত্তরাধিকারীরা নিজেদের প্রাপ্ত ধনসম্পদের ক্ষেত্রে তাহাকে মনে রাখে না, অন্য লোক তাহারই অর্থসম্পদ খরচ করে ভোগ ব্যবহার করে। নিজে বঞ্চিত থাকিয়া অন্য লোকদের ইচ্ছানুযায়ী খরচ করিবার সুযোগ করিয়া দেয়। (এতহাফ)

একটি হাদীছে উপরের হাদীছে উল্লেখিত কিস্‌সা অন্যভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। নবী করিম (ছঃ) একবার সাহাবাদের জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের মধ্যে কি এমন কেহ আছে যাহার নিকট নিজের মাল নিজের ওয়ারিশের মালের চাইতেও অধিক প্রিয়? সাহাবাগণ আরজ করিলেন যে, হুজুর, প্রত্যেক লোকইতো এরূপ, প্রত্যেকের কাছেই ওয়ারিশের মালের চাইতে নিজের মাল অধিক প্রিয়। নবীজী তখন বলিলেন

www.BANGLAKITAB.com

ভাবিয়া বল, দেখ কি বলিতেছ! সাহাবাগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাছুল আমরাতো এরূপই মনে করি যে নিজের মালই আমাদের কাছে অধিক প্রিয়। নবীজী বলিলেন; তোমাদের মধ্যে একজনও এমন নাই যাহার কাছে ওয়ারিশের মাল নিজের মালের চাইতে অধিক প্রিয় নয়। সাহাবাগণ বলিলেন, তাহা কিভাবে?

নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, তোমাদের মাল তাহাই যাহা তোমরা পর কালের জন্য প্রেরণ করিয়া থাক, আর ওয়ারিশদের মাল তাহা যাহা তোমরা পশ্চাতে রাখিয়া যাও। (কানজ)

এখানে প্রনিধানযোগ্য যে ওয়ারিশদের বঞ্চিত করিবার জন্য এইসব খবনা উল্লেখ করা হইতেছে না। নবী করিম (ছঃ) নিজেও এব্যাপারে সতর্ক করিয়াছেন। হযরত সাদ এবনে আবি ওকাছ (রাঃ) মক্কা বিজয়ের সময় এতো মারাত্মক অসুখে পড়িয়াছিলেন যে তাঁহার বাঁচিবার আশা ছিল না। নবীজী তাহাকে দেখিবার জন্য রোগ শয্যার কাছে গেলে সা'দ (রাঃ) বলিলেন, হুজুর আমার নিকট অনেক মালামাল রহিয়াছে অথচ আমার ওয়ারিশ শুধু আমার একমাত্র কন্যা। আমার ইচ্ছা হয় আমি সব মালামাল সম্পর্কে অছিয়ত করিয়া যাই। (অর্থাৎ একমাত্র কন্যার ভরণ পোষনের দ্বায়িত্ব তো তাহার স্বামীর উপর ন্যাস্ত, এমতাবস্থায় আমি অন্য ভাবে মালামাল খরচের অছিয়ত করিতে চাই। নবী করিম (ছঃ) সা'দকে (রাঃ) নিষেধ করিলেন। সা'দ (রাঃ) দুই তৃতীয়াংশের জন্য। অছিয়তের অনুমতি চাহিলে নবীজী তাহাও নিষেধ করিলেন। অতঃপর অর্ধেক মালামালের আবেদনও মঞ্জুর করিলেন না! এবং বলিলেন, এক তৃতীয়াংশও অনেক বেশী, তুমি ওয়ারিশদের দরিদ্রাবস্থায় রাখিয়া যাওয়ার চাইতে তাহাদের ধনী অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া উত্তম, কেননা দরিদ্রাবস্থায় রাখিয়া গেলে তাহারা অন্যের সামনে হাত প্রসারিত করিবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যাহা কিছু ব্যয় করা হইবে তাহাতেই সওয়াব পাওয়া যাইবে। এমনকি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি এক লোকমা অন্ন স্ত্রীকে দেওয়া হয় তাহাতেও সওয়াব পাওয়া যাইবে। (মেশকাত)

হাফেজ ইবনে হাজার (রঃ) বলেন, পূর্বোক্ত হাদীছে যে বলা হইয়াছে তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যাহার কাছে ওয়ারিশের মালামাল উত্তম তাহা এই হাদীছের পরিপন্থী। কেননা হাদীছের উদ্দেশ্য



হইতেছে নিজের সুস্থতা এবং প্রয়োজনের সময়ে সদকা করার তাকীদ দেয়া। আর হজরত সা'দ (রাঃ) এর ঘটনাতো মৃত্যু শয্যায় সমগ্র অথবা আংশিক মালামাল অছিয়ত করাই উদ্দেশ্য। (ফতেহ)

আমার মনে হয় যে ওয়ারিশদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অছিয়ত করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ স্বরূপ। রাছুলে মাকবুল (ছঃ) বলিয়াছেন, কোন কোন নারী পুরুষ আল্লাহর অনুগত জীবনের ষাটটি বছর কাটাইয়া দেয় অথচ মৃত্যুর সময়ে ওছিয়তের ক্ষেত্রে এমন ক্ষতি করে যে জাহান্নামের আগুন তাহাদের জন্য অবধারিত হইয়া যায়। অতঃপর নবীজীর এ বাণীর সমর্থনে হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ছুরা নেছার একটি আয়াত তেলাওয়াত করিলেন। আয়াতটির অর্থ হইতেছে, আল্লাহ পাক তোমাদিগকে সন্তান সন্ততি সম্পর্কে বলিয়া রাখিয়াছেন। (আয়াতের শেষ পর্যন্ত) এই আয়াতের মূল তাৎপর্য এই যে, উপরের আয়াতে ওয়ারিশদের মালামাল বন্টনের যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে তাহা অছিয়ত অনুযায়ী মালামাল পরিশোধের পর। যদি মৃত ব্যক্তির দায়িত্বে কাহারো ঋণ থাকিয়া থাকে তবে ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া তাহা পরিশোধের পর দেখিবে যেন ওয়ারিশদের কষ্ট না দেয়া হয় বা তাহাদের ক্ষতি করা না হয়।

একটি হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে কেহ ওয়ারিশের মীরাছ কর্তন করিবে আল্লাহ তায়া'লা তাহার মীরাছ বেহেশত হইতে কর্তন করিবেন। (মেশকাত)

কাজেই নিজের জীবদ্দশায় সুস্থ সময়ে আল্লাহর পথে সর্বাধিক পরিমাণ ব্যয় করা কর্তব্য। ইহাতে নিজের মৃত্যু আগে হইবে নাকি ওয়ারিশের মৃত্যু আগে হইবে, কে কে ওয়ারিশ হইবে এসব চিন্তা মনকে আছন্ন করিতে পারিবে না। জীবদ্দশায় এবং সুস্থ থাকার সময়েই অছিয়ত করিতে হইবে, ওয়াকফ করিয়া যাইতে হইবে এবং কিভাবে পুণ্য সঞ্চয় করা যায় সেই চিন্তাকে প্রাধান্য দিতে হইবে। জীদ্দশায় কৃপণতা করিয়া মৃত্যুর সময়ে দানশীল হইবার প্রচেষ্টা কিছুতেই সমীচীন নহে। ইতিপূর্বে নবীজীর হাদীছ উল্লেখ হইয়াছে যে সুস্থ অবস্থায় সদকা করাই উত্তম সদকা, মৃত্যুর সময় সদকা উত্তম নহে। কেননা মৃত্যুর সময়ে বন্টনের ব্যবস্থা করার পূর্বেই প্রকৃত পক্ষে মালামাল অন্যের অর্থাৎ ওয়ারিশদের মালিকানায় চলিয়া যায়।

www.BANGLAKITAB.com



কাজেই অছিয়ত এবং আল্লাহর পথে খরচের ব্যাপারে এরূপ ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য থাকা চলিবে না যে অমুক না জানি ওয়ারিশ হইয়া যায়। বরং ইহাও উদ্দেশ্য থাকিতে হইবে নিজের প্রয়োজন পুরণ করিয়া নিজের পারলৌকিক সঞ্চয় নিশ্চিত করা। ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছা ও নিয়তের বিরাট গুরুত্ব রহিয়াছে! নবীজীর বিখ্যাত একটি হাদীছে রহিয়াছে যে, নিয়তের উপরই যাবতীয় আমলের ফলাফল নির্ভর করিবে। নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আদায় করিলে এতো বেশী সওয়াব হইবে যে অন্য কোন ইবাদত তাহার হমতুল্য হইবে না। এই নামাজই যদি অহংকার প্রকাশের জন্য লোক দেখানোর জন্য আদায় করা হয় তাহা হইলে তাহা শেরেকের পর্যায়ভুক্ত হইয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধে পরিণত হইবে। এ কারণে নিয়তের ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নিজের প্রয়োজনের সময় কাজে আসিবার উদ্দেশ্যকে বিশুদ্ধ রাখিতে হইবে।

সর্বপ্রথম নিজের নফছকে নছিহত করিতেছি। অতঃপর বন্ধু বান্ধবদেরকে নছিহত করিতেছি। আল্লাহর ব্যাঙ্কে যাহা সঞ্চয় করা হইবে তাহাই সঙ্গে যাইবে, তাহা ছাড়া সঞ্চয় করিয়া ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া যাহা রাখিয়া যাইবে তাহা কোন্ কাজে আসিবে না। তবে কেহ কেহ যে মনে করিবে তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। নিজের কৃতকাজই শুধু নিজের কাজে আসিবে আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজনের ভালোবাসার সারমর্ম হইল দুই চারদিন হায় হায় করা এবং অনর্থক কিছু অশ্রুবর্ষণ। যদি অশ্রুবর্ষণে টাকা পয়সা খরচ করিতে হইত তবে তাহাও তাহারা করিত না। সন্তান সন্ততির কল্যাণের জন্য টাকা পয়সা ধন-সম্পদ রাখিয়া যাইতেছি এইরূপ মনে করা নফ্ছের ধোকা ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করিয়া উত্তরাধিকারীদের জন্য রাখিয়া যাওয়াই শুধু তাহাদের কল্যাণ করা নহে বরং ইহাতে অকল্যাণের আশঙ্কা থাকিয়া যায়। যদি সন্তানদের প্রকৃত কল্যাণ সাধনই উদ্দেশ্য থাকে তবে তাহাদেরকে বিত্তশালী রাখিয়া যাওয়ার চাইতে দ্বীনদার অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া অধিক উত্তম। দ্বীনের জ্ঞান না থাকিলে অর্থ সম্পদও তাহাদের নিকট অবশিষ্ট থাকিবে না বরং আমোদ আহলাদে তাহা খরচ করিয়া ফেলিবে। যদি অবশিষ্ট থাকেও তবু তাহাতে



তাহাদের কোন কল্যাণ সাধিত হইবে না। পক্ষান্তরে দ্বীনের জ্ঞানের সহিত যদি অর্থ সম্পদ নাও থাকে তথাপি দ্বীনের জ্ঞান চলার পথে তাহাদের বিরাট কাজে আসিবে। মালামাল অর্থ সম্পদের মধ্যে শুধু তাহাই কাজে আসিবে যাহা পরকালের জন্য সঙ্গে লইয়া যাইবে।

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা দুইজন ধনী ও দুইজন নির্ধন ব্যক্তিকে মৃত্যু দিলেন। অতঃপর একজন ধনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নিজের জন্য কি প্রেরণ করিয়াছ, নিজের পরিবার পরিজনের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? লোকটি জবাবে বলিল, হে আল্লাহ আমাকে তুমি সৃষ্টি করিয়াছ তাহাদেরও তুমি সৃষ্টি করিয়াছ এবং প্রত্যেক ব্যক্তির রুজির দায়িত্ব তুমি নিজে গ্রহণ করিয়াছ এবং তুমি কোরানে বলিয়াছ যে তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহকে উত্তম কর্জ প্রদান করে। তোমার এই আয়াতের প্রেক্ষিতে আমি নিজের মালামাল পরকালের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছি, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে তুমি আমার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই রিজিক প্রদান করিবে। আল্লাহ বলিবেন আচ্ছা যাও, তুমি যদি (দুনিয়ায়) জানিতে আমার নিকট তোমার জন্য কি কি রহিয়াছে তাহা হইলে খুব বেশী খুশী থাকিতে এবং দুশ্চিন্তা গ্রস্থ কম হইতে। অতঃপর দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিজের জন্য কি পাঠাইয়াছ আর পরিবার পরিজনের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? লোকটি জবাবে বলিল, হে আল্লাহ! আমার সন্তান সন্ততি ছিল, তাহাদের দুঃখকষ্ট এবং দারিদ্রের জন্য আমি আশঙ্কিত ছিলাম। আল্লাহ বলিবেন আমি কি তোমাকে এবং তাহাদেরকে সৃষ্টি করি নাই, আমি কি সবার রিজিকের দায়িত্ব গ্রহণ করি নাই? লোকটি বলিল, হে আল্লাহ তাহাতো অবশ্যই, কিন্তু আমি তাহাদের দারিদ্রের আশঙ্কা করিয়াছিলাম। আল্লাহ বলিবেন তাহারা তো দারিদ্রের মধ্যে নিপতিত রহিয়াছে তুমি কি তাহাদেরকে রক্ষা করিতে পারিয়াছ? আচ্ছা যাও তুমি যদি জানিতে তোমার জন্য কি কি রহিয়াছে তাহা হইলে তুমি কম হাসিতে এবং অধিক কাঁদিতে। অতঃপর একজন নির্ধন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি নিজের জন্য কি জমা করিয়াছ আর পরিবারের জন্য কি রাখিয়াছ? লোকটি বলিল, হে আল্লাহ আপনি আমাকে সুস্থ সবল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাকে কথা

www.BANGLAKITAB.com



বলার শক্তি দিয়াছেন, আপনার পবিত্র নাম শিখাইয়াছেন, আপনি আমাকে ধন সম্পদ প্রদান করিলে আশঙ্কা ছিল যে আমি তাহাতে লিপ্ত হইয়া থাকিতাম। আমি যে অবস্থায় ছিলাম তাহাতেই সন্তুষ্ট। আল্লাহ বলিলেন, যাও আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। যদি তুমি জানিতে যে তোমার জন্য আমার কাছে কি রহিয়াছে তবে খুব বেশী হাসিতে এবং কম কাঁদিতে। অতঃপর দ্বিতীয় নির্ধন ব্যক্তিকে আল্লাহ জিজ্ঞসা করিলেন, তুমি নিজের জন্য কি পাঠাইয়াছ আর পরিবারের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? লোকটি জবাবে বলিল, হে আল্লাহ তুমি আমাকে কি এমন দিয়াছ যে এমন প্রশ্ন করিতেছ? আল্লাহ পাক বলিলেন, আমি তোমাকে সুস্থসবল দেহ ও বাকশক্তি প্রদান করি নাই? কান চোখ প্রদান করি নাই? কোরানে কি আমি বলি নাই আমার কাছে দোয়া করো আমি সেই দোয়া কবুল করিব? লোকটি বলিল হে আল্লাহ নিঃসন্দেহে এসবই সত্য কিন্তু আমি ভুল করিয়াছি। আল্লাহ বলিলেন, যাও আজ আমি তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছি। যদি তুমি জানিতে যে আমার কাছে তোমার জন্য কি কি আজাব রহিয়াছে তবে তুমি খুব কম হাসিতে এবং অধিক কাঁদিতে। (কানজ)

## অধিক মুনাফার আশায় খাদ্যদ্রব্য জমা করিয়া রাখার পরিণাম

(১০) عن عمر (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ০

অর্থাৎ হজরত ওমর (রাঃ) নবী করিম (ছঃ) এর বাণী বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি বাহির হইতে রিজিক আনে তাহাকে রুজি প্রদান করা হয় আর যে ব্যক্তি আটক করিয়া রাখে সে অভিশপ্ত। (মেশকাত)

**ফায়েদা ঃ** ফকীহ আবুল লায়েছ সমরকন্দী বলেন, বাহির হইতে আনয়নের অর্থ হইল ব্যবসার উদ্দেশ্যে অন্য শহর হইতে খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া সেই সব (অল্প দামে) বিক্রয় করে। এরূপ বিক্রয়কারী ব্যবসায়ীকে সেই ব্যবসায়ের দ্বারা রিজিক প্রদান করা হয়। কেননা জনসাধারণ এ ধরণের ব্যবসায়ীর দ্বারা লাভবান হইয়া থাকে। তাহারা ব্যবসায়ীকে দোয়া করে, সেই দোয়া ব্যবসায়ীর পক্ষে কবুল হয়। আটক রাখা দ্বারা সেই ব্যক্তির কথা বোঝানো হয় যে ব্যক্তি অধিক মূল্যে এবং জনগণের প্রয়োজনের তীব্রতা সত্বেও সেসব বিক্রয় করে না।



তাহার প্রতি অভিশাপ। অর্থাৎ লোভের বশবর্তী হইয়া অধিক মুনাফার আশায় নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী মজুদদারকে নবী করিম (ছঃ) এর পক্ষ হইতে অভিশাপ দেওয়া হইয়াছে।

অন্য এক হাদীছে নবী করিম (ছঃ) এর বাণী নকল করা হইয়াছে যে, যেই ব্যক্তি চল্লিশ দিন যাবত মুসলমানদের খাদ্য দ্রব্য আটকাইয়া রাখে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কুষ্ঠরোগে এবং দারিদ্রাবস্থায় নিপতিত করেন। (মেশকাত) এই হাদীছ দ্বারা বোঝা যায় যেই ব্যক্তি মুসলমানদের কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে খাদ্য দ্রব্য আটকাইয়া রাখে তাহাকে শারীরিক শাস্তি অর্থাৎ কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত করা হয়। এবং দরিদ্র করিয়া আর্থিক কষ্ট ও প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে অন্য হাদীসে উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অন্য শহর হইতে খাদ্য দ্রব্য আনিয়া কম মূল্যে বিক্রয়কারীকে আল্লাহ রুজি প্রদান করিয়া থাকেন।

একটি হাদীছে আসিয়াছে খাদ্য দ্রব্য যে ব্যক্তি আটকাইয়া রাখে সে এমন মন্দ লোক যে মূল্য কমিয়া গেলে তাহার কষ্ট হয় অথচ মূল্য বৃদ্ধি পাইলে সে খুশী হয়। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে চল্লিশ দিন যাবত যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য মওজুদ রাখে প্রয়োজন সত্বেও বিক্রি করে না তারপর যদি সে তাহার মওজুদকৃত খাদ্য দ্রব্য জনগণের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতারণ করিয়া দেয় তবুও তাহার পাপের কাফ্ফারা হইবে না। (মেশকাত)

একটি হাদীছে রহিয়াছে পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে এক বুজুর্গ ব্যক্তি একটি বালুর টিলা অতিক্রম করিয়া কোথাও যাইতেছিলেন। সেই সময় খাদ্য দ্রব্যের অভাব চলিতেছিল। বুজুর্গ ব্যক্তি মনে মনে বলিলেন, এ বালুর টিলা যদি খাদ্য দ্রব্যের স্তুপ হইত তবে আমি তাহা হইতে বনি ইসরাঈলদের মধ্যে ইচ্ছা মতো বণ্টন করিয়া দিতাম, আল্লাহ তায়ালা সেই সময়ের নবীর কাছে ওহী প্রেরণ করিলেন যে অমুক বুজুর্গ ব্যক্তিকে সুসংবাদ দাও যে আমি তাহার আমল নামায় সেই পরিমাণ পুণ্য লিখিয়া দিয়াছি যেই পরিমাণ পুণ্য তুমি ঐ বালুর টিলা খাদ্য শস্য হইতে জগতবাসীর মধ্যে বিতরণ করিয়া লাভ করিতে। (তাম্বীহুল গাফেলীন)

আল্লাহর দরবারে পুণ্যের কোন কমতি নাই, বিনিময়ে পুণ্য প্রদানের জন্য তাঁহার কোন সঞ্চয়ের বা আমদানীর বা উপার্জনের প্রয়োজন হয় না। তাহার একটি মাত্র ইশারার মধ্যে সমগ্র জগতের শষ্য ভাণ্ডার,

www.BANGLAKITAB.com



কাজেই তিনি মানুষের আমল এবং নিয়তের পরিচ্ছন্নতাই শুধু দেখিয়া থাকেন। আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করে তাহার প্রতি রহমত করিতে তাঁহার দরবারে কোন প্রকার কার্পণ্য করা হয় না।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর কাছে আসিয়া এক ব্যক্তি আরজ করিল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন তোমাকে ৬টি বিষয়ে উপদেশ দিতেছি। প্রথমত সেই সব বিষয়ে আল্লাহর প্রতি ভরসা ও নির্ভরতা রাখিবে যেই সব বিষয়ের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত আল্লাহর ফরজ সমূহ সঠিক সময়ে আদায় করিবে। তৃতীয়ত জিহবাকে সব সময় আল্লাহর জেকেরে সিক্ত রাখিবে। চতুর্থত শয়তানের কথা কখনো পালন করিবে না সে সমগ্র সৃষ্টির প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। পঞ্চমত দুনিয়াকে আবাদ করার ব্যাপারে মনযোগী হইও না ইহাতে পরকালকে নষ্ট করা হইবে। ষষ্ঠত মুসলমাদের কল্যাণের কথা সব সময় মনে রাখিবে।

ফাকীহ আবুল লাইস (রঃ) বলেন, মানুষের সৌভাগ্যের ১১টি নিদর্শন রহিয়াছে এবং তাহাদের দুর্ভাগ্যের ও ১১টি নিদর্শন রহিয়াছে। সৌভাগ্যের নিদর্শন সমূহ হইতেছে (১) দুনিয়ার প্রতি নিরাশক্ততা আখেরাতের প্রতি আশক্তি (২) ইবাদত এবং কোরান তেলাওয়াতের আধিক্য (৩) বাহুল্য কথা পরিত্যাগ করা (৪) সময়মত সুষ্ঠু ভাবে নামাজ আদায় করা (৫) অবৈধ জিনিষ যতই ক্ষুদ্র হোক তাহা হইতে আত্মরক্ষা করা (৬) পূণ্য শীল ব্যক্তিদের সান্নিধ্য গ্রহণ (৭) বিনয়ী থাকা অহংকার না করা (৮) দানশীল এবং দয়ালু হওয়া (৯) আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন (১০) সৃষ্ট জীব সমূহের কল্যাণ সাধন (১১) মৃত্যুর কথা সর্বধিক চিন্তা করা। দুর্ভাগ্যের নিদর্শন সমূহ হইতেছে এই (১) অর্থ সম্পদ সঞ্চয়ের লোভ (২) দুনিয়ার সাধ অহ্লাদ এবং খাহেশাতে মনোনিবেশ (৩) অশ্লীল কথাবর্তা এবং বেশী কথা বলা (৪) নামাজ আদায়ে অলসতা (৫) অবৈধ এবং সন্দেহ মূলক জিনিস আহার করা, এবং পাপাসিক্ত লোকদের সহিত মেলা মেশা (৬) দুশ্চরিত্র হওয়া (৭) অহংকারী হওয়া (৮) মানুষের কল্যাণ সাধনে বিরত থাকা (৮) মুসলমানদের প্রতি দয়া না করা (১০) কৃপণ হওয়া (১১) মৃত্যুকে ভূলিয়া থাকা। (তাম্বীহুল গাফেলীন)



আমার মনে হয় এসব কিছুর মূল হইতেছে মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা। সব সময় মৃত্যুর কথা স্মরণ করিলে প্রথমোক্ত ১১টি অভ্যাস আপনা আপনি গড়িয়া উঠিবে এবং পরবর্তী ১১টি আভ্যাস হইতে নিষ্কৃতি লাভ সম্ভব হইবে।

নবীকরিম (ছঃ) নির্দেশ দিয়াছেন যে, লজ্জত সমূকে বিলীনকারী মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো।

(১১) عن انس (رض) قال توفى رجل من الصحابة فقال رجل ابشر بالجنة فقال رسول الله صلى عليه وسلم اولا تدرى لعله تكلم فيما لا يعنيه او بخل بما لا ينقصه ٥

অর্থাৎ হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, একজন সাহাবীর মৃত্যু হইলে একজন লোক বাহ্যিক অবস্থা বিচারে তাঁহাকে বেহেশতী বলিয়া আখ্যায়িত করিলেন। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, তুমি কি করিয়া জানিবে-এমন ও হইতে পারে যে কখনো সে কোন বেহুদা কথা বলিয়াছে অথবা এমন বিষয়ে কৃপণতা করিয়াছ যাহাতে তাহার ক্ষতি হইতে পারে।

(মেশকাত)

**ফায়েদা ঃ** অর্থাৎ এইসব জিনিস প্রাথমিক ভাবে বেহেশতে যাওয়ার পথে অন্তরায় হইতে পারে। অথচ বাহুল্য কথায় সময় নষ্ট করা আমাদের প্রিয় নেশার অন্তর্গত। খুব কম সংখ্যক সমাবেশই এই ধরনের আলাপ আলোচনা হইতে মুক্ত থাকে। কিন্তু নবী করীম (ছঃ) মাত্র তেইশ বছর সময়ে বিশ্বের সকল মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিয়া গিয়াছেন। উম্মতের জন্য তাঁহার ভালোবাসা ছিল অসামান্য। তিনি বলিয়াছেন যে, মজলিসের কাফফারা হইতেছে এই দোয়া, মজলিস শেষ হইলে এই দোয়া পড়িতে হইবে।

سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ٥

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, সকল প্রশংসা তাঁহারই, হে আল্লাহ তুমি পবিত্র হে আল্লাহ সকল প্রশংসা তোমার প্রাপ্য সাক্ষ্য দিতেছি যে তুমি ব্যতীত কোন উপাশ্য নাই তোমার কাছেই ক্ষমা প্রর্থনা করিতেছি তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করিতেছি।

উপরোল্লিখিত হাদীছে কৃপণতার কথা বলা হইয়াছে। হয়তো

www.BANGLAKITAB.com



এমন বিষয়ে কৃপণতা করা হইয়াছে যাহাতে কোন ক্ষতি হইয়া গিয়াছে অন্য একটি হাদীছে কাহিনী একটু অন্য ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। নবীজী সেই খানে বলিয়াছেন হয়তো কোন অর্থহীন বিষয়ে কৃপণতা করিয়াছে। ( কান্‌জ )

আমরা অনেক কিছুকেই সাধারণ অর্থাৎ গুরুত্বহীন মনে করিয়া থাকি কিন্তু আল্লাহর দরাবারে পুণ্য ও পাপ উভয় ক্ষেত্রেই হয়তো তাহার বিরাট গুরুত্ব রহিয়াছে বোখারী শরীফে একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন এমন কথা অনেক সময় উচ্চারণ করে যাহাকে তেমন একটা গুরুত্ব দেয় না কিন্তু সেই কথার কারণে আল্লাহর দরবারে তাহার উচ্চ মর্যাদা লাভ হইয়া থাকে। আবার এমন কথা অনেক সময় মুখে উচ্চারণ করে আল্লাহ পাক যেই কথায় অসন্তুষ্ট হন এবং সেই কথার কারণে আল্লাহ তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করেন। অন্য এক হাদীছে আছে যে এতো নীচে নিক্ষেপ করা হয় যে সেই দূরত্ব মাশরেক হইতে মাগরেবের (পূর্বদিক হইতে পশ্চিম দিক) সমতুল্য। ( মেশকাত )

উম্মুল মোমেনীন হজরত উম্মে সালমার (রাঃ) নিকট একজন লোক এক টুকরা গোশত (রান্না করা) হাদীয়া স্বরূপ প্রদান করিল। যেহেতু নবীজী গোশত খুবই পছন্দ করিতেন এ কারণে উম্মে সালমা (রাঃ) খাদেমকে বলিলেন, ইহা ভিতরে তুলিয়া রাখ নবীজী আসিয়া হয়তো আহার করিবেন। খাদেমা তাহা ভিতরের একটি তাকে রাখিয়া দিল। অল্পক্ষণ পর একজন ভিক্ষুক আসিয়া দরজার কড়া নাড়িল এবং আল্লাহর নামে কিছু ভিক্ষা চাহিল এবং বরকতের জন্য দোয়া করি। ভিতর হইতে ভিক্ষুককে জবাব দেওয়া হইল যে আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। (অর্থাৎ এখনতো তোমাকে দিবার মতো কিছু নাই) ভিক্ষুক চলিয়া যাওয়ার কিছুক্ষণ পর নবী করিম (ছঃ) আসিয়া বলিলেন উম্মে সালমা! আমি কিছু খানা খাইতে চাই তোমার কাছে কোন খাবার আছে কিনা। খাদেমাকে উম্মে সালমা (রাঃ) বলিলেন, যাও গোশতের টুকরাটি আনিয়া দাও। খাদেমা ভিতরে যাইয়া দেখিল গোশত নাই সেখানে এক টুকরা সাদা পাথর পড়িয়া আছে। নবীজী (সব কথা শোনার পর) বলিলেন, তুমি গোশ-



তের টুকরাটি ভিক্ষুককে না দেওয়ার কারণেই তাহা পাথরে পরিণত হইয়াছে।

**ফায়েদা ঃ** এখানে প্রনিধান যোগ্য বিষয় হইতেছে যে নবী সহ-ধর্মিনী গণের দানশীলতার মোকাবিলা করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে। যদি এক টুকরা গোশ্‌ত হজরত উম্মে সালমা (রাঃ) প্রয়োজনের কথা ভাবিয়া রাখিয়া থাকেন তাহাও নিজের প্রয়োজনে নহে স্বয়ং নবী করিম (ছঃ) এর প্রয়োজনের কথা ভাবিয়া রাখিয়া ছিলেন তাঁহাতেও এমন পরিণাম হইল। নবীজীর বরকতে গোশতের টুকরাটি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছিল অর্থাৎ পাথরে পরিণত হওয়ার পর পুণরায় গোশতে পরিণত হইয়াছিল তবুও ইহাতে একটি শিক্ষা রহিয়াছে। শিক্ষাটি এই যে, ভিক্ষুককে না দিয়া যাহারা নিজের খাওয়ার জন্য রাখিয়া দেয় তাহারা প্রকৃত পক্ষে পাথরের টুকরা ভক্ষণ করে। সে খাদ্য দ্রব্যের উপকার হইতে বঞ্চিত হইয়া কঠিন হৃদয়ের মালিক হইয়া যায়। এই কারণেই আমরা আল্লাহর এমন অনেক নেয়ামত খাইয়া থাকি কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিৎ উপকার পাওয়া যায় না। অতঃপর বলা হইয়া থাকে যে সংশ্লিষ্ট জিনিসে সেই দ্রব্যগুণ অবশিষ্ট নাই। কিন্তু আসলে তাহা নহে। নিজের বদনিয়তের কারণে উপকার কম হইয়া থাকে।

(১৩) عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اول صالح هذه الامة اليقين والزهد واول فسادها البخل والامل ٥

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার সহিত এই উম্মতের কল্যানের সূচনা বিশ্বাস এবং দুনিয়ার প্রতি নিরাশক্তির মাধ্যমে হইয়াছে এবং অশান্তির সূচনা কৃপণতা এবং দীর্ঘ দীর্ঘ আশার মাধ্যমে হইয়াছে।

**ফায়েদা ঃ** প্রকৃত পক্ষে দীর্ঘ দীর্ঘ আশার মাধ্যমেই কৃপণতা সৃষ্টি হইয়া থাকে। মানুষ অনেক পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে ভাবিতে থাকে এবং সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সম্পদ সঞ্চয়ের [illegible] নিয়োজিত থাকে। মৃত্যুর কথা মনে পড়িলে সে মনকে এ বলিয়া বু[illegible]ত

www.BANGLAKITAB.com



থাকিবে যে, এই পৃথিবীতে কতদিন বাঁচিব কে জানে? দীর্ঘায়িত পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া কি হইবে? অধিক অর্থ সঞ্চয়ের কোন প্রয়োজন নাই মৃত্যুর কথা ঘন ঘন মনে পড়িলে ইহলৌকিক সুখস্বাচ্ছন্দের জন্য সম্পদ কুক্ষিগত করার পরিবর্তে স্থায়ী জীবনের জন্য সঞ্চয়ের কথা মনে আসিবে।

(১৮) عن ابى هريرة (رض) ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل على بلال وعنده صبرة من تمر فقال ما هذا يا بلال قال شئى ادخرته لغد فقال اما تخشى ان ترى له غدا بخارا فى نار جهنم انفق يا بلال ولا تخش من ذى العرش اقلالا ০

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) একবার হযরত বেলালের (রাঃ) নিকট গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন তাহার সামনে খেজুরের একটি স্তূপ রহিয়াছে। নবী করিম (ছঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, বেলাল এইগুলি কিসের? বেলাল (রাঃ) বলিলেন, ভবিষ্যতে প্রয়োজনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। নবীজি বলিলেন, বেলাল ইহার কারণে কেয়ামতের দিন তোমাকে দোজখের আগুনের ধোঁয়া দেখিতে হইবে তুমি কি সেই ভয় করিতেছ না? বেলাল, খরচ করিয়া ফেল এই মালের মালিকের নিকট কম রহিয়াছে এমন আশংকা করিও না।

**ফায়েদা ঃ** প্রতিটি লোকের আলাদা রকমের মর্যাদা এবং অবস্থা হইয়া থাকে। আমাদের মতো দুর্বলমনা দুর্বল ঈমানের অধিকারী লোকদের জন্য ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসাবে কিছু খাদ্য-শস্য প্রস্তুত রাখার অনুমতি থাকিতে পারে। কিন্তু হযরত বেলালের (রাঃ) মতো দৃঢ় ঈমানের মুসলমান আল্লাহর নিকট ঘাট্‌তির বিন্দু[illegible] আশংকাও পোষণ করিতে পারে না। জাহান্নামের ধোঁয়া [illegible] মা[illegible] [illegible]াহান্নামে যাও[illegible] [illegible]ঝায় না কিন্তু যাহারা জাহান্নামের ধোঁয়া[illegible] দেখিবে না তাহাদের মর্যাদার চাইতে ইহা কম মর্যাদার পরিচয় প্রকাশ করে। অন্ততপক্ষে আল্লাহর দরবারে হিসাব প্রদা[illegible]তে দীর্ঘায়িত হইবে। কোন কোন হাদীছে স্বল্প পরিমাণ অর্থ এক অথবা দুই দিনার অর্থও কাহারো কাছে পাওয়া গেলে নবী করিম (ছঃ) তাহাকে জাহান্নামের আগুনের হুমকির কথা শুনাইয়াছেন। হিসাব নিকাশের সম্মুখীনতো সবাইকে হইতে হইবে। যাহার অর্থ সম্পদ অধিক



তাহাকে দীর্ঘতর হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে। নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, আমি বেহেশতের দরওয়াজায় দাঁড়াইয়াছিলাম, প্রবেশকারীদের মধ্যে অধিক সংখক দরিদ্র লোক আমি দেখিয়াছি। বিত্তশালী লোকদিগকে হিসাবের জন্য ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছে, ওদিকে জাহান্নামীদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইল। জাহান্নামের দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া সেখানে প্রবেশকারীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাইলাম। (মেশকাত)

## নারী জাতি অধিক সংখ্যায় দোজখী হইবে কেন?

নারীদের অধিক সংখ্যায় দোজখে প্রবেশের কারণ অন্য একটি হাদীছেও উল্লেখ করা হইয়াছে। হজরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, নবী করিম (ছঃ) ঈদের দিন ঈদগাহে গমন করিলেন, সেখানে নারীদের সমাবেশে যাইয়া নবীজি নারীদের বলিলেন, তোমরা বেশী পরিমাণে সদকা কর আমি দোজখে নারীদিগকে অধিক সংখ্যক দেখিয়াছি। যেহেতু মহিলারা লানত বেশী পরিমাণে করিয়া থাকে। এবং স্বামীর নাশুকুরী বেশী করে।

উপরোক্ত দুইটি অভ্যাস নারীদের মধ্যে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। যেই সন্তানকে যখন তখন অভিশাপ দেয় সেই সন্তানের আরাম আয়েশের জন্যই সবসময় সচেষ্ট থাকে। স্বামীর অকৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রে তাহাদের কোন জুড়ি নাই। সব সময় অপদার্থ নারী এই ফিকিরে মরিতে থাকে যে, স্বামী তার মাকে কোন কিছু কেন দান করিল, বাপকে বেতনের টাকা হইতে কেন কিছু দিল, ভাই বোনদের সাথে কেন ভাল সম্পর্ক রাখিতেছে। একটি হাদীছে রহিয়াছে নবী করিম (ছঃ) কুছুফের নামাজের সময়ে বেহেশত ও দোজখ প্রত্যক্ষ করিলে দোজখে নারীদের অধিক সংখ্যায় দেখিলেন। সাহাবাগণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নবীজি বলিলেন, তাহারা অনুগ্রহ স্মরণ রাখে না, স্বামীর শোকর গোজারী করে না, সমগ্র জীবন কোন নারীর সেবা যত্নের পর কোন একটি বিষয়ে ত্রুটি দেখিলে বলিয়া ফেলে, আমি সারা জীবন তোমার নিকট হইতে কোন প্রকার ভাল ব্যবহার পাই নাই।

নবী করিম (ছঃ) এর উপরোক্ত বাণীও অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নারীদের সহিত যতোই ভালো ব্যবহার করা হোক না কেন,তাহাদের যতোই সেবা যত্ন করা হোক না কেন যদি কোন সময় তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু ঘটিয়া যায় তাহা হইলে সমগ্র জীবনের সেবাযত্ন সবই মুহূর্তে তাহারা ভুলিয়া যায়। ক্রোধান্বিত হইয়া বলিতে শুরু করে যে, এই ঘরে আসিয়া আমি কোন প্রকার সুখ শান্তি লাভ করি নাই। এই কথা তাহারা তখন

www.BANGLAKITAB.com



বলিয়া থাকে। উপরোক্ত বর্ণনায় নারীদের অধিক সংখ্যায় দোজখে যাওয়ার কারণ জানা ছাড়াও দোজখ হইতে মুক্তির উপায়ও বর্ণিত হইয়াছে। অধিক পরিমাণে সদকা করাকে দোজখের আগুন হইতে পরিত্রানের উপায় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ঈদের মাঠের ঘটনা বিষয়ক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, নবী করীম (ছঃ) মহিলাদের যখন সতর্ক করিতেছিলেন তখন হজরত বেলালও (রাঃ) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন মহিলারা নবীজীর কথা শুনিয়া তাহাদের হাতের কানের অলঙ্কার সমুহ খুলিয়া হজরত বেলালের (রাঃ) নিকট জমা দিতে লাগিলেন। হজরত বেলাল ঈদগাহে চাঁদা তুলিতেছিলেন।

বর্তমান কালের মহিলারা এই ধরনের কঠিন হাদীছ শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র বিচলিত বোধ করে না। কাহারো কাহারো মন নরম হইলেও স্বামীর বাহানা দিয়া আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়। তাহারা অবলীলায় বলিয়া দেয় যে আমাদের সদকা আমাদের স্বামীরাই আদায় করিবেন। নিজেদের অলঙ্কার তাহাদের নিকট প্রাণাধিক প্রিয়। সেই অলঙ্কারে তাহারা কোন আঁচ লাগিতে দিতে প্রস্তুত নহে। এমনিতে অলঙ্কার চুরি হইয়া যাইতে পারে, হারাইয়া যাইতে পারে, বিবাহ শাদীতে বা অন্য কোন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে খরচ করা যাইতে পারে কিন্তু আল্লাহর পথে দান করিয়া পরকালের জন্য সঞ্চয় করিতে কিছুতেই রাজি নহে। এমনি করিয়া অলঙ্কার রাখিয়া মৃত্যুবরণ করে অতঃপর তাহা ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হইয়া যায়, তারপর স্বল্প মূল্যে বিক্রি হইয়া যায়। কিন্তু তাহারা অর্থাৎ অলঙ্কারের মালিকেরা পূর্বাহ্নে এ সম্পর্কে কিছুমাত্র চিন্তা করে না।

মুহাজিরিনদের সম্পর্কে নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন গরীব মুহাজিরিণগণ ধনী মুহাজিরিনদের চাইতে চল্লিশ বছর আগে বেহেশতের পথে অগ্রসর হইবে (মেশকাত)। অথচ আল্লাহর দ্বীনের কাজে মুহাজিরিনদের আত্মত্যাগের কোন তুলনা নাই। একবার নবী করিম (ছঃ) দোয়া করিয়াছিলেন।

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ ○

অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাকে দরিদ্র (অর্থাৎ) গরীব) রাখিও। দারিদ্রাবস্থায় মৃত্যু দান করিও এবং দরিদ্রদের সহিত আমার হাশর



করিও। হজরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাছুল তাহা কেন? নবীজী বলিলেন, গরীবেরা ধনীদের চাইতে চল্লিশ বছর আগে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। হে আয়েশা, গরীবদের কখনো রিক্তহাতে ফিরাইয়া দিয়োনা। এক টুক্‌রা খেজুর সম্ভব হইলেও তাহা দিগকে দান করিও। হে আয়েশা, গরীবদের ভালোবাসিবে, তাহাদেরকে নৈকট্য প্রদান করিবে' আল্লাহতায়ালা কেয়ামতের দিন তোমাকে নিকটতর করিবেন। (মেশকাত)

কোন কোন ওলামা এ হাদীছ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, ইহাতে তো মনে হয় যে, সাধারণ গরীব লোকেরা নবীদের চাইতে অগ্রাধিকার পাইবে। কিন্তু আমার মনে হয় এ প্রশ্ন ঠিক নয়, কেননা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধনীদের সহিত সেই সম্প্রদায়ের গরীবদের মোকাবিলা হইবে, নবীদের মোকাবিলা নবীদের সহিত, সাহাবাদের মোকাবিলা সাহাবাদের সহিত—এইভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও তুলনা হইবে।

(১৯) عن كعب بن عياض (رض) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل امة فتنة وفتنة امتى المال ○

অর্থাৎ হজরত কা'ব (রাঃ) বলেন, নবী করিম (ছঃ) কে আমি বলিতে শুনিয়াছি যে, সকল উম্মতের জন্য একটি ফেতনা থাকে আমার উম্মতের ফেতনা হইতেছে মাল।

**ফায়েদা ঃ** নবীকরিম (ছঃ) এর পবিত্র বাণী সর্বাংশে সত্য। দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে অর্থসম্পদের আধিক্যের কারণে বেহায়াপনা, বিলাসিতা, সুদ, ব্যভিচার,সিনেমা দেখা জুয়া খেলা, জুলুম অত্যাচার, মানুষকে হীন, তুচ্ছ জ্ঞান করা, আল্লাহর দ্বীন ভুলিয়া থাকা ইবাদত বন্দেগীতে গাফলতি, দ্বীনের কাজে সময় না পাওয়া ইত্যাদি সংঘটিত হইয়া থাকে। অথচ দারিদ্র থাকিলে এক তৃতীয়াংশ এমন কি এক দশমাংশও সংঘটিত হইতে পারে না। একারণে একটি উদাহরণ আছে যে, জ্বর নিস্ত এশ্‌ক টেঁটেঁ। অর্থাৎ পকেটে টাকা পয়সা না থাকিলে বাজারের প্রেমও মৌখিক জমা-খরচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়। এইসব কিছু না হইলেও সব সময় টাকা পয়সার অঙ্ক বৃদ্ধির চিন্তা মাথায় লাগিয়া থাকে। এই চিন্তায় পানাহার বিশ্রাম পর্যন্ত ঠিক মত হইয়া উঠে না। নামাজ, রোজা হজ্জ যাকাত সম্পর্কেতো খেয়ালই থাকে না? দিনরাত শুধু আরো কিভাবে টাকার অঙ্ক বাড়িবে

www.BANGLAKITAB.com



সে চিন্তাই মনকে বিরিয়া রাখে। অধিক মুনাফা আসিতে পারে এধনের ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগ করার চিন্তা ও চেষ্টাতেই অধিকাংশ সময় চলিয়া যায় একারণেই নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, কোন মানুষ যদি দুইটি সম্পদভরা অরণ্য লাভ করে তাহা হইলে তৃতীয়টির সন্ধানে আত্মনিয়োগ করে। মানুষের পেট শুধু কবরের মাটিই পূর্ণ করিতে পারে। (মেশকাত)

একটি হাদীছে রহিয়াছে একজন মানুষের জন্য যদি এক উপত্যাকা সম্পদ থাকে তবে সে আরেক উপত্যাকার সন্ধান করে। দুই উপত্যাকা হইলে তৃতীয় উপত্যাকার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করে। মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দিয়া মানুষের পেট পূর্ণ করা যায় না। অন্য একটি হাদীছে রহিয়াছে একজন মানুষের জন্য যদি একটি খেজুর বাগান থাকে তবে সে আরো একটির আকাঙ্খা করে, যদি দুইটি হয় তবে তৃতীয়টির আকাঙ্খা করে এইভাবে আকাঙ্খা করিতেই থাকে। তাহার পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়া ভর্তি করা যায় না। একটি হাদীছে রহিয়াছে একজন মানুষকে যদি একটি উপত্যাকা ভর্তি স্বর্ণ দেওয়া হয় তবে সে দ্বিতীয় এক উপত্যাকা সন্ধান করে দুইটি হইলে 'তৃতীয়টির সন্ধান করে, মানুষের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়া ভর্তি করা যায় না। (বোখারী)

মাটি দ্বারা ভর্তি করা যায় অর্থ হইতেছে কবরে গিয়া সে তাহার এ উচ্চাকাঙ্খার পরিসমাপ্তি ঘটাইতে পারে। দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় সব সময় আরো অধিক অর্থের চিন্তা তাহার মনে লাগিয়া থাকে। একটি কারখানা কাহারো রহিয়াছে সেই কারখানা ভালোভাবে চলিতেছে, প্রয়োজনীয় উৎপাদন সেখানে হইতেছে, এমতাবস্থার দ্বিতীয় আরেকটার মালিকানা লাভের সুযোগ দেখা দিলে সর্বাত্মক চেষ্টা করিয়া সেই কারাখানার মালিকানা লাভ করা হয়, তারপর আরেকটির মালিকানার চেষ্টা চলে। মোট কথা উপার্জন যতো বাড়িবে মালিকানা লাভের প্রচেষ্টা ততো বাড়িতে থাকিবে। কোন এক সময় যথেষ্ট আছে ভাবিয়া কিছু সময় আল্লাহর স্মরণে মনোনিবেশ করিবে এমন দেখা যায় না। একারণেই নবী করিম (ছঃ) দোয়া করিয়াছেন, হে আল্লাহ! আমার সন্তানদের রিজিক যেন প্রয়োজনানুপাতিক হয়। অর্থাৎ অধিক স্বচ্ছলতা যেন



তাহাদের না আসে যাহাতে তাহারা সেই অর্থ সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। প্রিয় নবী এরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যাহাকে ইসলাম ধর্মের দীক্ষার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে এবং যাহার রিজিক প্রয়োজনানুপাতিক এবং সেই ব্যক্তি সেই রিজিকে সন্তুষ্ট। অন্য একটি হাদীছে আছে কেয়ামতের দিন এমন কোন গরীব বা ধনী পাওয়া যাইবে না যে, এ আকাঙ্খা না করিবে যে পৃথিবীতে যদি তাহার রিজিক শুধু প্রয়োজন মাফিক হইত। বোখারী শরীফের হাদীছে রহিয়াছে যে, নবী করীম (ছঃ) বলেন, আল্লাহর কসম আমি তোমাদের দারিদ্রের জন্য আশংকা করিতেছি না, আশংকা করিতেছি যে, তোমাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আসিবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের আসিয়াছিল অতঃপর তোমরা তাহাতে মগ্ন হইয়া পড়িবে যেমন নাকি তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল অতঃপর ইহা তোমাদের ও ধ্বংস করিয়া দিবে যেমন নাকি তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত আরো বহু হাদীছে নানাভাবে অর্থ সম্পদের প্রাচুর্য এবং তাহার অকল্যাণ সম্পর্কে সতর্ক করা হইয়াছে। ইহা একারণে নহে যে অর্থ সম্পদ অপবিত্র জিনিস বা দোষের জিনিস বরং ইহার কারণ এই যে, মনের অতৃপ্তির ও অশান্তির কারণে অর্থসম্পদ খুব শীঘ্র আমাদের মনে গ্লানি ও রোগ সৃষ্টি করিয়া দেয়। যদি কেহ ইহার অপকারিতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, অর্থ সম্পদের মন্দ প্রতিক্রিয়া হইতে বিরত থাকিয়া যথা নিয়মে ভোগ করিতে পারে তবে অর্থসম্পদ কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে অপকারীতার চিন্তা বা আত্মশুদ্ধির কোনই প্রেরণা লক্ষ্য করা যায় না। এ কারণেই অর্থসম্পদ অল্প সময়েই তাহার বিষাক্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলে। ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হইতেছে উদরাময়ের সময়ে আমরু খাওয়ার মতো। এমনিতে আমরু ফলের মধ্যে কোন দোষ নাই, তাহার উপকারীতা এখনো তাহার মধ্যে একইভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু উদরাময়ের সময়ে তাহা ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়। এ কারণেই উদরাময়ের সময় ডাক্তার আমরু খাইতে নিষেধ করিয়া থাকেন। এমনিতে অসংখ্য আমরু ফল দ্বিধাহীন ভাবে খাইলেও ডাক্তারের নিষেধ শুনার পর জাদরেল পুরুষও আমরু

www.BANGLAKITAB.com



খাইতে সাহস পায় না। অর্থাৎ ডাক্তারের নিষেধ উপেক্ষা করিতে চায়না। কিন্তু মহানবী হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) এর পায়ের জুতার ধূলিকনার যোগ্যতাও যেই সব ডাক্তারের নাই তাহাদের কথাকে আমরা কতটুকু গুরুত্ব দিয়া থাকি অথচ নবীজীর আদেশ নিষেধের প্রতি আমাদের তোয়াক্কা নাই। নবীকরিম (ছঃ) যেহেতে বারবার ধন-সম্পদের অকল্যাণ সম্পর্ক আলোকপাত করিয়াছেন একারণে ধন-সম্পদের অকল্যাণ ও অপকারিতা সম্পর্কে প্রত্যেকের সজাগ ও সতর্ক হওয়া উচিত। ধন সম্পদের শরীয়ত সম্মত ব্যবহার আমরু ফলে লবণ মরিচ মাখাইয়া খাওয়ার মতই উপাদেয় প্রমাণিত হইতে পারে। ধন-সম্পদের মালিক হওয়ার পর তাহার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার। ধন-সম্পদ ব্যয় ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁহার প্রিয় নবীর আদেশ নিষেধের কথা সর্বাগ্রে খেয়াল রাখিতে হইবে। নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, বিত্তশালী হওয়া সেই ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর নহে যেই ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে। (মেশকাত)

শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ)-এর নিকট হইতে আমার বংশীয় বুজুর্গ মুফ্তী এলাহী বখ্শ কান্ধালবী (রহঃ)(যিনি বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন) বর্ণনা করিয়াছেন যে তিনি বলেন ধন-সম্পদ মানুষের জন্য আল্লাহর মর্জি মোতাবেক আমল করার উত্তম সহায়ক। নবী করিম (ছঃ) লোকদেরকে আল্লাহর পথে ডাকিবার পর ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই বরং পরিবার পরিজন এবং ধন-সম্পদের ভেতরই থাকিতে বলিয়াছেন। কাজেই ধন-সম্পদ এবং স্বজন পরিজন পরিত্যাগ করার প্রচার মূর্খ লোকদের প্রচারণা ছাড়া আর কিছু নহে। হজরত ওসমান (রাঃ)-এর ইন্তেকালের সময় তাহার খাজাঞ্চির নিকট একলাখ পঞ্চাশ হাজার আশরাফী এবং দশ লাখ দিরহাম ছিল। ইহা ছাড়া খয়বর এবং কোরা উপত্যাকাসহ বিভিন্ন স্থানে যেই সম্পত্তি ছিল তাহার মূল্য ছিল দুইলাখ দীনার। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)-এর ধনসম্পদের মূল্য ছিল পঞ্চাশ হাজার দীনার; ইহা ছাড়া তিনি এক হাজার ঘোড়া এবং এবং এক হাজার গোলাম রাখিয়া গিয়াছিলেন। আমর ইবনে আস (রাঃ) ইন্তেকালের সময় তিন লাখ দীনার রাখিয়া গিয়াছিলেন। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফের (রাঃ) ধন-সম্পদের কোন হিসাব নিকাশ ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার, এতদসত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সম্পর্কে কোরানে বলিয়াছেন, "তাহারা তাহাদের প্রভুর ইবাদত সকাল সন্ধায় ( অর্থাৎ সব সময় ) শুধু তাঁহার সন্তুষ্টির জন্যই করিয়া থাকে।" ( কাফ, রুকু ৪ ), আল্লাহ তায়ালা আরো বলিয়াছেন, তারা এমন লোক যে ব্যবসায় ইত্যাদি আল্লাহর স্মরণ হইতে তাহাদেরকে বিরত রাখে না। ( নুর, রুকু ৫ )



উপরোক্ত বর্ণনা মোটেই অসত্য নহে। সেই সময়ে বিজয়ের আধিক্যের কারণে সাধারণ ভাবে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল। অর্থ সম্পদ যেন তাঁহাদের পায়ে গড়াগড়ি করিত কিন্তু তাঁহারা সেই অর্থ-সম্পদ দূরে ঠেলিয়া ফেলিতেন। কিন্তু এতদসত্বেও আল্লাহ তায়ালার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক তাহাদের একটি মুহূর্তও শিথিল হয় নাই। ফাজায়েলে নামাজ এবং হেকায়েতে ছাহাবা গ্রন্থে তাঁহাদের সম্পর্কে কিছু কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই সব পাঠ করিলে অনেক কিছু জানা যাইবে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) এত ধন সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্বেও তিনি যখন নামাজ পড়িতে দাঁড়াইতেন তখন মনে হইত যেন একটি খুঁটি পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে, এতো দীর্ঘ সময় তিনি সেজদায় থাকিতেন যে পিঠের উপর পাখী আসিয়া নির্বিঘ্নে বসিত। সেই সময় তাহার উপর বিপক্ষ দলের আক্রমণ হইয়াছিল, তাঁহার উদ্দেশ্যে গোলাবর্ষণের সময়েও তিনি একাগ্রচিত্তে নামাজ আদায় করিতেছিলেন। একটি গোলা মসজিদের দেয়ালে আঘাত করায় একাংশ ধ্বসিয়া তাঁহার পাশেই পড়িল কিন্তু তিনি নামাজে এতো বেশী মগ্ন ছিলেন যে জানিতেও পারিলেন না। একজন সাহাবীর বাগানে খেজুর পাকিয়াছিল, সেই বাগানে নামাজ আদায়ের সময় নামাজের মধ্যে বাগানের ক্ষতি হওয়ার কথা মনে পড়িয়া গেল। গোলা বর্ষণে বাগানের ক্ষতি হওয়ার কথা ভাবিয়া নামাজ শেষে তিনি তদানীন্তন আমিরুল মোমেনীন হজরত ওসমানের (রাঃ) নিকট যাইয়া বাগানটি ক্রয় করার প্রস্তাব করিলেন। হজরত ওছমান (রাঃ) পঞ্চাশ হাজার দীনার মূল্যে বাগানটি বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত অর্থ দ্বীনি কাজে ব্যয় করিলেন।

www.BANGLAKITAB.com



হজরত আয়েশার (রাঃ) নিকট দুই খাঞ্চা দেরহাম হাদিয়া স্বরূপ আসিয়াছিল। উহাতে এক লক্ষাধিক দেরহাম ছিল। হজরত আয়েশা (রাঃ) সব দেরহাম বন্টন করিয়া দিলেন। সেদিন তিনি রোজা রাখিয়াছিলেন ইফতারের জন্য কিছু যে ঘরে নাই ইহাও স্মরণ ছিল না। ইফতারের সময় দাসী দুঃখ করিয়া বলিল, এক দেরহামের গোশ্‌ত যদি আনাইতেন তবে আজ আমরাও গোশ্‌ত খাইতে পারিতাম। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, সে সময় মনে করিলে না কেন, এখন দুঃখ করিয়া কি হইবে।

হেকায়াতে ছাহাবা গ্রন্থে এই ঘটনা এবং এ ধরণের আরো অনেক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। ইতিহাসে আরো প্রচুর ঘটনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ঘরের খড়কুটোর সমান গুরুত্ব বহন করে যেই ধন—সম্পদ উহা তাহাদের কি ক্ষতি করিতে পারিবে? আল্লাহ যদি অনুরূপ মানসিকতার অধিকারী এই অধম বান্দাকেও করিতেন তবে কি যে ভালো হইত? একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য যে ছাহাবায়ে কেরামের আর্থিক স্বচ্ছলতার এসব বিবরণের দ্বারা ধন-সম্পদের আধিক্যের বৈধতার সমর্থন পাওয়া যায় বটে কিন্তু এ বিষ আমাদের কাছে রাখা কিরূপ? এসব ধনসম্পদ রাখা এবং তাহাদের অনুযায়ী হওয়া টিবি রোগীর নিকট একজন সুস্থসবল ব্যক্তি টি-বি আক্রান্ত রোগীর সন্যাপার্শ্বে কয়েকদিন কাটাইলে যেমন সহজেই রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে তেমনি অবস্থা আমাদেরও হইবে। গ্রন্থশেষে একজন খোদা ভক্তের কাহিনী মনযোগ সহকারে পাঠ করার জন্য পাঠকদের অনুরোধ করা যাইতেছে।

## ইমাম গাজ্জালীর নছীহত

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলিয়াছেন, ধন-সম্পদ হইল সাপের মত। সাপের মধ্যে যেমন বিষও রহিয়াছে। ধন-সম্পদের উপকারিতা সেই বিষ নাশকের অনুরূপ। তাহার ক্ষতি সর্পবিষের মতোই ভয়ানক। যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের ক্ষতি ও উপকারিতা সম্পর্কে সজাগ হইতে পারে তাহার পক্ষেই ক্ষতি কাটাইয়া উপকার গ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে। ধন-সম্পদের মধ্যে দুনিয়াবী এবং দ্বীনী এই দুই ধরনের উপকারিতা



রহিয়াছে। দুনিয়ার উপকারিতাতো প্রত্যেকেই জানে এ কারণে দুনিয়ার সবাই ধন-সম্পদ উপার্জনে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত রহিয়াছে। দ্বীনি উপকারিতা হইতেছে তিনটি। প্রথমত, ধন-সম্পদ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ইবাদতের জন্য ইহা উপকরণ স্বরূপ। পরোক্ষ ইবাদত হইতেছে হজ্জ, জেহাদ ইত্যাদি। এইসব কিছু টাকা পয়সা ব্যয় করিয়া সম্পন্ন করা যায় প্রত্যক্ষ ইবাদত হইতেছে নিজের পানাহার এবং প্রয়োজনীয় কাজে অর্থ ব্যয় করা। এই সব প্রায়োজন পূরণ সম্ভব না হইলে মানুষের মন এদিক সেইদিক বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে, যাহার ফলে দ্বীনী কাজে মনোনিবেশ করা সম্ভব হইবে না। প্রত্যক্ষ ইবাদত হওয়ার কারণে ইহা নিজেও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। তবে ধর্মীয় কাজে সহায়তার জন্য যতোটা প্রয়োজন ততটাই প্রত্যক্ষ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হইবে। দ্বিতীয়ত দ্বীনী উপকার, ইহাতে অন্য কাহারো জন্য খরচ করা বুঝায়। ইহা চার প্রকার। (ক) গরীবদের জন্য যে দান খয়রাত করা হয় তাহার পুণ্য অপরিসীম। যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। (খ) সামাজিক বিত্তশালী ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ এবং উপহার উপঢৌকনের মাধ্যমে যাহা ব্যয় করা হয়। ইহা সদকা হইবে না, কেননা সদকা শুধু গরীবদের জন্য ব্যয় করা হয়। তবে ইহাতেও দ্বীনী উপকারীতা বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার দ্বারা পারস্পরিক সৌন্দর্য্য ও সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় এবং দানশীলতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি হইতে পারে। হাদীয়া অর্থাৎ উপঢৌকন এবং অন্যকে খাওয়ানোর কল্যাণ কারিতা সম্পর্কে বহু হাদীছে রহিয়াছে। গরীবদের জন্য খরচের ব্যাপার এ পর্যায়ের অর্ন্তভুক্ত নহে। আমার মনে হয় যে এ পর্যায়ের উপকারিতা প্রকৃত পক্ষে প্রথম নম্বরের চাইতে অধিক। কিন্তু যাহারা নিরানব্বই এর চক্করে পড়িয়া যায় তাহাদের জন্য এসব কল্যাণ কারিতা এবং ফজিলত সম্পর্কিত হাদীছ কোন উপকার সাধন করিতে পারে না।

(গ) নিজের সম্মান রক্ষার জন্য অর্থ ব্যয়। অর্থাৎ এমন ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করা যে, যদি ব্যয় না করা হয় তবে নীচু প্রকৃতির লোকেরা মন্দ কথা বলিবে, অশালীন ব্যবহার করিবে এরূপ আশঙ্কা থাকে। ইহাও সদকার বিধানের অন্তর্ভুক্ত। নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন নিজের সম্মান রক্ষার জন্য মানুষ যাহা ব্যয় করে তাহাও সে সদকা করিয়া

www.BANGLAKITAB.com



থাকে। আমার মনে হয় যুলুম প্রতিরোধের জন্য ঘুষ দেয়া এ প্রাকারের অন্তর্ভুক্ত। লাভজনক কোন কাজে ঘুষ দেওয়া হারাম, দাতা গ্রহীতা উভয়েই গুনাহগার হয়। কিন্তু জুলুম প্রতিরোধের জন্য ঘুষ দাতার ঘুষ দেয়া জায়েজ কিন্তু তাহা গ্রহীতার জন্য হারাম হইবে। (ঘ) শ্রমিকদের মজুরী দান। মানুষ নিজের হাতে সব কাজ করিতে পারে না, আবার অনেক কাজ এমন আছে যে নিজ হাতে করিতে সক্ষম হইলেও তাহাতে মূল্যবান সময় বিনষ্ট হয়। যদি মজুরীর বিনিময়ে সেই কাজ করানো যায় তবে নিজের সময় জ্ঞানার্জন আল্লাহর স্মরণ, ইবাদত ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা যায়। অথচ এ সকল কাজে অন্যের প্রতিনিধিত্ব চলে না।

তৃতীয়তঃ দ্বীনী উপকারিতা রহিয়াছে এ রকম জনকল্যাণ মুলক কাজ। যেমন মসজিদ নির্মাণ মুছাফিরখানা নির্মাণ, সেতু নির্মাণ মাদ্রাসা, চিকিৎসালয় ইত্যাদি নির্মাণ এগুলোতে নির্মাতা মৃত্যুর পরও ফায়েদা লাভ করে। যাহারা উপকার লাভ করে তাহারা নির্মাতার জন্য দোয়া করিতে থাকে ইহাতে মৃত্যুর পরও তিনি পূণ্য লাভ করেন।

শাহ আবদুল আজীজ (রঃ) এর মতে ধন সম্পদ খরচ করার মধ্যে সাত প্রকারের ইবাদত রহিয়াছে। (১) যাকাত, যাহাতে উশরও অন্তর্ভুক্ত। (২) সদকাতুল ফেতের। (৩) নফল দান খয়রাত। ইহাতে মেহমানদারী এবং ঋণগ্রস্তদের সাহায্য অন্তর্ভুক্ত। (৪) ওয়াকফ মসজিদ সরাইখানা, সেতু ইত্যাদি নির্মাণ। (৫) হজ্জ, ফরজ বা নফল। অন্য কাহারো হজ্জে সাহায্য করিতে হইলে পথের বা যানবাহন দ্বারা সাহায্য (৬) জেহাদের জন্য ব্যয় করা ইহাতে এক দেরহাম ব্যয়ে সাতশত দেরহাম ব্যয়ের পুণ্য পাওয়া যায়। (৭) যাহাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিজের উপর ন্যস্ত তাহাদের ভরণ-পোষণ, যেমন স্ত্রী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের ভরণ-পোষণ, নিজের সাধ্যে কুলাইলে গরীব আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন ইত্যাদি। (তাফসীরে আজীজী)।

ইমাম গাজ্জালী বলেন, ধন-সম্পদের ক্ষতি দু'প্রকারের। দ্বীনী ও দুনিয়াবী। দ্বীনী ক্ষতি তিন প্রকার। (ক) ধন-সম্পদ পাপের উপকরণ অধিক পরিমাণে সৃষ্টি করে। ধন সম্পদের কারণেই মানুষ প্রবৃত্তির তাড়-



নায় পাপপথে অগ্রসর হয়। দরিদ্রাবস্থায় সেদিকে মনোযোগী হওয়ার সুযোগ হয় না। মানুষ যখন কোন পাপ করার চেষ্টা করিয়া হতাশ হইয়া পড়ে তখন সেদিকে মনের তেমন আকর্ষণ থাকে না। পক্ষান্তরে যদি সেই পাপ করার জন্য নিজেকে সক্ষম মনে করে। তখন সেদিকে অধিক মনযোগ নিবদ্ধ করে। ধন-সম্পদ কুদরতের এক বিশিষ্ট উপকরণ। এ কারণে ধন সম্পুদের ফেতনা সব চেয়ে মারাত্মক। (খ) বৈধ জিনিস সমূহের মধ্যে নেয়ামতের প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করা যার। পানাহার, পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে বিত্তবান ব্যক্তি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। বিত্তবান ব্যক্তি যবের রুটি খেয়ে মোটা কাপড় পরিধান করে দিন যাপনের কথা ভাবিতে পারে না। পর্যায়ক্রমে ব্যয়বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু ব্যয় অনুপাতে আয় না থাকিলে অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জনের চিন্তা জাগ্রত হয়। মিথ্যাবাদিতা, অন্যায় উপায় অবলম্বন ইত্যাদি অভ্যাস ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। অর্থ সম্পুদের আধিক্যের কারণে সাক্ষাত প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এবং তাহাদের সহিত সম্পর্ক রক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এধরণের সম্পর্কের ফলে পর্যায়ক্রমে উভয় পক্ষের মধ্যে হিংসা ঘৃণা শত্রুতা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। ফলে এমন কিছু সমস্যা ও সঙ্কট অনেক সময় সৃষ্টি হয় যে টাকা-পয়সা খরচ করিয়া সেসব হইতে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব হয় না। চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, এ সকল ক্ষতিকর প্রভাব হয় সুদুর প্রসারী, এসবই অর্থ সম্পুদের কারণে সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(গ) ধন-সম্পদের নিরাপত্তা বিধান ও সে সব বৃদ্ধির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করিতে করিতে বিত্তবান আল্লাহর স্মরণ হইতে দুরে সরিয়া যায়। যে জিনিস আল্লাহকে ভুলাইয়া দেয় তাহার ক্ষতি তো স্পষ্ট। একারণেই হজরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছেন, ধন-সম্পদের আপদ তিনটি প্রথমত অবৈধ উপায়ে উপার্জন করা হয়। একজন জিজ্ঞাসা করিল যদি বৈধ উপায়ে উপার্জন করা হয় তাহা হইলে? হজরত ঈসা আঃ বলিলেন, অন্যায় পথে ব্যয় করা হয়। একজন বলিল যদি ন্যায় পথে খরচ করা হয়? তিনি বলিলেন, ধন-সম্পদের নিরাপত্তা বিধান ও পরিমাণ বৃদ্ধির চিন্তা আল্লাহর স্মরণ ভুলাইয়া দেয় এবং ইহা এমন এক অসুখ

www.BANGLAKITAB.com



যাহার কোন চিকিৎসা নাই। অথচ সকল ইবাদতের মূল হইতেছে আল্লাহর স্মরণ। তাহার ইবাদতের জন্য পরিচ্ছন্ন মনমানসিকতা প্রয়োজন। অধিক ধন-সম্পত্তি যাহার রহিয়াছে সে দিবারাত্রি কৃষক শ্রমিকদের ঝগড়াবিবাদ, মীমাংসা ইত্যাদির চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাহাদের নিকট হইতে কাজ আদায়ের ফিকিরে থাকে। কৃষকের সমস্যা এক ধরনের, শাসকবর্গের সমস্যা এক ধরনের, ব্যবসায়ীদের সমস্যা অন্য ধরনের, মোট কথা ধন সম্পদ কাহাকে ও স্বস্তি দেয় না, নিজের কাছে গচ্ছিত নগদ অর্থ খুব কম সমস্যা সৃষ্টি করে। কিন্তু সেই অর্থেও চুরি ডাকাতি অপচয়ের আশঙ্কা লাগিয়াই থাকে। ইহা ছাড়া সেই অর্থ ব্যয় বিনিয়োগ ব্যবহার সম্পর্কে সব সময় চিন্তা করিতে হয়। এই চিন্তার কোন শেষ নাই। ধন-সম্পদের সহিত এসব দুনিয়াবী সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই ব্যক্তির কাছে শুধু নিত্যকার প্রয়োজন পুরনের মতো ধন-সম্পদ থাকে সে এই সব চিন্তাভাবনা হইতে মুক্ত থাকিতে পারে।

নিত্যকার প্রয়োজনে ব্যবহৃত ধন-সম্পদ রাখিয়া বাকিটুকু সৎকাজে ব্যয় করাই হইতেছে ধন-সম্পদের ব্যাপারে বিষনাশক উপায়, কেননা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সম্পদ প্রকৃতই বিষের মতো মারাত্মক। তাহা শুধু আপদই সৃষ্টি করে। আল্লাহ তায়ালা এই বিষ হইতে তাঁহার অধম এ বান্দাকেও রক্ষা করুন এবং পুন্যশীল হওয়ার তওফীক দান করুন। ধন-সম্পদের উদাহরণ প্রকৃতই সাপের মতো। যাহারা ধরিতে পারে তাহারা বিষনাশক সম্পর্কে অভিজ্ঞ। একারণে ধন-সম্পদ তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না, বরং তাহারা বিষনাশকের দ্বারা অন্যান্য কল্যাণ কর কাজ করিতে পারে। কিন্তু অনভিজ্ঞ লোভী মূর্খ লোকেরা এ সাপ পাকড়াও করিলে বিষের প্রভাবে তাহাদের ধ্বংস অবধারিত। বিত্তবান সাহাবাদের মতো ধনী হওয়ার প্রত্যাশাও আমাদের জন্য ধ্বংসের কারণ হইবে, কেননা সাহাবাদের ঈমানের দৃঢ়তার কণা মাত্রও আমাদের নাই। তাঁহাদের জীবনের ঘটনাবলী সাক্ষী দিতেছে যে তাঁহারা ধন-সম্পদকে লাকড়ির চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেন নাই। ধন-সম্পদ তাঁহাদিগকে আল্লাহর স্মরণ হইতে বিন্দুমাত্রও টলাইতে পারে নাই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তাহা সত্বেও তাঁহারা ধন-সম্পদকে ভয় করিতেন।



## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# আত্মীয় স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার

এই পরিচ্ছেদ প্রকৃতপক্ষে প্রথম পরিচ্ছেদেরই শেষাংশ। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁহার পাক কালামে এবং প্রিয়নবী (ছঃ) তাঁহার পাক বানীতে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে তাগিদ দিয়াছেন। সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা উচ্চারণ করা হইয়াছে। এ কারণে গুরুত্ব বিচার করিয়া ইহাকে আলাদা পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ছদকা করার ছওয়াব দ্বিগুন হইয়া থাকে। উম্মুল মোমেনীন হজরত মায়মুনা (রাঃ) একটি বাঁদী আজাদ করিয়া দিলে নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, তুমি যদি তাহাকে তোমার মামাদেরকে দিয়া দিতে তবে ভালো হইত। কাজেই ছদকার ব্যাপারে যদি অন্য কোন ধর্মীয় প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ না হয় তবে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ছদকা করা উত্তম। তবে যদি কোন দ্বীনী প্রয়োজন দেখা দেয় তাহা হইলে আল্লাহর পথে খরচ করার ছওয়াব শত শত গুণ পর্যন্ত হইতে পারে। পবিত্র কোরানে ও হাদীছে আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্ক গড়িয়া তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার বিরুদ্ধে সতর্কতা উচ্চারণ করা হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সম্পর্ক রক্ষার তাগিদ বিষয়ক তিনটি আয়াত এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক তিনটি আয়াত এবং কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা যাইতেছে। গ্রন্থের কলেবর দীর্ঘ হইলে আমরা তাহা পাঠ করিবার সময় করিয়া উঠিতে পারিব না। কিন্তু বিষয়টি এতো গুরুত্বপূর্ণ যে সংক্ষেপে লিখিবার পরও গ্রন্থের কলেবর বাড়িয়াই চলিয়াছে। এক খণ্ডের পরিবর্তে সম্ভবত দুই খণ্ড করিতে হইবে।

(১) إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

অর্থাৎ "আল্লাহ নির্দেশ করিতেছেন ন্যায় বিচারের ও উপকার কর-

www.BANGLAKITAB.com



নের এবং প্রতিবেশীদেরকে সাহায্য দানের আর তিনি নিষেধ করিয়াছেন নির্লজ্জতা গর্হিত কাজ হইতে এবং অত্যাচার হইতে, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে উপদেশ দিতেছেন যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতে পার।

**ফায়েদা ঃ** পবিত্র কোরানে আল্লাহ তায়ালা বহু জায়গায় আত্মীয় স্বজনের কল্যান সাধন, তাহাদের দান করার তাগিদ দিয়াছেন এখানে কয়েকটি আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা যাইতেছে। "এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিও আর আত্মীয় স্বজনের প্রতি। (বাকারাহ রুকু ১০) বলিয়া দাও, সৎকাজে যাহাই ব্যয় কর তোমাদের মাতাপিতা ও নিকটাত্মীয় এতিম ও অভাব গ্রস্থ মিছকীনদের প্রাপ্য। (বাকারাহ, রুকু ৬) সূরা নেছার প্রথম রুকু সম্পূর্ণ। এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যব্যহার করিও আর আত্মীয়-স্বজনের প্রতি। (নেছা রুকু ৬) এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিও। (আনয়াম, রুকু ১৯) উহারাই তোমাদের আপনজন এবং আত্মীয়-স্বজনগণ খোদার বিধানে পরস্পরের নিকটতর বন্ধু। (আনলাফ রুকু ১০) এখন তোমাদের উপর কোন প্রকার অভিযোগ নাই, আর আল্লাহ তোমাদের দোষ মাফ করিবেন (ইউসুফ রুকু ১০) আর যাহারা সম্পর্ক কায়েম রাখে আল্লাহ নির্দেশ দিয়াছেন যাহা কায়েম রাখিতে (রাআদ রুকু ৩) হে আল্লাহ আমাকে এবং আমার পিতামাতাকে ক্ষমা করিবেন। (ইব্রাহীম রুকু ৬) এবং পিতামাতার প্রতি উত্তম ব্যবহার করেন (বনি ইসরাইল রুকু ৩) তবে উহাদের উদ্দেশ্যে উহ্ শব্দ টুকু বলিবে না, (বনি ইসরাইল রুকু ৩) আর তুমি পৌঁছাইতে থাকিবে নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিকে তাহার প্রাপ্য। (বনি ইসরাইল রুকু৩) ইয়াহিয়া পরহেজগার ছিলেন আর খেদমতগার ছিলেন পিতামাতার। (মরিয়ম রুকু ১) আর তিনি আমাকে খেদমতগার বানাইয়াছেন তাহার মাতার। (মরিয়ম রুকু ২) ইব্রাহীম বলিল, পিতা আপনার প্রতি ছালাম, (মরিয়ম রুকু ৩) আর ইছমাইল নিজের পরিবার বর্গকে নামাজ ও জমাতের জন্য তাম্বি করিতে থাকিতেন। (মরিয়ম রুকু ৪) আর তুমি নিজের পরিবারভুক্ত লোকদের নামাজের তাগিদ কর। (ত্বা-হারুকু ৮) আর তাহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের স্ত্রীগণের ও বংশধরদের মধ্য হইতে আমাদিগকে নয়ন তৃপ্তিকর বস্তু



প্রদান করুন। (আহকাফ রুকু ২) হে আল্লাহ আমাকে এবং আমার পিতামাতাকে মার্জনা করুন (নুহ রুকু ২)।

উদাহরণ স্বরূপ অল্প কয়েকটি আয়াতের কিয়দাংশ উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ব্যাখ্যা হিসাবে শেষ আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে ঐসব আয়াত ব্যতীত ও নানাভাবে এ বিষয়ে আল্লাহ পাক কোরানে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন, কাজেই বিষয়টির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। হজরত কা'ব (রাঃ) বলিয়াছেন, সেই মহান সত্তার শপথ যিনি দরিয়াকে মুসা (আঃ) এবং বনি ইসরাইলের জন্য দ্বিখণ্ডিত করিয়াছেন, তাওরাতে লিখিত আছে যে, আল্লাহকে ভয় করিতে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার কর, তোমার আয়ু বৃদ্ধি করা হইবে, সহজ সাধ্য জিনিসসমূহ পাওয়া তোমার জন্য সহজ করা হইবে, সমস্যা সমূহ দুর করা হইবে। আল্লাহ তায়ালা কোরানে পাকে আত্মীয়স্বজনের প্রতি সদ্ব্যব্যহারের জন্য বারবার নির্দেশ প্রদান করিয়াছে। সূরা নেছার প্রথম রুকুতে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, হে লোক সকল, তোমাদের প্রতি পালককে ভয় কর, যাহার নামে তোমরা বারবার প্রার্থনা করিয়া থাক এবং আত্মীয়তাকে ও ভয় কর। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, পিতামাতা এবং আত্মীয়দিগের ত্যাজ্য সম্পত্তিতে পুরুষদিগের হিস্যা রহিয়াছে এবং মাতাপিতা এবং আত্মীয়দিগের ত্যাজ্য সম্পত্তিতে নারীদিগেরও হিস্যা রহিয়াছে। তৃতীয় এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে তওহীদের নির্দেশ দিতেছেন, লোকদের উপকার করা এবং তাহাদের ক্ষমা করার নির্দেশও দিতেছেন এবং আত্মীয়স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিতেছেন। তিনটি বিষয়ে আদেশ প্রদানের পর তিনটি বিষয়ে নিষেধ করিয়াছেন।

শরীয়ত বহির্ভূত কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, জুলুম অত্যাচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন, পাপ কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা এইসব আদেশ নিষেধ একারণেই করিয়াছেন যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

হজরত ওছমান ইবনে মাজউন (রাঃ) বলেন, নবী করিম (ছঃ) আমাকে স্নেহ করিতেন, এই লজ্জায়ই আমি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি

www.BANGLAKITAB.com



যে নবী করিম (ছঃ) আমাকে মুসলমান হইতে বলিয়াছেন। কিন্তু মুসলমান হইলেও ইসলামের প্রতি আমার মনের গভীর কোন আকর্ষণ ছিল না। একবার আমি নবীজীর দরবারে বসিয়াছিলাম, তিনি আমার সহিত কথা বলিতেছিলেন হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন, মনে হইল তিনি অন্য কাহারো সহিত কথা বলিতেছেন। কিছুক্ষণ পর আমার প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, (আল্লাহ তায়ালার ফেরেশতা) জিব্রাইল কোরানের এই বানী লইয়া আসিয়াছেন, "আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ন্যায় বিচার এবং লোকদের প্রতি উপকারের আদেশ প্রদান করিতেছে।" নবীজী আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করিলেন। ইহাতে ইসলামের প্রতি আমার মন বসিয়া গেল। আমি সেখান হইতে উঠিয়া নবীজীর পিতৃব্য আবুতালেবের নিকট গিয়া বলিলাম, আমি আপনার ভ্রাতুষ্পত্রের নিকট ছিলাম' সেই সময় তাঁহার উপর এই আয়াত নাজিল হইল। নবী জীর চাচা সেকথা শুনিয়া বলিলেন, মোহাম্মদের (ছঃ) অনুসরণ কর কামীয়াব হইতে পারিবে। আল্লাহর শপথ তিনি নবুয়তের দাবীতে সত্য হউন বা মিথ্যা হউন, কিন্তু তোমাদের ভালো অভ্যাস এবং প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী হওয়ার শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

(তাম্বীহুল গাফেলীন)

ইহা এমন এক ব্যক্তির উপদেশ যিনি নিজে মুসলমান হন নাই, কিন্তু তিনিও স্বীকার করিয়াছেন যে নবুয়তের দাবী সত্য হোক বা মিথ্যা হোক কিন্তু ইসলামের শিক্ষা উত্তম ও উন্নত শিক্ষা, ইসলামের প্রচারক মানুষকে সৎগুণাবলী শিক্ষা দিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়; বর্তমানে আমরা মুসলমান হইয়াও চারিত্রিক অধঃপতনের পরিচয় দিয়া চলিয়াছি।

(২) ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولى القربى والمسكين والمهجرين فى سبيل الله وليعفوا - وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور الرحيم ٥

অর্থাৎ আর যেন কছম খাইয়া না বসে তোমাদের মধ্যকার যাহারা বুজুর্গ এবং অবস্থাপন্ন এ বিষয়ে যে তাহারা আত্মীয় স্বজন, মিছকীন ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে সাহায্য করিবে না, এবং তাহাদের উচিত তাহারা যেন উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেয়, তোমরা কি ইহা



পছন্দ কর যে আল্লাহ পাক তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (নুর রুকু ৩)

প্রথম পরিচ্ছেদে ১৮নং আয়াতে উপরোক্ত আয়াতের তরজমা উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদসত্বেও তাহার পুনরাবৃত্তি করার কারণ এইযে, আমরা যেন আমাদের পূর্ববর্তী ঐ সকল বুজুর্গের আচার আচরণ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করি। একই সাথে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ সম্পর্কেও যেন চিন্তা করি। উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশার (রাঃ) প্রতি তাঁহারাই সন্তানতুল্য লোকজন ভিত্তিহীন অপবাদ রটাইয়াছিল এবং সেই অপবাদ তাঁহার এমন সব আত্মীয়স্বজন ছড়াইয়াছিল আয়েশার (রাঃ) পিতা আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) এর সাহায্য সহযোগিতায় যাহারা জীবিকা নির্বাহ করিত। ইহাতে হজরত আবুবকর (রাঃ) পিতা হিসাবে কতটুকু মনকষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখে না। এতদসত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাহাদের ক্ষমা করার নির্দেশ দিতেছেন। অন্যদিকে হজরত আবুবকর (রাঃ) তাঁহার এইসব আত্মীয়স্বজনের জন্য পূর্বে যাহা খরচ করিতেন সেই খরচের অঙ্ক বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে আমরা কি নিজেদের আত্মীয়স্বজনের সহিত এরূপ উদার ব্যবহার করিতে পারিব যে তাহারা এমন গুরুতর অপবাদ রটাইলেও তাহাদের সাহায্য সহযোগীতা অব্যাহত রাখিব? কোরানের উপরোক্ত আয়াত পাঠ করিয়াও কি অকৃতজ্ঞ ও জঘন্য মানসিকতার আত্মীয়স্বজনের প্রতি আমাদের মনে বিন্দুমাত্র করুণার উদ্রেক হইবে? সেই সব আত্মীয়স্বজনতো দুরের কথা তাহাদের বংশধরদের প্রতিও কি আমরা যুগ যুগ ধরিয়া শত্রুতা পোষণ করিব না? সামাজিকভাবে তাহাদের বয়কট করিব না? তাহারা যেই সব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিবে আমরা কি সেই সব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ হইতে বিরত থাকিব না? অপবাদ যাহারা দিয়াছে তাহাদের নিমন্ত্রণে যাহারা অংশ গ্রহণ করিবে তাহাদের প্রতিও কি আমরা বিরূপ বিরক্ত হইব না? কেননা ওরা এমন লোকের নিমন্ত্রণ বা অন্যবিধ উৎসব অনুষ্ঠানে অংশ নিয়াছে যাহারা আমাদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছে। অথচ অংশ গ্রহণ করিয়া যদিও অপবাদদানকারীদের কাজে অসন্তুষ্ট থাকে তবুও

www.BANGLAKITAB.com



তাহাদেরও আমরা ভালো চোখে দেখিব না। পারতপক্ষে তাহাদের সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করিব। আল্লাহ বলিয়াছেন তিনি তাহাদের নিজেও সাহায্য করিবেন। কিন্তু আমরা তাহাদের সাথেও সম্পর্ক রাখিতে প্রস্তুত নহি, যাহারা অপবাধ রটানকারীদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু যাহাদের অন্তরে সত্যিকার ঈমান রহিয়াছে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার ছাপ রহিয়াছে তাহাদের মনে আল্লাহর পবিত্র বাণীর বিরাট প্রভাব বিদ্যমান। তাঁহারা আল্লাহর বাণীর উপর আমল করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে ইহাকেই বলে আনুগত্য, ইহাকেই বলে আদেশ পালন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের অসীম রহমত তাঁহাদের উপর নাজিল করিয়াছেন এবং নিজের দরবারে তাহাদের মর্যাদা অনুযায়ী জায়গা বরাদ্দ করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা ও ত মানুষ ছিলেন, ক্রোধ, ঘৃণা, আত্মসম্মানবোধ তাহাদেরও ছিল তাহাদের বুকেও চেতনা প্রবণ অন্তর ছিল। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির মোকাবিলায় তাঁহারা নিজেদের সকল ক্রোধ, রাগ, দুর্নাম ইত্যাদি বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন।

## মাতা পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের তাকীদ।

(৩) ووصينا الانسان بوالديه احسانا - حملته امه كرها ووضعته كرها - وحمله وفصله ثلثون شهرا - حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة قال رب اوزعنى ان اشكر نعمتك التى انعمت على وعلى والدى وان اعمل صالحا ترضه واصلح لى فى ذريتى - انى تبت اليك وانى من المسلمين - اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سياتهم فى اصحب الجنة وعد الصدق الذى كانوا يوعدون ٥

অর্থাৎ "এবং আমি মানবকে স্বীয় জনক জননীর সহিত সদ্ব্যবহার করিবার জন্য চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিয়াছি, তাহার জননী তাহাকে কষ্টের সহিত গর্ভে ধারণ করিয়াছে এবং কষ্টের সহিত তাহাকে প্রসব করিয়াছে এবং তাহাকে গর্ভে ধারণ ও স্তন্য পান হইতে বিরত করিতে ত্রিশ মাস লাগিয়াছে এমন কি সে যখন যৌবনে পদার্পণ করে ও চল্লিশ



বৎসরে উপনীত হয় তখন সে বলিতে থাকে হে আমার প্রতিপালক আপনি আমার ও আমার পিতামাতার প্রতি যে সমস্ত নেয়ামত দান করিয়াছেন তৎসমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার শক্তি আমাকে প্রদান করুন এবং এরূপ সৎকার্য করিবার শক্তি প্রদান করুন যাহা আপনার সন্তোষ বিধান করে ও আমার জন্য আমার সন্তান সন্ততিদিগকে সৎকর্ম-শীল করুন। নিশ্চয় আমি আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি নিঃসন্দেহে আমি অনুগতদিগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছি। তাহারাই ঐ সব লোক আমি যাহাদের কৃত উত্তম কার্যাবলি গ্রহণ করি এবং তাহাদের মন্দ কাজগুলি ছাড়িয়া দেই তাহারাই বেহেশতবাসী এবং ইহাই প্রতিশ্রুত সত্য ওয়াদা যাহা তাহাদের সহিত দুনিয়াতে করা হইত।"

(আহকাফ, রুকু ২)

**ফায়েদা ঃ** আল্লাহ তায়ালা কোরান পাকে আত্মীয় স্বজন এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের বার বার তাগিদ দিয়াছেন। ইতি পূর্বে ও এ ধরনের আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আয়াতে বিশেষভাবে পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহারের তাগিদ রহিয়াছে। "আমি পিতা মাতার সহিত উত্তম ব্যবহারের আদেশ দিয়াছি" এ ধরনের আয়াত কোরানের তিন জায়গায় রহিয়াছে। প্রথমতঃ ছুরা আনকাবুতের প্রথম রুকুতে, দ্বিতীয়তঃ ছুরা লোকমানের দ্বিতীয় রুকুতে তৃতীয়তঃ আহকাফের দ্বিতীয় রুকুতে। তাফছীরে খাজেনে লিখিত আছে যে, এই আয়াত হজরত আবু বকর সিদ্দিকের (রাঃ) শানে নাজিল হইয়াছে। সিরিয়া সফরের সময় সর্বপ্রথম নবী করিম (ছঃ) এর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার বয়স ছিল আঠার বছর নবীজীর বয়স ছিল বিশ বছর। এ সফরের সময়ে একটি কুলগাছের তলায় তাঁহারা বিশ্রাম করার সময়ে নবীজীকে একাকী রাখিয়া হজরত আবু বকর (রাঃ) পাদ্রীর সহিত দেখা করিতে গেলেন। পাদ্রী আবুবকরকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, গাছের ছায়ায় যিনি বসিয়া রহিয়াছেন তিনি কে? হজরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মোত্তালেব। পাদ্রী বলিলেন, আল্লাহর কসম ইনি নবী। হজরত ঈসার (আঃ) পর হইতে এই গাছের নীচে আর কেহ